বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 489. May, 1904.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৪২ বর্ষ। ৪৮৯ সংখ্যা। বৈশাখ, ১৩১১; মে ১৯০৪। ৮ম কল্প। ১ম ভাগ।

*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
বু	শ	বু	শ	বু	শ
৩১	৩২	৩১	৩২	৩১	৩১
†এ	মে	জুন	জু	আ	সে
‡১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৭
শু	র	বু	শু	সো	বৃ
৩০	৩১	৩০	৩১	৩১	৩০
শ	সো	বৃ	র	বু	শু

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩১১ সাল।

ইং ১৯০৪—১৯০৫।

শকাব্দা ১৮২৬।

সংবৎ ১৯৬১—১৯৬২।

ব্রাহ্মাব্দ ৭৫—৭৬।

কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
সো	বু	শু	শ	সো	ম
৩০	৩০	২৯	৩০	২৯	৩০
অ	ন	ডি	জা	ফে	মা
১৭	১৬	১৬	১৪	১৩	১৪
শ	ম	বৃ	র	বু	বু
৩১	৩০	৩১	৩১	২৮	৩১
সো	বু	শ	ম	ম	শু

বু	শ	বু	শ	বু	শ
বৃ	র	বৃ	র	বৃ	র
শু	সো	শু	সো	শু	সো
শ	ম	শ	ম	শ	ম
র	বু	র	বু	র	বু
সো	বৃ	সো	বৃ	সো	বৃ
ম	শু	ম	শু	ম	শু

§১	৮	১৫	২২	২৯
২	৯	১৬	২৩	৩০
৩	১০	১৭	২৪	৩১
৪	১১	১৮	২৫	৩২
৫	১২	১৯	২৬	
৬	১৩	২০	২৭	
৭	১৪	২১	২৮	

সো	বু	শু	শ	সো	ম
ম	বৃ	শ	র	ম	বু
বু	শু	র	সো	বু	বৃ
বৃ	শ	সো	ম	বৃ	শু
শু	র	ম	বু	শু	শ
শ	সো	বু	বৃ	শ	র
র	ম	বৃ	শু	র	সো

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃ এঃ,	১৪	১২	১০	৮	৫	৪
পুঃ,	১৭	১৬	১৩	১২	৯	৮
কৃঃ এঃ,	২৯	২৭	২৫	২৩	২১	১৯
অঃ,	৩২	৩১	২৮	২৭	২৪	২৩

শুঃএঃ-শুক্ল একাদশী, পুঃ-পূর্ণিমা।

কৃঃএঃ-কৃষ্ণএকাদশী, অঃ-অমাবস্যা।

‡* পরীক্ষা-২৮এ বৈঃ মঙ্গলবার ও ১৬ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার পূর্ণিমা। ৩রা বৈশাখ শুক্রবার এবং ২রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার ও ৩২শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার অমাবস্যা।

* বৈ-বৈশাখ বুধবার আরম্ভ ও ৩১এ শেষ।

† এ-এপ্রেল শুক্রবার আরম্ভ ও ৩০এ শনিবার শেষ।

‡ ১৩ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৪ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

§ ১লা বৈশাখ বুধবার, ২রা বৃহস্পতিবার ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ২রা রবিবার ইত্যাদি।

বৈ-বুধ- ১, ৮, ১৫, ২২, ২৯।

জ্যৈ-শনি-১, ৮, ১৫, ২৩, ২৯।

এক এক দিকে ৬টী করিয়া দুই দিকে ১২টী স্তম্ভে ১২ মাসের গণনা।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃ এঃ,	৪	৩	৩	৪	৪	৪
পূঃ,	৮	৮	৬	৮	৭	৮
কৃঃ এঃ,	১৮	১৮	১৭	১৮	১৮	১৮
অঃ	২২	২১	২১	২২	২২	২২

‡* পরীক্ষা-১৫ই কার্ত্তিক সোমবার ও ১৮ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার কৃষ্ণ একাদশী।

এইরূপ মধ্য স্তম্ভের সংখ্যার সহিত মাস ও বারের স্তম্ভ মিলাইয়া লইলে মাস, বার ও তিথি ঠিক্ হইবে।

নববর্ষ।

নব বরষের নব দিবারাতি,
নব বার, তিথি, মাস
আসিল আবার নব সাজে সাজি
পূরিতে জীবের আশ।
মেষরাশি পরে বিরাজে ভাস্কর,
ধরা নবরসে ভরা ;
নবীন যৌবনে অঙ্গ ঢল ঢল,
ভাবুক-মানস-হরা।
নির্ম্মল আকাশে
শশী তারাদল
বিমল বিভাতে ভাসে ;
দিগঙ্গনা-গণ
পরম হরষে
আলো করি দিক্ হাসে।
মলয় পবন
বহে মাতোয়ারা
ধূলা পাতা উড়ে যায়।
নদীর তরঙ্গ
বহি নানা রঙ্গে
বারিনিধিপানে ধায়।
তরু লতা রাজি
নব পত্র ফুলে
সাজিল মোহন সাজে ;
কুঞ্জে কুঞ্জে পাখী
গায় মধুস্বরে—
ঐকতান বাদ্য বাজে।
জলে জলচর,
স্থলে পশু নর
বিচরে নব উদ্যমে,
সকলি সুন্দর
আনন্দে পূরিত,
মধুর বসন্তাগমে।

২

নব বরষের
এ শোভা-মাধুরী
এ আনন্দ-মহোৎসব
কত দিন রবে !
কাল চক্র ঘুরি
পেষিয়া ফেলিবে সব।
পুরাতন বর্ষ
হাসিতে হাসিতে
হয়েছে যেমন ম্লান ;
নব বরষের
এ শোভন দৃশ্য
হবে পুনঃ অন্তর্দ্ধান।
এ আকাশ পুনঃ
হবে ঘনাবৃত,
নিভিবে তপন শশী ;
ধরা হবে শুষ্ক,
বরষার ধারে
অশনি পড়িবে খসি।
তরুলতাগণ
হবে পুরাতন,
ঝরিবে পল্লব ফুল ;
নদীবক্ষ হবে
তরঙ্গ-বিহীন,
বালিভরা দুই কূল।

জলে জলচর
স্থলে পশু নর,
সবে হবে জর জর ;
দুর্ভিক্ষ আময়,
মৃত্যু মহাভয়,
শাসিবেক চরাচর।

৩

কোথা সেই ঠাঁই
বল দেখি যথা
চির বসন্ত রাজে ?
চিরকাল সব
থাকে অভিনব
পুরাণ পলায় লাজে ?
নাহি ক্ষয় হ্রাস,
জরা মৃত্যু ভয়,
নাহি পাপ তাপ শোক ;
জীবন যৌবন
নব চিরদিন,
উজ্জল চির-আলোক ?
এক মহাশক্তি
জীবন্ত জাগ্রত,
জগতের অন্তরালে ;
চির পুরাতন
অথচ নবীন,
অনাবদ্ধ দেশে কালে।
অজ নিত্য সত্য,
জরা মৃত্যুহীন,
নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ;
তাঁহারি প্রভাবে
পুরাতন নব,
নব হয় পুরাতন।
তিনি লীলাময়,
আপন ইচ্ছায়
ভাঙ্গেন গড়েন সব ;
তাঁহারি ইচ্ছায়
সৃজন পালন
প্রলয় বিধি সম্ভব।
মানব জীবনে
শৈশব কৌমার,
জরা মৃত্যু লীলা তাঁর ;
মৃত্যুপর পারে
অনন্ত অসীম
তাঁহারি লীলা বিস্তার।
চঞ্চলের মাঝে
তিনি অচঞ্চল,
অসারের মাঝে সার ;
অধ্রুবের মাঝে
তিনি ধ্রুব সত্য,
অমৃত মৃত্যু মাঝার।
তিনি চির নব,
মধুর সুন্দর,
চির সুখ শান্তিময় ;
তাঁর সহ যোগে
পাইবে জীবন,
নব চির—চির অক্ষয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নববর্ষের ফলাফল—নববর্ষে চন্দ্র রাজা ও বৃহস্পতি মন্ত্রী। পঞ্জিকার মতে ইহার ফল শুভ।

শাসন পরিবর্ত্তন—রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কর্জন যে মাসে বিলাতে চলিলেন, ইহাতে তাঁহার রাজপ্রতিনিধিত্বের শেষ হইল। যদি ফিরিয়া আসেন, নূতন নিয়োগপত্র লইয়া আসিতে হইবে। তাঁহার স্থানে মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড আম্পহিল প্রতিনিধিত্ব করিবেন। ভারতের সর্ব্বত্র রীতিমত এ সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

নূতন বাইস চান্সেলর—অনরেবল এ পেডলার সি আই ই দুই বৎসরের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী চান্সেলর হইলেন।

তিব্বৎযুদ্ধ—তিব্বতে যে ইংরাজ রাজনৈতিক অভিযান হইয়াছিল, তাহা এখন সামরিক অভিযানে পরিণত হইয়াছে। তিব্বতীয়েরা অভিযানের পথে বাধা দেওয়াতে কয়েকটী যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিব্বতীয়দিগের অনেকে হত হইয়াছে, ইংরাজপক্ষে অতি সামান্য ক্ষতি হইয়াছে।

রুষ-জাপান যুদ্ধ—ইয়ালু নদীর তীরে যে স্থলযুদ্ধ হয়, তাহাতে জাপানীরা জয়ী হইয়া রুষদিগকে হঠাইয়া দিয়াছে। উভয় পক্ষে হতাহত অনেক হইয়াছে।

মৃত্যু—(১) কলিকাতার মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা পরলোক গমন করিয়াছেন, ইনি একজন বিজ্ঞ কৃতী লোক ছিলেন। (২) সুপ্রসিদ্ধ "লাইট অব এসিয়া" প্রণেতা এডউইন আর্ণল্ডের মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার নিকট ভারতবাসীরা যথেষ্ট ঋণী। (৩) ছোট লাটের পিতা পাদরী ফ্রেজার হঠাৎ হৃৎস্পন্দনবিহীন হইয়া মারা গিয়াছেন। ইনি ৯২ বৎসর বয়সেও ছোটলাটভবনে থাকিয়া নানা স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন। (৪) কুমারী ফ্রান্সিস কব পরলোকগত হইয়াছেন, ইনি নারীজাতির আদর্শ ও গৌরবস্থল ছিলেন।

পঞ্জাবে স্ত্রী-শিক্ষা—পঞ্জাবে ১ কোটি ৪০ লক্ষ স্ত্রীলোকের মধ্যে ২৫ হাজার মাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন। গত বর্ষে ২৮ জন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিনীর ২৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহা পঞ্জাবী রমণীগণের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

"সার আইজাক নিউটন বৃত্তি"—আলীগড় কলেজের অধ্যাপক জিয়াউদ্দীন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত পরীক্ষা দিয়া এই বৃত্তি পাইয়াছেন। ভারতবাসীদের মধ্যে ইতিপুর্ব্বে আর কেহ ইহা পান নাই।

বাঙ্গালীর উচ্চ পদ—উড়িষ্যা বিভাগের কমিসনর মেং কে জি গুপ্ত রেবি নিউ বোর্ডের অন্যতর মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছেন।

এ পদ ইতিপূর্ব্বে কোনও ভারতবাসীর ভাগ্যে ঘটে নাই।

রাজধানীর উন্নতি—আগামী বর্ষে কলিকাতার উন্নতি সাধন জন্য ৫০ লক্ষ এবং সিমলার জন্য ২০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে।

জাপান সাম্রাজ্ঞীর দেশহিতৈষিতা—তিনি আপনার অধিকাংশ অলঙ্কার আর শরীররক্ষকের সংখ্যা কমাইয়া উদ্বৃত্ত টাকাও যুদ্ধফণ্ডে দান করিয়াছেন।

ছোট লাটের শৈলযাত্রা—সার ফ্রেজার কয়েক মাস অবিশ্রান্ত রাজ্য পরিদর্শন করিয়া গত ৭ই এপ্রেল দার্জ্জিলিঙ গমন করেন। কিছুদিন বিশ্রাম করিতে না করিতে পিতৃবিয়োগ-ঘটনায় কলিকাতায় ফিরেন। আবার দার্জ্জিলিঙে গিয়াছেন।

রমণীর ব্যাঘ্র-শিকার—বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি (যিনি কলিকাতা হাইকোর্টের জজ ছিলেন) জেঙ্কিন্সের পত্নী নিজামের রাজ্যে এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছেন।

নব বর্ষের চিন্তা।

১। তরু লতাও জীবন ধারণ করে; পশুপক্ষীও জীবন ধারণ করে; কিন্তু সে জীবন অসার জীবন, কারণ তাহাতে আত্মচিন্তা করিবার শক্তি নাই।

২। মানবজীবনের গৌরব ও শ্রেষ্ঠতা এই যে মানব আত্মচিন্তা করিতে পারে। মানব তরু লতার ন্যায় জন্মিয়া কিছুদিন বাড়িয়া পরে মরিয়া যাইবার জন্য নয়। মানব পশু পক্ষীর ন্যায়ও বর্ত্তমান সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া মরিয়া যাইবার জন্য নয়। মানব অমর আত্মা।

৩। অমরাত্মা চির-উন্নতিশীল। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম ও অনন্ত পুণ্যের দিকে আত্মার গতি অনন্ত।

৪। আত্মচিন্তা, আত্মপরীক্ষা ও আত্মবিকাশ দ্বারা আত্মোন্নতি সাধিত হয়।

৫। প্রতিদিন নির্জ্জনে আত্ম-হিত চিন্তা করা অমরাত্মা-ধারী প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। যে তাহা না করে, সে আত্মঘাতী হয়। আত্মঘাতীর পাপ অমার্জ্জনীয়।

৬। পাপে আত্মার মৃত্যু এবং পুণ্যেতেই আত্মার জীবন। "পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি, পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে।" পুণ্য প্রাণকে ধারণ করেন, পুণ্য প্রাণদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

৭। পুণ্য জীবনের সঞ্চারে মৃত মানব নব জীবন পায় ও অমরত্বের অধিকারী হয়।

৮। আত্মার মৃত্যুর এই কয়েকটী কারণঃ—

(১) ইন্দ্রিয় বা রিপু-পরায়ণতা।

(২) সাংসারিকতাতে নিমগ্ন হওয়া।

(৩) ঈশ্বরের উপাসনায় ঔদাস্য।

(৪) অন্তরস্থ বিবেক বা ধর্ম্মবুদ্ধির আদেশ অবহেলন।

৯। যাঁহারা পুণ্য জীবন লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রধানতঃ এই কয়েকটী উপায় অবলম্বন করিয়াছেন :—

(১) বৈরাগ্য বা সংসারের ভোগ-লালসা পরিত্যাগ।

(২) অবিশ্রান্ত প্রার্থনা, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মানন্দ রসপানে অনুরাগ।

(৩) ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ।

(৪) ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া ধর্ম্মবুদ্ধির আদেশে প্রত্যেক কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান।

(৫) ঈশ্বরের প্রভুত্ব আপনার ও সংসারের উপরে স্থাপন জন্য প্রাণগত চেষ্টা।

১০। আমাদের তনু, মন, ধন, ঈশ্বরপ্রদত্ত ও ঈশ্বরেরই জন্য। এই সকল নৈবেদ্য স্বরূপ ঈশ্বরচরণে উৎসর্গ করিতে পারিলে মানবজীবন সফল হয়।

স্ত্রী-নীতি-চতুষ্টয়।

১। স্ত্রীণাঞ্চ পতিদেবানাং শুশ্রূষা চানুকূলতা।
তদ্বন্ধুষ্বনুবৃত্তিশ্চ নিত্যং তদ্‌ব্রতধারণং॥

যে স্ত্রী পতিকে দেব জ্ঞান করে, তাহার নাম পতিদেবা। অতএব স্ত্রীলোক পতির অনুকূলতাচারিণী হইয়া অকপটে তাঁহার শুশ্রূষাদি করিবেন এবং পতির বন্ধুবর্গের অনুবৃত্তি ও আনুকূল্য এবং সেবা শুশ্রূষাদি করিবেন। ইহাই স্ত্রীলোকগণের পরম ধর্ম্ম।

২। সংমার্জ্জনোপলেপাভ্যাং গৃহমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ।
স্বয়ঞ্চ মণ্ডিতা নিত্যং পরিমৃষ্টপরিচ্ছদা॥

স্ত্রীলোকেরা গৃহমার্জ্জনা ও লেপনাদি দ্বারা গৃহকে পরম শোভিত করিবেন এবং উদ্বর্ত্তনাদির দ্বারা স্বগাত্র মার্জ্জন ও নানা প্রকার বেশবিন্যাসাদি করতঃ মনোরম বস্ত্রালঙ্কারাদি ধারণপূর্ব্বক কালে কালে পতির প্রীতি উৎপাদন করিবেন।

৩। কার্য্যৈরুচ্চাবচৈঃ সাধ্বী প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
বাক্যৈঃ সত্যৈঃ প্রিয়ৈঃ নিত্যং প্রেম্ণা কালে
ভজেৎ পতিং॥

উচ্চাবচ কর্ম্ম, ইন্দ্রিয়সংযম, প্রিয়বাক্য প্রয়োগ, সত্যধর্ম্ম রক্ষা এবং প্রীতি প্রকাশ ও বিশ্বাস দ্বারা অকপটে দেব-বুদ্ধিতে সতী স্ত্রী কালে কালে পতিকে নিত্য ভজনা করিবেন।

৪। যা পতিং হরিভাবেন ভজেৎ শ্রীরিব তৎপরা।
হর্য্যাত্মনা হরের্লোকে পত্যা শ্রীরিব মোদতে॥

যে স্ত্রী লক্ষ্মীর ন্যায় পতিকে হরি ভাব দ্বারা ভজন করেন, তিনি পরলোকগামিনী হইয়া হরিরূপ পতির সহিত লক্ষ্মীর ন্যায় সর্ব্ব সুখ সম্ভোগ করেন।

শ্রীরাধিকা প্রসাদ ঘোষ চৌধুরী।

বিবাহে পণ-প্রথা।

(প্রাপ্ত)

সর্ব্বনাশিনী বিবাহ-পণ-প্রথায় যে দেশের তথা সমাজের কি মহান্ অনিষ্ট সংসাধিত হইতেছে, কত, কত সংসার এই ভীষণ প্রথার প্রাণহর আবর্ত্তে ঘূর্ণায়মান, কত কত সহায়হীন সম্পদহীন নির্ধন পিতা ইহার মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অস্থি-চর্ম্মসার ও উন্মত্তের ন্যায় কালক্ষেপ করিতেছেন, কত দীন হীন পিতা কন্যার বিবাহে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইতেছেন, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? অন্ধ বধির দয়ামায়াশূন্য দেশের সকল সমাজেই এখন পণপ্রথা ভীষণ মূর্ত্তিতে বিরাজিত। সামাজিকগণ মোহনিদ্রায় অভিভূত; দেখিবার লোক নাই, শুনিবার লোক নাই। এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার বা দুই চারিটা কথা বলিবারও লোকাভাব, সুতরাং ইহার অবাধ গতির অপ্রতিহত তেজের প্রতি-বন্ধকতাচরণ করিবে কে? দেশে বাক্য-বীরের অভাব নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে শিক্ষিত নামধারীর সংখ্যাও বিরল নহে, এবং জ্ঞানবান্ গুণবান্ বুদ্ধি-মান্ বলিয়া খ্যাত পুরুষ প্রবরের সংখ্যাও মুষ্টিমেয় নহে। তথাচ সমাজে এই নিদারুণ প্রথা প্রচলিত, এই লোকধর্ম্ম-বিদ্বিষ্ট প্রথার প্রবল প্রকোপ, এই শোণিত-শোষক প্রথার অবাধ প্রচলন। যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই দেখিবে করাল কবল ব্যাদান করিয়া পণপ্রথা রাক্ষসী সমাজকে গ্রাস করিতে উদ্যত। যে দিকে যাইবে সেই দিকেই দেখিবে পণপ্রথার বিজাতীয় অত্যাচারে ঘরে ঘরে আকুল ক্রন্দন, উষ্ণশ্বাস, হা হতোস্মি শব্দ উত্থিত হইতেছে। এমন ব্যক্তি নাই যিনি এক দিন না এক দিন এই পণের দায়ে অস্থির হইয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক না ছাড়িয়াছেন। দেখে কে, শুনে কে, বুঝিবার লোক কই! দয়া ধর্ম্মের মস্তকে শত পদাঘাত করিয়া, শাস্ত্রকে পাদ-দলিত করিয়া, ন্যায়ের মস্তক অন্যায়ের কঠোর কুলিশাঘাতে বিচূর্ণিত করিয়া, লোকলজ্জা পরিহার করিয়া, সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি বিবেককে অতল তলে চিরতরে নিমজ্জিত করিয়া পুত্রের শোণিত অস্থি মজ্জা বিক্রয় করিয়া যেরূপে পার এবং যত পার অর্থ উপার্জ্জন কর, কেহ কিছু বলিবে না, কেহ কিছু করিবে না; কারণ সমাজের সকলেই এক পথ ও এক মতাবলম্বী, সকলেই পুত্রবিক্রয়ের মহা-লাভজনক ব্যবসা খুলিয়া কন্যার জনক-রূপ ক্রেতার অপেক্ষায় বসিয়া আছে! হায় সমাজ! হায় ধর্ম্ম!! হায় শাস্ত্র!!!

দোষ দিব কাহার? যিনি সমাজশীর্ষ বলিয়া—বর্ণগুরু বলিয়া বড়াই করিয়া

থাকেন, তিনিও এখন বিকট বেশে এই পুত্রবিক্রয়ের ব্যবসা ধরিয়াছেন, তিনিও এখন শাস্ত্রাদেশ অগ্রাহ্য করিয়া স্বকীয় পদ-মাহাত্ম্য বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত করিয়া জাতি ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া এই মানুষ বিক্রয়রূপ মহা পাতিত্যজনক ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছেন। সমাজের অবস্থা দেখিয়া, দুর্দ্দশা দেখিয়া, প্রাণ-হীনতা দেখিয়া চক্ষু ফাটিয়া জল আসে, হৃদয় বিদীর্ণ হইতে চায়। সেই জন্যই বড় দুঃখে "বিবাহ-বিভ্রাট"কার বলিয়াছেন, "* * * ভিক্ষার ঝুলি আছে, গলায় দিবার দড়ি আছে, সেও ভাল; কিন্তু কেউ যেন ছেলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে টাকা রোজগারের চেষ্টা না করে—অতি ইতর, অতি চামার, অতি কসাইয়ের কাজ!!!" আমরাও বলি হায় হায়! দেশে এখন এইরূপ বিভৎস বিকট বিশেষণে বিশেষিত হইবার লোকাভাব সংঘটিত হয় কি?

সমাজসংস্কারকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া কতকগুলি মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধন মানসে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। যাহাতে কায়স্থসমাজমধ্যে মহান্ অনিষ্টোৎপাদিনী পণপ্রথা রহিত হইয়া বিবাহব্যয় সংক্ষিপ্ত হয়, ইহাও ইহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু সমাজের যেরূপ অবস্থা—সমাজ যেরূপ অধঃপতনের চরম সোপানে উপনীত হইয়াছে, তাহাতে দুই দশ জনের একাগ্র চেষ্টায় সেই উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হওয়া একান্ত অসম্ভব। বিক্রেয় পদার্থ পুত্ররত্নের পিতৃকুল এরূপ অর্থপিশাচ—এমন হৃদয়-হীন হইয়া পড়িয়াছে, যে বাহিরের দুই দশটি কথায়—দুই চারিটি উপদেশে তাদের বজ্রকঠিন হৃদয় দ্রব হইবে না, সমাজের অনিষ্টের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না এবং অর্থলালসা পরিত্যাগ করিয়া পণ গ্রহণ প্রথার মূলোচ্ছেদ করত সভার উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইতেও সক্ষম হইবে না। সত্য বটে এই অতি অল্প সময় মধ্যে দুই চারিজন কায়স্থপুঙ্গব কায়স্থ সভার উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন, করিতেছেন এবং করিবেন বলিয়া প্রতি-শ্রুত হইয়াছেন; কিন্তু সেরূপ হৃদয়বানের সংখ্যা কয়টী? অনন্ত সমুদ্রে দুই একটি জলবিন্দুমাত্র।

বর্ত্তমানে কায়স্থসমাজে বিদুষী রমণীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে এবং দেশবিখ্যাত "বামাবোধিনীর" পাঠিকাগণের মধ্যে কায়স্থ মহিলার সংখ্যাও মুষ্টিমেয় নয়। আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার উদ্দেশ্যাবলী অবগত হইয়া যেন কায়স্থ মহিলাগণ পণপ্রথা-রাহিত্যের সহায়তা করিতে অগ্রসর ও সচেষ্ট হয়েন। আমাদের বিশ্বাস যে, যদি আমরা আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণের সহায়তা প্রাপ্ত হই, যদি আমাদের কুলললনাগণ এই সমাজ-বিনাশ-সাধিনী পণপ্রথার অনিষ্টের বিষয় অবগত হইয়া তাহার উচ্ছেদের জন্য কৃতনিশ্চয় হয়েন, তাহাহইলে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা নিশ্চয়ই অবিলম্বে পণপ্রথার মূলচ্ছেদ

করিতে সক্ষম হইবেন। আমাদের কুলাঙ্গনাগণ যদি স্ব স্ব পিতা, পুত্র, ভ্রাতা পতি প্রভৃতিকে পণগ্রহণের অযৌক্তিকতা, অশাস্ত্রীয়তা ও তাহার বিষময় ফলে সমাজ-শরীর দিন দিন কিরূপ জীর্ণ শীর্ণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে তাহা বুঝাইয়া দেন এবং আপনারাও পুত্র কন্যার বিবাহে পণগ্রহণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মানা হয়েন এবং পতি প্রভৃতিকেও তাহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে উৎসাহিত ও উপদিষ্ট করিতে পারেন, তাহা হইলে কায়স্থ-সমাজ হইতে অচিরে পণপ্রথা উঠিয়া যাইবে এবং কায়স্থ-সমাজ নব বলে বলীয়ান্ হইয়া অন্যান্য সমাজের আদর্শরূপে পরিগণিত হইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

কায়স্থসভার বিবাহ-ব্যয় সংক্ষেপ বিষয়টী বড়ই গুরুতর; পণপ্রথাও সমাজে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ইহার মূলোচ্ছেদে পুরুষগণের যেরূপ সৎসাহস, ত্যাগস্বীকার ও পরদুঃখ-কাতরতার প্রয়োজন, আমাদের মহিলাগণের মধ্যেও সেই সকল গুণ থাকার অথবা গুণাধিক্যের প্রয়োজন, কারণ বিবাহাদি বিষয়ে স্ত্রীলোকগণের পরামর্শাদি বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং বিবাহে পণের কথা উঠিলেই যদি ললনাগণ উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মানা হয়েন এবং কর্তৃপক্ষকেও পণ গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমাজ হইতে শীঘ্রই পণপ্রথা তিরোহিত হইবে এবং সমাজ তথা কন্যাভার-নিপীড়িত পিতৃগণ অবশ্যম্ভাবী উৎসন্নতা হইতে রক্ষা পাইবেন।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী,
সহকারী সম্পাদক,
রাজসাহী কায়স্থ সমিতি।

পাপের পরিণতি।

১

শুক্ল সপ্তমীর অপূর্ণ চন্দ্রমা গগন-সাগরের কৃষ্ণগর্ভে বিলীন হইয়াছে; অরাজক রাজ্যে দস্যু তস্করের ন্যায় স্বাস্থ্যসুখ নির্ভয়ে জগতে প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে; প্রকৃতি নীরবে অত্যাচার সহ্য করিতেছে আর মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাসে পত্রপুঞ্জ বিকম্পিত করিয়া স্বীয় হৃদয়-বেদনার পরিচয় প্রদান করিতেছে। জগৎ নিস্তব্ধ, কোথাও মানবের সন্দর্শন নাই, কেবল মাঠের পথ দিয়া ন্যূনাধিক পঞ্চদশবর্ষ-বয়স্ক বালক রায়পুকুরের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

বালক পুষ্করিণীর তীরে উপনীত হইল। বহুকাল অযত্নে পড়িয়া থাকিলে যেরূপ হয়, রায়পুকুরেরও সেইরূপ অবস্থা; নানাজাতীয় তৃণ শৈবাল জন্মিয়া জল পূতি-গন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিয়াছে,

তীরভূমি অযত্ন-সম্ভূত নানা তৃণ গুল্মে সমাচ্ছন্ন। পূর্ব্বে যে সকল ফলপুষ্পবৃক্ষে তীরভূমি শোভাময় ছিল, এখন তাহা বন্য ভাবে পরিণত হইয়া নিশিতে পথিক-হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিতেছে। বালক অতি সতর্কভাবে তীরভূমি অতিক্রম করিতে লাগিল।

'পুষ্করিণী-তীরস্থ প্রাচীন বৃক্ষে ভূতের আবাসস্থান' এইরূপ প্রবাদ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। সাহসী বালক সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া নির্ভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিঞ্চিৎ দূর গিয়া হঠাৎ বালকের গতিরোধ হইয়া গেল। তাহার বোধ হইল যেন তাহার সম্মুখে, কিঞ্চিৎ দূরে কয়েকটী মনুষ্যাকৃতি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বালক ভূত প্রেতের কথা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে শিখিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা পারিল না। ভয়ে তাহার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, বাক্যরোধ হইয়া গেল, কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া হত-বুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার পিতার উপদেশের কথা মনে পড়িল। তাহার পিতা বলিতেন, "যদি কখনও কোন স্থানে ভূত দেখিতেছ মনে হয়, তবে চক্ষু বুজাইয়া এক শত বার একমনে ঈশ্বরের নাম করিয়া ভূতের কাছে যাইবে, তাহা হইলেই ভূত ধরা পড়িবে।" বালক পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিল, এক শতবার ঈশ্বরের নাম করিয়া চক্ষু খুলিল—দেখিল মনুষ্য-মূর্ত্তিগুলি পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তবে বালকের মনে আর পূর্ব্ববৎ ভয় নাই, সাহসের উদয় হইয়াছে। সে অল্পে অল্পে মনুষ্য-মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই বালক শুনিতে পাইল তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিতেছে, "কার্ত্তিক বাবু এখনও এলো না, কাজ হাসিল হবে কি করে? সে দিন শেষ রাত্রে ডাকাতি কর্ত্তে গিয়ে কোন ফলই হ'ল না, উল্টো ধরা পড়তে পড়তে মা কালীর অনুগ্রহে বেঁচে এসেছি। শেষ রাত্রে লোকের সহজে চেতনা হয়, একটু গোল হলেই রাজ্যির লোক ভেঙ্গে আসে। প্রথম রাত্তির না হলে কি ডাকাতি করে সুখ? মধু বোসের কোটাবাড়ী, দোর জানালা সব মজবুৎ। তা ছাড়া ৩।৪টা লোহার সিন্দুক ভাঙ্‌তে হবে; সহজে সে টাকা দেবার লোক নয়, বদমায়েসের একশেষ, কত কাণ্ডই কর্ত্তে হবে!" এই কথাগুলি শুনিয়াই বালক সমস্তই বুঝিতে পারিল। কার্ত্তিক বিখ্যাত ডাকাত। ইহারা তাহার লোক। দেওয়ানহাটীর মধুসূদন বসু বিলক্ষণ অবস্থাপন্ন লোক, ইহারা অদ্য রাত্রে তাহার বাটীতে ডাকাতি করিতে যাইবে।

বালকের ভূতের ভয় চলিয়া গেল—তাহার হৃদয়ে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। সে ভাবিতে লাগিল, এই ষড়যন্ত্র কি নষ্ট করা যায় না? আহা! মধু বোস কত কষ্টে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে, ইহারা একরাত্রে তাহার সর্ব্বনাশ করিবে!

বাবা সে দিন দধীচি মুনির গল্প করিয়া বলিয়াছিলেন, "পরোপকারের জন্য আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করাই পরম ধর্ম্ম, কিন্তু এক্ষণে সামান্য একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া অপরের যে পরম উপকার করিতে পারা যায়, অনেক লোকে সকল সময় তাহাও করে না। ইহা অপেক্ষা নিন্দা ও ঘৃণার বিষয় আর কিছুই নাই। আমি যদি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া দেওয়ানহাটী গিয়া মধু বাবুকে সাবধান করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে হয়ত তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে না। আর আমার দ্বারা তাঁহার ধনসম্পত্তি রক্ষা হইয়াছে এ কথা যদি বাবা জানিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি কতই আনন্দিত হইবেন! আমারও জীবন স্বার্থক হইবে।" মধু বোসের বাটীতে গিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য তাহার হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল। বালকের বাটী গোপালপুর, রায়পুকুরের এক মাইল দক্ষিণ। দেওয়ানহাটীও রায়পুকুর হইতে এক মাইল দূরে, তবে দক্ষিণে নহে, পূর্ব্বে। দেওয়ানহাটী হইয়া গোপালপুরে যাইতে হইলে বালককে প্রায় তিন মাইল পথ চলিতে হইবে, কিন্তু বালক তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সেই অন্ধকার রাত্রিতে একাকী অগ্রে দেওয়ানহাটীতে গিয়া মধু বাবুকে সাবধান করিয়া দিবে, পরে বাটী যাইবে সংকল্প করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। চিন্তাযুক্ত বালক দুই তিন পদ অগ্রসর হইতে না হইতে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল। দস্যুগণ কি শব্দ হইল, তাহা স্থির করিবার জন্য চারি দিকে অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত হইল, কিন্তু একজন বলিল, "ও কিছু নয়, এক বেটা শিয়াল বোধ হয় লাফাইয়া গেল।" তাহার কথায় সকলে নিরস্ত হইল। দস্যুগণ নিশ্চিন্ত হইয়াছে দেখিয়া বালক ধীরে ধীরে উঠিয়া অতি সাবধানে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। পুষ্করিণী অতিক্রম করিয়াছে, এমন সময় একজন লোকের সহিত বালকের সাক্ষাৎ হইল। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল, "কে ও?" বালক বলিল, "আমি হরিনাথ ঘোষ, গোপালপুরের বিরাজকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের পুত্র।" বিরাজ বাবুর নাম শুদ্ধ গোপালপুরে কেন, পার্শ্ববর্ত্তী সকল গ্রামেই সুপরিচিত। তিনি ধনী নন বটে, কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধি, উদার প্রকৃতি ও ধর্ম্মভীরুতার জন্য সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। পাপকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন, কিন্তু পাপীকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিতে কখনও পশ্চাৎপদ নহেন। ধনী তাঁহাকে হিতৈষী বলিয়া আদর করিতেন, সাধু তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা দেখিয়া ধন্যবাদ করিতেন, নিরাশ্রয় আশ্রয়দাতা জানিয়া তাঁহার কাছে হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিত, অনুতপ্ত তাঁহার নিকট সান্ত্বনা পাইত। ধর্ম্মের উন্নত মঞ্চারূঢ় সাধু হইতে কলুষ-হৃদয় মহাপাপী পর্য্যন্ত সকলেরই তিনি প্রিয়পাত্র, সকলেই তাঁহাকে পরম আত্মীয় ও পরম বন্ধু বলিয়া জানে।

বিরাজ বাবুর নাম শুনিয়া প্রশ্নকারী

বলিল, "এত রাত্রে কোথায় গিয়াছিলে?"

হরিনাথ—"রায়গড়ে বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম, বাড়ী যাইব, রায়পুকুরের পাড় দিয়া যাইতে পারিলাম না, তাই এই পথে যাইতেছি।"

আগন্তুক—"যাও বাবু, ওখানে ভূতের ভয়, ও পথে কি যেতে আছে?"

বালক নিজ পথে চলিল, আগন্তুক রায়-পুকুরের ঘাটের দিকে গেল।

যুবক মধু বসুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল। অনেক কষ্টে বাটীর লোকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। মধুবাবু বাহিরে আসিলে হরিনাথ সকল কথা খুলিয়া বলিল। মধু বাবু ভীরু লোক নহেন, তিনি ডাকাতদিগের কার্য্যে বাধা দিবার জন্য পাড়া হইতে লোকজন ডাকিতে ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিলেন। নিজেও একটী বন্দুক ভরিয়া রাখিলেন। যতদূর সতর্ক হওয়া সম্ভব, মধু বাবু তাহার ত্রুটি করিলেন না। ডাকাতেরা আসিয়া সহজে আর কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না দেখিয়া হরিনাথ বাটী গমনের জন্য বিদায় চাহিলেন। মধু বাবু সে রাত্রি তাঁহার বাটীতে থাকিবার জন্য বালককে বিশেষ জেদ করিতে পারিলেন না। বালক বিদায় লইল।

২

পরদিন অতিপ্রত্যুষে মধুবাবু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য বিরাজ বাবুর বাটীতে গমন করিলেন। বিরাজ বাবু তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মধু বাবু হরিনাথকে অসংখ্য আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, বাছা অত কষ্ট করিয়া যদি সেই রাত্রেই আমাকে সতর্ক করিয়া না দিত, তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইত। আমার যাহা কিছু ছিল, সবইত লুণ্ঠিত হইত, অধিকন্তু আমার প্রাণ রক্ষা হইত কি না সন্দেহ। আহা! হরিনাথের মত যাঁহার পুত্র, তিনি রাজরাজেশ্বর অপেক্ষা অধিক সুখী। বিরাজ বাবু আপনি ধন্য!

বিরাজ বাবু সকল কথা বিশেষ করিয়া বলিতে অনুরোধ করিলে, মধুবাবু বলিলেন "গতরাত্রে হরিনাথ রায়গড় হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া রায়পুকুরের পাড় দিয়া বাটী আসিতেছিল। রায়পুকুর পাড়ে কাত্তিক ডাকাতের লোকেরা জমায়েৎ হইয়া আমার বাটীতে ডাকাতি করিবে পরামর্শ করিতেছে শুনিতে পাইয়া বাছা আমার সেই রাত্রেই আমাকে আসিয়া সংবাদ দেয়! আমি পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইতে পারিয়াছিলাম, তাই ডাকাতে আমার কিছুই করিতে পারে নাই। দুই একবার বন্দুকের আওয়াজ করিবার পরেই ডাকাতেরা আর কাল-বিলম্ব না করিয়াই পলায়ন করিল।"

স্বীয় পুত্রের কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া বিরাজ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিনাথ কি এখনও আপনার বাটীতে আছে?"

মধু বাবু বিস্মিত ও চিন্তাকুল হইয়া বলিলেন, "না! সেত সেই রাত্রেই চলিয়া

আসিয়াছে। আমি তাহাকে রাত্রে আমার বাটীতে থাকিবার জন্ম বিশেষ জেদ করিতে সাহস করি নাই।"

বিরাজ বাবু বলিলেন, "হরি হে! তোমার ইচ্ছা! মধু বাবু চলুন, তাহার সন্ধান লইয়া আসি।"

বিরাজ বাবু ও মধু বাবু দুই জনে তৎক্ষণাৎ হরিনাথের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল, তবুও তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। বিরাজ বাবুর বাটীতে কান্নাহাটী পড়িয়াছে। শুদ্ধ গোপালপুর কেন, সন্নিহিত ৬।৭ খানি গ্রামের সকল লোকেই বিরাজ বাবুর জন্ম দুঃখিত ও ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছে। কাহারও মুখে আর অন্য কথা নাই, সকলেই বিরাজ বাবু ও হরিনাথের বিষয় আলোচনা করিতেছে।

দুই দিন অতীত হইয়া গেল, অনেকে অনুসন্ধান করিল, কিন্তু হরিনাথের আর সন্ধান পাওয়া গেল না। সকলেই হতাশ হইয়া পড়িল। কার্ত্তিক ডাকাত হরিনাথকে খুন করিয়াছে, সকলের মনে শেষে এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হইল।

তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে ১০।১১ বৎসরের একটী বালক বিরাজ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল। বিরাজ বাবুর সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা নলিনী এক সাজি ফুল তুলিয়া তাহা পুষ্পপাত্রে সাজাইতেছে আর দাদার জন্য চক্ষের জল ফেলিতেছে। নলিনী একটী গোলাপ ফুল হাতে করিয়া বলিতে লাগিল "হে মা দুর্গা, আমার দাদাকে এনে দাও, আমি তোমাকে এই রকম একশ গোলাপ ফুল দে পূজো করবো।" সে ফুলটী রাখিয়া একটী ধুতরা ফুল হাতে লইয়া বলিল, "হে বাবা মহাদেব! আমার দাদাকে এনে দাও, আমি কি দিন তোমাকে এই রকম ফুল দে পূজা করবো। আমার এমন ভাল দাদা, এমন দাদাত আর কারও নাই, আমাকে কত ভালবাসে, কত আদর করে, কেন বাবা মহাদেব তাকে আমার কাছে এনে দিচ্ছনা? দাদা আমার কত ফুল এনে দেয়, আমি রাশ রাশ ফুল দে তোমার পূজো করবো। হে বাবা মহাদেব। হে মা দুর্গা! তোমরা আমার দাদাকে এনে দাও, আমি তোমাদের কত ভাল করে পূজা করবো। না কেঁদে একমনে তোমাদের ধ্যান করবো। দাদার জন্যই ত কাঁদি, পূজো কর্ত্তে গেলিইত আগে চকদে জল আসে, দাদা এলে আর কাঁদব না, একমনে পূজো করবো।" নলিনী প্রকৃতই নলিনী। দাদার শোকে তাহার লালিত্যপূর্ণ সেই গৌরবর্ণ মুখখানি মলিন হইয়াছে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনোহর চক্ষু দুটী সুপক্ক করঞ্জের আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার সম্মুখে যে একটী বালক আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহা সে জানিতেও পারিল না। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বালক জিজ্ঞাসা করিল, "এটি কি বিরাজ বাবুর বাটী?" নলিনী আগ্রহের সহিত বলিল, "হাঁ, তুমি কোথা থেকে এসেছ? দাদার খবর জান না কি?"

"তোমার বাবা কি গৃহে আছেন? আমি তাঁহার সহিত দেখা করিব, বিশেষ দরকার।"

"কি দরকার! দাদার খবর জান কি না বল না! দাদা কবে আসবে বল্না ভাই, আমার যে বড় কষ্ট হচ্ছে।"

"আচ্ছা, আমি সব বলবো, তোমার বাবাকে ডাক।"

বালিকা দ্রুতপদে বাটীর ভিতর গিয়া বিরাজ বাবুকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। আগন্তুক বালক সসম্মানে তাঁহাকে কহিল, "আপনার সহিত নির্জ্জনে দুই একটী কথা বলিব।"

নলিনী কাতর ভাবে বলিল, "হে বাবা, ইনি যা বলেন তাই করুন, তা হ'লে ইনি দাদার খবর বল্বেন।"

বিরাজ বাবু একবার বালকের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিলেন, পরে তাহাকে সঙ্গে করিয়া একটী নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

(৩)

বালক গৃহে প্রবেশ করিয়া বিরাজ বাবুর পদপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। বিরাজ বাবু তাহাকে উঠাইয়া স্বভাব-সুলভ মিষ্ট ভাষায় বলিলেন, "কাঁদ কেন? কি হইয়াছে বল।"

"আমি আপনার চরণে আশ্রয় লইলাম, আমাকে অভয় দিন। আমার পিতাকে রক্ষা করিবেন বলুন, আমি সব কথাই বলিতেছি।"

"আমার দ্বারা কোনও উপকারের সম্ভাবনা থাকিলে তাহা অবশ্যই করিব। কি হইয়াছে বল।"

"আমার পিতা—আমি কার্ত্তিক পালিতের পুত্র"—বালকের দুই চক্ষু দিয়া অজস্র জলধারা পড়িতে লাগিল, লজ্জায় ঘৃণায় তাহার যেন কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল "সোমবার রাত্রে মধু বোসের বাটীতে"—"ডাকাতি" কথাটী বালক উচ্চারণ করিতে পারিতেছে না দেখিয়া বিরাজ বাবু বলিলেন, "হাঁ, তা শুনিয়াছি। হরিনাথের কি হইয়াছে বল।"

আপনার পুত্র সে রাত্রে নিমন্ত্রণ খাইয়া রায়পুকুরের পাড় দিয়া বাটী আসিতে-ছিলেন। বাবার দলের লোকেরা বাবার অপেক্ষায় সেই পুকুরের পাড়ে দাঁড়াইয়া নিজেদের উদ্দেশ্যের কথা বলাবলি করিতে-ছিল। আপনার পুত্র সেই সময় সেখানে উপস্থিত হইয়া সেই কথা শুনিয়াছিল। বাবার দলের লোকেরা তাহা জানিতে পারে নাই। হঠাৎ একটু শব্দ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা তাহারা গ্রাহ্য করে নাই। পুষ্করিণীর একটু দূরে বাবার সহিত আপনার পুত্রের দেখা হয়। তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন হরি বাবু আদৌ পুষ্করিণীর তীরে গমন করেন নাই। কিন্তু নিজ দলের মধ্যে গিয়া বাবা যখন বলিলেন যে, পুকুরের পাড়ে আপনার পুত্রের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে, তখন সকলেই সন্দেহ করিল—হয় ত যে শব্দ হইয়াছিল তাহা আপনার পুত্রের

আগমনের শব্দ। তার পর যখন মধু বাবুর বাটীতে গিয়া বুঝিতে পারিলেন গৃহস্বামী পূর্ব্বহইতে সতর্ক হইয়াছে, তখন সে সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল। ফিরিয়া আসিবার পথে আপনার ছেলেকে দেখিতে পাইয়া বাবার অনুমতিক্রমে দলের লোকেরা তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া আমাদের বাটীতে লইয়া আসে। সে রাত্রে তাঁহাকে একটি ঘরে তালাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। পরদিন সকালে মা জানিতে পারেন যে, আপনার ছেলেকে বন্ধ করিয়াছে। মা দুয়ার খুলিয়া তাঁহাকে কত সান্ত্বনা করিলেন; যথাসময়ে স্নান আহার আদি করাইয়া অন্য একটি গৃহে লইয়া গেলেন; সে দিন তাঁহাকে বাটী পাঠাইবার জন্য কত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সুবিধা করিতে পারিলেন না।

সমস্ত দিন বাবা ও তাঁহার লোকেরা বাহির-বাটীতে রহিলেন। অন্য দিন একবার করিয়া খাইতে আইসেন, সে দিন আসিলেন না। রাত্রি প্রায় ১০টার সময় বাবা ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া একখানি ছোরা লইয়া বাটীর ভিতর আসিলেন। যে ঘরে আপনার পুত্রকে তালাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই ঘরের দিকে গেলেন। দেখিলেন ঘরের দুয়ার খোলা রহিয়াছে, তাহার ভিতর কেহই নাই। রাগে তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন। মা ও আমি তাঁহার নিকটের ঘরেই গেলাম। মা বাবার সম্মুখে গেলেন। মাকে দেখিয়াই বাবা রাগে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তুই যত সর্ব্বনাশের গোড়া। আসামী কোথায় এখনি বল, তা না হলে তোর নিস্তার নাই। তুই দিন দিন বড়ই আস্পর্দ্ধা পেয়ে যাচ্ছিস্। আমার সব কাজেই তুই বাধা দিতে চাস্!"

মা বিনীত ভাবে বলিলেন, "সব কাজে বাধা দিব কেন? যাহা অন্যায়, যাহাতে পাপ, যাহাতে পরকাল নষ্ট হয়, ইহকালে নিন্দা হয়, সে কাজ আমি কেমন করিয়া করিতে দি?"

মার কথা শেষ হইতে না হইতেই বাবা রাগে অন্ধ হইয়া "তুই আমায় উপদেশ দিতে এলি" এই কথা বলিয়াই মার বুকে সজোরে এক লাথি মারিলেন। বাবার গায়ে একে অত্যন্ত জোর, তার উপর আবার মত্তাবস্থা। মা লাথি খাইয়া দশ হাত দূরে গিয়া পড়িলেন। আমি চিৎকার করিতে করিতে দৌড়িয়া মার কাছে গেলাম, দেখিলাম মার মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্ছে—তিনি আর কথা কহিতে পারিতেছেন না। আমি জল আনিয়া মার মুখে মাথায় দিতে লাগলেম। অনেক-ক্ষণের পর মা অতি আস্তে আস্তে কথা কহিতে পারিলেন। কিন্তু ২।১টী কথা কহিতে না কহিতেই আবার মুখ দিয়ে রক্ত উঠলো। আমার হাতে এই চাবিটি দিয়ে কতক কথা কহিয়া কতক ইসারা করিয়া আমাকে আপনার কাছে আসিতে বলিয়া দিলেন। মার কথা মতে ভোরে

ভোরেই আমি বাটী হইতে বাহির হইয়াছি। পথ চিনি না, তাই দেরী হইয়াছে। আহা! আমার মা এতক্ষণ কেমন আছেন! এই কথা বলিয়া বালক আবার কাঁদিয়া ফেলিল—তাহার হৃদয় যেন ভগ্ন হইয়া গেল।

বিরাজ বাবু বালকের কথা শুনিয়া অতিশয় ব্যথিত স্বরে বলিলেন, "হরি হরি! নারীহত্যা—কি ভয়ানক! চল্ বাপ, এখনই চল—তোমাদের বাটীতে যাই।"

বালককে সঙ্গে করিয়া বিরাজ বাবু তখনই কার্ত্তিক পালিতের বাটীর উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। (ক্রমশঃ)

বিফল মিলন।

তৃতীয় দৃশ্য।

পূগল রাজান্তঃপুর।

(মহিষী ও পুরস্ত্রীগণ।)

রাণী।

"দাসী, সে গেল কোথা, এলোনা কেন?
যারে যা ত্বরা করে, ডাকিয়া আন তারে,
হেরিবে মনোমত নব এ অলঙ্কার।
ললিত লতা সম, কোথা লাবণ্য মম,
ক্ষণেক না হেরিলে, ধরণী অন্ধকার—

সহসা এক পুরস্ত্রী।

দেখি গো মহারাণী, ও কণ্ঠহারখানি,
হীরার কারু কাজ হীরার ধার,
মুকুট মুকুতার, তাহার চারিধার,
কেমন ঝলিতেছে অতুল মণি!
বলয় এ কাঁকন, মোহিত করে মন,
ধন্য সে কারীকর তারে বাখানি!"

দ্বিতীয় পুরস্ত্রী।

"দেখ গো নয়ন ভরে, কেমন শোভা করে
সোণার পটে এই রাজকুমার।"

তৃতীয়া পুরস্ত্রী।

দেখ বিজলী প্রায়, ডুবিয়া রূপ-ছায়
কনকলতা রাণী আসে তোমার।"

(চপলার সহিত ম্লানমুখে লাবণ্যবতীর প্রবেশ)

(রাণী সস্নেহে কন্যাকে বক্ষে টানিয়া)

'কেন মা বল কেন, মলিন মুখ হেন,
রক্তিম আভা নাই অধর-ছায়,
কি দুঃখে ম্লানমুখী হয়েছ এত দুখী,
সে মধু চারু হাসি, গেল কোথায়?

চপলা।

"বলেছে সখী মোরে, কেন এ ত্বরা করে
বিবাহ হবে তার, চাহে না সে যে,
কিশোর বয়েসেতে, পড়িবে চরণেতে
বাঁধন, রবে বাঁধা সকল কাজে।
ছাড়িয়া যাবে মায়, পরাণ তাকি চায়?
কায়া-ছায়া এ তনয়া তোমার রাণী!
সারাটি দিন বসি ফেলেছে অশ্রুরাশি,
সখীর মন-কথা বলিনু জানি।"

সস্নেহ ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে রাণী।

"কেন মা যাবি দূরে, আঁধার হৃদিপুরে
একটি আলো শুধু তুই আমার।
বিবাহ হোলে পরে, আনিব হেথা তোরে,
দিয়েছি সেই কথা, কেঁদ না আর।
দেখ মা আভরণ, মুক্তা মণি রতন
মন্দোর-রাজ তোরে পাঠালে হেথা—
চমকি উঠি কেন, হলে মলিন হেন?
কোথায় পেলে কি মা! মরম-ব্যথা"?

লাবণ্যবতী।

মাগো মরমতলে কি যেন সূচি-ছলে
সহসা বিঁধি হায় উঠিল মোর,
যেন গো অন্ধকার ছেয়েছে চারিধার,
সহসা আঁখি-তারা নিষ্প্রভ ঘোর।

(লাবণ্য মূর্চ্ছিতা হইয়া রাণীর ক্রোড়ে পড়িয়া গেল।)

মহারাণী (অধীর হইয়া)

"দ্বারে যা চপলারে ডাকিয়া ত্বরা করে
হেথায় মহারাজে লইয়া আয়।
দাসীরা যারে ত্বরা সুগন্ধি বারি ভরা
ঝারিটা লয়ে তোরা আয় হেথায়।"

(প্রথমা পুরস্ত্রী দ্বিতীয়ার প্রতি জনান্তিকে)

"এ যে নূতন কথা, বিবাহে মনোব্যথা,
কেন লো বল হেন সহসা হারাল জ্ঞান,
বুঝেছি মনে মনে, বরেছে অন্য জনে,
সঁপেছে আত্ম-হারা আপন প্রাণ।

২য়া (জনান্তিকে)

"ওকি বলিস থাম, রাণী শুনিতে পান,
তাহলে যাবে কাটা মোদের মাথা,
কথায় বলে যে সে, ভুলে কি গেলি শেষে
বড় ঘরের সবি নূতন কথা।"

১মা।

আড়ালে চল সই, আসেন রাজা ওই,
গোপনে শুনি চল কেন গো হায়!
হেরিয়া আভরণ হইল অচেতন,
বসন্তে নব চারু লতিকা-প্রায়।

(মহারাজের চপলার সহিত প্রবেশ)

মহরাণী।

হেন ত নাহি শুনি, কেহ না মোরা জানি,
সহসা বাছা মোর হারাল জ্ঞান,
বলেছে চপলারে বলিস পায়ে ধরে
বিবাহে কাজ নাই, মায়ের স্থান।
এসেছে আভরণ, পাঠায়ে একজন
সখীরে, এলো বাছা মলিন-পারা,
সহসা বল কেন, পড়েছে মেয়ে হেন
ধূলায় ধরাতলে আপনা-হারা"।

রাজা

"পাঠাব মন্দোরেতে আজিকে এক দূতে,
অরণ্যকমল হেথা আসুক ত্বরা,
প্রেম কাহারে কয় জানে না, পরিচয়
হলে সঁপিবে প্রাণ সুখেতে হারা।
নিজেত জান রাণী, ছিলে কি অভিমানী,
কেমনে হল জানা, সে পরিচয়,
লাজেতে কন্যা তব বলে না বুঝি সব।
বিবাহে মন নাকি নাহিক হয়?"

রাণী।

"যা হয় হোক পরে, রাখ মা তনয়ারে,
দক্ষ-দুহিতা সতী চরণতলে,
অন্ধ নয়ন-তারা তারে মা হলে হারা,
কে রবে দুখিনীর এ ধরাতলে?

না হয় থাক বিয়ে, একেলা মেয়ে নিয়ে,
সুখে দুঃখেতে মোর কাটুক দিন,
যদি না স্ব-ইচ্ছায়, বিবাহ করে হায়!
ভালোবাসনা রাজ্য হোক বিলীন।"

(ক্রমশঃ)

কুমারী কব।

বর্তমান যুগে মনস্বিনী ও ব্রহ্মবাদিনীদিগের মধ্যে কুমারী ফ্রান্সিস্ পাউয়ার কব সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। গত এপ্রেল মাসে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন। উত্তর ওয়েলসের ডল্গেলিভবনে ৮২ বৎসর বয়সে বিনা রোগে হঠাৎ ইঁহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বিনির্গত হয়। ইনি একাধারে সাহিত্যবিশারদ, দার্শনিক, নীতিবেত্রী, ধর্ম্মোপদেশষ্ট্রী, স্বদেশহিতৈষিণী ও বিশ্ব-হিতৈষিণী ছিলেন। অতি কঠোর ও দুর্ব্বোধ বিষয় সকলও তাঁহার লেখনীস্পর্শে মধুর ও সুবোধ্য হইত। উদার ধর্ম্মতত্ত্ব সকল ইনি সতেজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং তাহার দ্বারা ধর্ম্মজগতের মহোপকার হইয়াছে। এই মহীয়সী রমণী কেবল নিজে মহৎ ছিলেন না, তিনি তাঁহার চিন্তা, বাক্য, লেখা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা অনেক মহৎ পুরুষ ও রমণী প্রসব করিয়াছেন। এই জন্য তিনি চির-কুমারী হইয়াও বরণীয়া জননীরূপে জনসমাজে চিরপূজিতা হইবেন।

কুমারী কব খাঁটি ইংরাজ নহেন—ইংলণ্ডবাসী আইরিস পিতামাতার সন্তান। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। শিশুকাল হইতে তাঁহার ধর্ম্মভাব উজ্জ্বল দেখা গিয়াছিল। তিনি বুনিয়ানের পুস্তক পড়িয়া মুগ্ধ হইতেন। ঈশ্বরকে সর্ব্বদর্শী বলিয়া জানিয়া আপনার ক্ষুদ্র দোষকে বৃহৎ করিয়া দেখিতেন এবং তৎ-সংশোধনে সর্ব্বদা ব্যাকুল হইতেন। শৈশব হইতে তাঁহার এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল—"কিসে কঠোর ব্রতধারিণী হইয়া জীবনের সকল কর্ত্তব্য সুন্দররূপে পালন করিব।" তৎকালে স্ত্রীলোকের পক্ষে যেরূপ উচ্চশিক্ষা লাভ করা সম্ভব ছিল, তিনি তাহা লাভ করিয়াছিলেন। সরলভাবে জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে হইতে প্রচলিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মে তাঁহার অবিশ্বাস হইল। খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব, অলৌকিক ক্রিয়া ও পরিত্রাণপ্রদ ক্ষমতায় ক্রমে অনেক সন্দেহ হইতে লাগিল। তিনি এই সন্দেহ হেতু কিছু কালের জন্য ঈশ্বর ও পরকালেও বিশ্বাস হারাইলেন। পরে ভল্টেয়ার, গিবন্ প্রভৃতির পুস্তক পড়িয়া "deist" নিরালম্ব ঈশ্বরবাদী হইলেন। যখন এইরূপ দোলায়মান অবস্থায় ছিলেন, তখন নিউম্যানের "আত্মা, ইহার শোক ও আশা"

নামক পুস্তক পড়িয়া বহু উপকার লাভ করেন। কিছু দিন পরে আমেরিকার প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবাদী থিওডোর পার্কারের "Discourse of Religion" ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ পড়িয়া মোহিত হন ও তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। কবের এইরূপ ধর্ম্ম-মত পরিবর্ত্তনে আত্মীয় বন্ধুগণ তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন এবং পিতা বিষয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার ভয় দেখাইলেন। এই সময় কুমারী কব অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়া একমাত্র নিরাশ্রয়ের আশ্রয় পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। যাহাহউক কিছুকাল পরে পিতা তাঁহাকে আপনার গৃহে আনয়ন করেন এবং তিনিও নিষ্ঠাবতী কন্যার ন্যায় গৃহের কর্ত্তব্যভার মস্তকে লইয়া যত্নপূর্ব্বক সুসম্পাদন করিতে থাকেন।

মিস্ কব ব্রাইটন বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হন। তৎকালীন ছাত্রীদিগের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যা তাঁহার প্রধান পাঠ্য। পূর্ব্বদেশীয় শাস্ত্র সকলও যত্নের সহিত অধ্যয়ন করেন। যখন তাঁহার বয়স ৩০ বৎসর, তখন এরূপ গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হন যে বাঁচিবার আশা ছিল না। এই অবস্থায় প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি প্রাণ রক্ষা হয়, তাহা হইলে জগতের সেবায় তাহা সমর্পণ করিবেন। আরোগ্য লাভ করিয়া সাহিত্য-সেবা দ্বারা জন-সমাজের উপকার সাধনে নিযুক্ত হন এবং গত ৫২ বৎসর কাল এই ব্রতপালনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত পুস্তক সকল চিন্তাপূর্ণ, সারবান্ ও উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য পুরুষ রমণীদিগেরও অনুশীলনযোগ্য। তিনি ইংরাজীতে যে সকল পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।*

(১) ধর্ম্মবিষয়ক কর্ত্তব্য; (২) ব্যাবহারিক নীতি; (৩) ভগ্নজ্যোতি; (৪) উষার আলোক; (৫) মানবজাতির আশা; (৬) মানব পরিত্রাণ লাভের জন্য বিধি-নির্দ্দিষ্ট; (৭) স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য; (৮) অবিশ্বাসী জগৎ; (৯) স্বাস্থ্য ও শুচিতা; (১০) দরিদ্র আইনের মূলতত্ত্ব; (১১) শ্রমশালার পীড়িতগণ; (১২) শ্রমশালা চিকিৎসালয়; (১৩) স্ত্রীলোকদিগের ব্যবসায়; (১৪) অতীত কালের নগরী সকল; (১৫) ইটালিক; (১৬) নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা; (১৭) কর্ম্ম ও খেলার সময়; (১৮) একের সহিত এক; (১৯) নীতিরাজ্যে ডারউইনের মত; (২০) প্রতি-প্রতিধ্বনি; (২১) মিথ্যা ও সত্য আলোয়ার; (২২) বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক ভাব; (২৩) বর্ত্তমান যুগের পীড়ন; (২৪) মানুষের বন্ধু; (২৫) স্বতঃসিদ্ধ নীতিসূত্র; (২৬) আত্মজীবনী॥

* 1. Religious Duty; 2. Practical Morals; 3. Broken Lights; 4. The Dawning Light; 5. Hopes of the Human Race; 6. Doomed to be Saved; 7. The Duties of Women; 8. A Faithless World; 9. Health and Holiness; 10. Philosophy of the Poor Laws; 11. The Sick in work-houses; 12. The Work-house as Hospital; 13. Pur-

তিনি কেবল পুস্তক লিখেন নাই; অনেক সাময়িক পত্রে অনেক সময় বহুল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। "একো" নামক পত্রিকায় নিয়মিতরূপে লিখিতেন। কুমারী কবের সহিত ভারতবর্ষের একটু বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তাঁহার পিতা চার্লস্ কব গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েল্‌সলির অধীনে ভারতে কার্য্য করিতেন। ১৮৫৭ সালে পিতার মৃত্যু হইলে কুমারী কব গৃহ-বন্ধন হইতে মুক্ত হন। এই সময় দেশ-ভ্রমণে তাঁহার মন ব্যগ্র হয় এবং তিনি মিসর, প্যালেষ্টাইন, গ্রীস, মাল্টা, সাইপ্রস, রোডস, স্মীর্ণা, জার্ম্মণি, ফ্রান্স, ইটালী, প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া বহুল অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ইটালীতে অনেক বার যান। তাঁহার ধর্ম্মপিতা থিওডোর পার্কার ভিনিস নগরে বহুদিন রোগশয্যায় শয়ান থাকিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন। কব চরমকালে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং অতি যত্নের সহিত তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। পার্কার তাঁহাকে একটী দোয়াত উপহার দিয়া যান। তিনি ভক্তির সহিত চিরদিন তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন এবং লিখিবার সময় তাহাই ব্যবহার করিতেন।

কেবল গৃহ এবং সাহিত্যক্ষেত্র তাঁহার কার্য্যস্থান ছিল না। রাজনৈতিক ও সামাজিক জগতেও তিনি বীরের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। সুবিখ্যাত ভারত-হিতৈষিণী কুমারী কার্পেণ্টারের তিনি দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। দোষীদিগের সংশোধনালয়, দরিদ্র ছাত্রদের পাঠশালা, শ্রমজীবি-কার্য্যালয় ইত্যাদির সংস্থাপন ও উন্নতিকল্পে তিনি বহুতর পরিশ্রম করিয়াছেন। গরিব অধঃপতিত লোক-দিগের উন্নতি চেষ্টায় তিনি মাতৃসম স্নেহ যত্ন উদ্যম প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল মানব-হিতসাধন করিয়া তাঁহার হৃদয় তৃপ্ত হয় নাই, ঈশ্বরের জীব বোবা জন্তু-দিগের দুঃখ নিবারণেও তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। ডাক্তারি বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য জীবন্ত জীবকে কষ্ট দিয়া হত্যা করা হয়, ইহা তাঁহার প্রাণে সহ্য হয় নাই। ইহার বিরুদ্ধে তিনি দুই শতাধিক পুস্তিকা লিখিয়াছেন এবং সাময়িক পত্রে ৪।৫ শত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

কুমারী কবের ব্রাহ্মসমাজের সহিত বিশেষ সংশ্রব ছিল। এক সময় শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় জ্ঞান করিতেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও ইদানীন্তন অনেক ব্রাহ্ম তাঁহার লিখিত পুস্তক পাঠে উপকার লাভ

suits of Women; 14. Cities of the Past; 15. Italics; 16. Studies—Ethical and Social; 17. Hours of Work and Play; 18. Alone to the Alone; 19. Darwinism in Morals; 20. Re-echo; 21. Beasts, False and True; 22. The Scientific Spirit of the Age; 23. Modern Rack; 24. The Friend of Man; 25. Intuitive Morals; 26. Auto-Biography.

করেন। কেশব বাবুর সহিত তাঁহার যে সকল পত্রালাপ হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ব্রাহ্মসমাজের পরম বন্ধু ছিলেন এবং নানা উপায়ে ইহার কল্যাণসাধনে চেষ্টা করিয়াছেন। কুমারী কবের ৮০ বার্ষিক জন্মোৎসবে ১৯০২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ইংলণ্ড ও আমেরিকাবাসী অনেক মহোদয় ও মহোদয়া তাঁহাকে যে অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন, তাহা বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বাক্ষরকারীদিগের মধ্যে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, বিবী ফসেট, বিবী বটলার, সদারলণ্ডের ডচেস, মাঞ্চেষ্টারের বিসপ, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ক্লিবলণ্ড, লর্ড কার্লাইল, হবহাউস ইত্যাদি। এই পত্র এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"শ্রীমতী ফ্রান্সিস পাওয়ার কব

(৪ঠা ডিসেম্বর—১৯০২)

আজ আপনার অশীতি-বার্ষিক জন্মদিন। আপনার সুদীর্ঘ জীবনের প্রবল বিশ্বহিতৈষণা এবং উচ্চ নৈতিক আকাঙ্ক্ষা আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি। সেই জন্য আমাদিগের আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ এই অভিনন্দনপত্র আপনাকে প্রদান করিতেছি।

স্ত্রীলোকদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভের অধিকার প্রদানার্থ প্রকাশ্য ভাবে যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম আন্দোলন করেন, তাঁহাদের মধ্যে আপনি একজন অগ্রণী।

কি শিক্ষা কি অন্যান্য বিষয়ে পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীলোকদিগের সমান অধিকার স্থাপন বর্ত্তমান সময়ের একটী বিশেষ লক্ষণ। ইহার সপক্ষে আপনার সতেজ-লেখনী চালিত হইয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছে।

দরিদ্রদিগের জন্য বিদ্যালয় সকল স্থাপন, (ওয়ার্কহাউস রিফরম) দরিদ্রদিগের কার্য্যালয় সংস্কার ইত্যাদি সামাজিক উন্নতি সাধন কার্য্যেও আপনি একজন অগ্রণী।

ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মনীতি বিষয়ে আপনি বিশদ ভাষায় যে সকল চিন্তাপূর্ণ পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমানকালীন সকল ধর্ম্মবাদী এবং দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মত উদার ও সদ্ভাবান্বিত করিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু আপনার প্রধান খ্যাতির বিষয় এই যে, মূক-জীবদিগের সহিত আমাদের সম্বন্ধ আবিষ্করণে আপনি কার্য্যতঃ সর্ব্বপ্রথম। তাহাদিগের প্রতি অন্যায় আচরণ আপনি সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহাদিগের ন্যায্য অধিকার ও তাহাদিগের প্রতি আমাদিগের কর্ত্তব্য নৈতিক নিয়মের অমোঘ ভিত্তির উপরে সংস্থাপন করিয়াছেন। তাহারা আপনাকে ধন্যবাদ করিতে পারে না; কিন্তু আমরা পারি।

আপনার সাধুভাবে যাপিত জীবনের সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। এ সময় আমাদের এই ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ আপনার জীবনে একটু আলোক ও উত্তাপ দান করিতে পারে এবং মৃত্যুর অতীত পরকালেও আমরা আপনার সাথী এই জ্ঞান

আপনার প্রাণকে একটু সবল করিতে পারে, এই আমাদিগের আশা।"

জীবন-সন্ধ্যা রাত্রিতে পরিণত হইল। শান্তিদাতা পরমেশ্বর তাঁহার স্বর্গগতা কন্যার, তাঁহার সুকৃতির ফলস্বরূপ, চির-শান্তি ও চির আনন্দ বিধান করুন্ এবং তাঁহার অনুষ্ঠিত সৎকার্য্য সকলকে জয়যুক্ত করুন। তাঁহার আদর্শে স্বদেশে ও বিদেশে নারী-জীবন সকল গঠিত হইয়া জন-সমাজকে পবিত্র, উন্নত ও উজ্জ্বল করুক।

বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রম।

(প্রেরিত পত্র)

দেওঘর
২২শে বৈশাখ—১৩১১ সাল।

মাননীয় শ্রীযুক্ত বামাবোধিনী সম্পাদক
মহাশয়েষু।

সবিনয় নিবেদন,

কাব্য কুসুমাঞ্জলি, কনকাঞ্জলি ও বীর-কুমার বধ কাব্য প্রভৃতির রচয়িত্রী শ্রীমতী মানকুমারী বসু বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রমের সাহায্যার্থে এককালে ৬১ একষট্টি টাকা আমাদের নিকট দান প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা তাহা সাদরে গ্রহণ করিলাম। একটী দুঃখিনী অবলার এ অযাচিত দান অমূল্য। বিশ্বস্ত সূত্রে জ্ঞাত হইলাম ইনি অতি কষ্টলব্ধ জীবিকা হইতে প্রাণ-পণ যত্নে সংগ্রহ করিয়া এই টাকা বৈদ্যনাথ রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রমে দিলেন। ইঁহার ঈশ্বরভক্তি, দীনদয়া ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা রমণীকুলের আদর্শ। জগদীশ্বর ইঁহাকে চির কুশলে রাখুন।

অপর যে কয়েকটী মহিলা পূর্ব্ব হইতে মাসিক যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া আসিতে-ছেন, কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিতেছি, যথা—

১। কলিকাতার ২০৩ নং কর্ণওয়া-লিস ষ্ট্রীট্ নিবাসিনী শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবী গত জানুয়ারি মাস হইতে মাসিক ৫৲ টাকা।

২। হুগলির অন্তর্গত দাসপুর নিবাসী ৺ রামচন্দ্র বসুর স্ত্রী ১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে মাসিক ২৲ টাকা।

৩। জেলা রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুড়ি-গ্রামের ডেঃ মেজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ভব-তারণ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী ১৯০২ সালের জানুয়ারী মাস হইতে মাসিক ২৲ টাকা।

৪। হাওড়ার অন্তর্গত নবগ্রামের ৺ ঈশানচন্দ্র দত্তের স্ত্রী শ্রীমতী মনো-মোহিনী দত্ত ১৯০২ সালের আগষ্ট মাস হইতে মাসিক ১৲ টাকা।

৫। রাজসাহী রামপুর-বোয়ালিয়ার ঘোড়ামারা নিবাসী শ্রীমতী কুলবালা দেবী ১৯০০ সাল হইতে মাসিক ১৲ টাকা।

৬। কলিকাতায় ২৮ নং ঝামাপুকুর নিবাসী শ্রীমতী গিরিবালা দে ১৯০২ সাল হইতে মাসিক ১৲ টাকা।

৭। মধুপুরের ৺ সৈনারায়ণ ঘোষের স্ত্রী ১৯০১ সাল হইতে মাসিক ৷৷০ আট আনা।

৮। আসামের অন্তর্গত থানশ্রীমুখ-নিবাসিনী শ্রীমতী হেমন্ত কুমারী দেবী ১৯০২ সাল হইতে মাসিক ৷৷০ আট আনা।

৯। বাঁকুড়ার অন্তর্গত ভাদুর গ্রামের শ্রীযুক্ত রাধিকা প্রসাদ সিংহের স্ত্রী ১৯০৩ সাল হইতে মাসিক ৷৷০ আট আনা।

১০। মানভূম জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর নিবাসিনী শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী (শ্রীযুক্ত তেজশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী) ১৯০৩ সাল হইতে মাসিক ।০ চারি আনা।

এই কুষ্ঠাশ্রম স্থায়ী করিবার জন্য এক লক্ষ টাকার প্রয়োজন। তন্মধ্যে পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। এ জগতে চিরকাল রমণীকুলের বদান্যতায় অনাথ আতুরগণের সেবাশুশ্রূষা চলিয়া আসিতেছে। এ দেশের লক্ষ্মী-স্বরূপিণী নারীমাত্রেরই নিকট আমাদের সানুনয় প্রার্থনা তাঁহারা শ্রীমতী মানকুমারীর এবং উল্লিখিত মহিলাগণের এই মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণপূর্ব্বক এই কুষ্ঠাশ্রমের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন।

শ্রীবরদাপ্রসাদ বসু,
অবৈতনিক সেক্রেটারী,
রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম, বৈদ্যনাথ, দেওঘর।

নবদম্পতীর প্রতি উপদেশ।*

কল্যাণীয় শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র ও কল্যাণী শ্রীমতী প্রিয়বালা,

উদ্বাহব্রত প্রেমের মহা ব্রত। আজ তোমরা এই ব্রতে দীক্ষিত হইলে। যাবজ্জীবন যত্নের সহিত এই ব্রত পালন করিতে হইবে, তবে তোমাদিগের উভয়ের হৃদয় প্রেমে এক হইবে এবং তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ে প্রেমময় পরমেশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া তোমাদিগকে নিত্যসুখে সুখী করিবে। এই ব্রত পালনের জন্য কয়েকটী মন্ত্র সাধনের প্রয়োজন; তাহা তোমাদিগকে বলিতেছি। এই মন্ত্রগুলি তোমরা জপমালার ন্যায় প্রাণে গাঁথিয়া রাখিবে, তাহা হইলে তাহার মহাফল জীবনে প্রত্যক্ষ করিবে।

প্রেমব্রত সাধনের ছয়টী মূলমন্ত্র—(১)

* গত ১৯এ বৈশাখ রঙ্গপুরে তত্রত্য জজ শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ রায়ের তৃতীয়া কন্যার সহিত হাইকোর্টের লিগাল রিমেম্ব্রান্সার বাবু বিহারীলাল গুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্রের শুভবিবাহে আচার্য্য যে উপদেশ দেন, তাহার সার মর্ম্ম প্রকাশিত হইল।

সন্তোষ, (২) মমতা, (৩) বিশ্বাস, (৪) ধৈর্য্য, (৫) আত্মত্যাগ, (৬) ধর্ম্মভিত্তির উপর সংসার সংগঠন।

(১) সন্তোষ। প্রাচীন আর্য্য ঋষি বলিয়াছেন—

"সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্রবৈ ধ্রুবম্॥"

যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যার প্রতি এবং ভার্য্যা স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট, সেই পরিবারে নিশ্চয় নিত্য কল্যাণ হয়। এই সন্তোষরূপ স্পর্শমণি কিরূপে লাভ করা যায়? স্বামী স্ত্রী পরস্পরের রূপ, গুণ, কুলশীল, মান, সম্ভ্রম বা বিভব সম্পদে কিছু কালের জন্য তুষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে চির-সন্তোষ লাভের সম্ভাবনা নাই। প্রেমময় পরমেশ্বরকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যে পরস্পরকে সুন্দর না দেখিলে এই সন্তোষ লাভ হয় না। তোমরা পরস্পরকে ঈশ্বরের প্রেম-হস্তের মহাদান বলিয়া গ্রহণ কর এবং তাঁহাকে তোমাদের মধ্যে তোমাদের মিলনের সংযোজক বলিয়া দেখ। তাঁহার প্রদত্ত বস্তু অমূল্য, তাহা চিরপবিত্র, চিরসুন্দর ও চিরকালের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র। তোমরা পরস্পরকে "ঈশ্বরের দান" বলিয়া স্মরণ রাখিয়া চিরদিন শ্রদ্ধা করিবে ও ভাল বাসিবে। এই দান এখন যেমন সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিতেছ, চিরদিন সন্তুষ্টচিত্তে এই দানের উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া আপনাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক সকল কল্যাণ লাভ করিবে। "সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মং ব্রহ্মসাৎ কৃতবানসৌ" তোমরা ব্রহ্মগত-প্রাণ হইয়া উভয়ে সন্তুষ্টচিত্তে মিলিয়া ধর্ম্মাচরণ কর। সন্তোষ তোমাদের জপমালার মূলগ্রন্থি হউক।

(২) মমতা। তোমরা এতদিন পরস্পর পর ছিলে এবং একা একা ভিন্ন ভিন্ন জীবনপথে বিচরণ করিতেছিলে, এখন দুইটি নির্ঝরিণী মিলিয়া যেমন এক হয়, সেইরূপ তোমাদের দুই জনের জীবন মিলিয়া এক হইল। পুরুষ যাবৎ স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তাবৎ অর্দ্ধাঙ্গ মাত্র থাকেন, স্ত্রী-পুরুষের মিলনে পূর্ণাঙ্গ দেহ হয়। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশলে স্বামী স্ত্রী এত আপনার হয় যে, তত আপনার আর কেহই হইতে পারে না। এই জন্য স্ত্রীকে স্বামীর অস্থির অস্থি, মাংসের মাংস এবং ত্বকের ত্বক্ বলিয়া থাকে। যে সুখ দুঃখের কথা পিতা মাতা ভাই ভগিনী এবং পুত্র কন্যা বা অপর কোনও আত্মীয় স্বজনকে বলা যায় না, স্বামী স্ত্রী হৃদয় খুলিয়া তাহা পরস্পরকে বলিতে পারেন। তোমরা পরস্পরকে এইরূপ আপনার জানিয়া পরস্পরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইবে, ধর্ম্মে অর্থে ও ভোগে কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিবে না। কেবল তাহা নহে, স্ত্রী স্বামীর পিতাকে আপনার পিতা, ভাই ভগিনীকে আপনার ভাই ভগিনী এবং স্বামীর অন্য আত্মীয় জনকে আপনার আত্মীয় বলিয়া জানিবে এবং স্বামীও স্ত্রীর আত্মীয় সকলকে সেইরূপ আপনার বলিয়া জ্ঞান করিবে। মমতা প্রেমের

ধর্ম্ম। মমতা ভিন্ন প্রেম হয় না এবং মমতা জন্মিলেই, তাহা হইতে প্রেমের সকল শিক্ষা লাভ হয়।

(৩) বিশ্বাস। স্বামী স্ত্রী পরস্পরে আপনার বলিয়া জানিলেই পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্বতঃ উৎপন্ন হয়। যে যত আপনার, তাহার উপর বিশ্বাস তত দৃঢ় ও গাঢ় হয়। স্বামী স্ত্রীকে আপনার গৃহধন সম্পদ এবং দেহ মন প্রাণ সকল দিয়া বিশ্বাস করিবেন এবং যত বিশ্বাস করিবেন, ততই নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হইবেন। স্ত্রীও স্বামীকে সেইরূপ সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিবেন। পরস্পরে কোন বিষয়ে কাহারও অবিশ্বাসের কার্য্য করিবেন না। পতিপত্নীর মধ্যে যদি কোন কারণে কাহার প্রতি কাহার হৃদয়ে সন্দেহ-রেখা পাত হয়, তাহাতে জীবনের ঘোর অশান্তি এবং গৃহের সর্ব্বনাশ। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অবিশ্বাসরূপ কালকূট উৎপন্ন হইলে সংসার ভস্মসাৎ হইয়া যায়।

(৪) ধৈর্য্য। ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা ইহারই অঙ্গ। স্বামী হাজার সাধু হউন এবং স্ত্রী হাজার সাধ্বী হউন, তাঁহারা মনুষ্য, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে দোষ, দুর্ব্বলতা, ত্রুটি ও ও রুচিভেদ এবং তজ্জনিত মনোবাদ অবশ্যম্ভাবী। প্রথম মিলনে ইহা অনুভূত হয় না, কিন্তু যত অধিকদিন পরস্পর একত্রে কালযাপন করা যায়, ততই ইহা প্রকাশ পায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া অহরহ বিরক্ত হইতে হয়। ইহার একমাত্র ঔষধ ধৈর্য্যের সহিত সকল সহ্য করিতে অভ্যাস করা এবং দোষ ত্রুটি উদারহৃদয়ে ক্ষমা করা। যে স্বামী স্ত্রী যত অসহিষ্ণু, ধৈর্য্যহীন ও ক্ষমাগুণ-বিরহিত, তাহাদের গৃহে ততই কলহ, অশান্তি ও অকল্যাণ। সহিষ্ণুতাতেই সন্তোষ, শান্তি ও কল্যাণ চির-বিরাজমান। গৃহিণী গৃহের কর্ত্রী, তাঁহাকে এ বিষয়ে দৃষ্টান্তস্থল হইতে হইবে। আমাদের দেশে কুমারীরা ব্রত করিবার সময় প্রার্থনা করে "পৃথিবীর মত যেন ধৈর্য্যশীল হই।" বস্তুতঃ গৃহিণীকে পৃথিবীর মত ধৈর্য্যশীলা এবং তরুর মত সহিষ্ণু হইতে হইবে।

(৫) আত্মত্যাগ। প্রেমের একটী প্রধান লক্ষণ এই "আপনাতে আপনি থাকে না।" যে যত আত্মম্ভরী, সে তত অপ্রেমিক; যে যত আত্মত্যাগী, সেই তত প্রেমিক। প্রেম সাধন করিতে হইলে প্রিয়জনের সুখ ও কল্যাণ সাধনের জন্য সকল দুঃখ বহন ও আপনার সকল সুখাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে হয়। ঈশ্বরের নিগূঢ় বিধানে স্বার্থত্যাগীরা অপূর্ব্ব সুখসম্ভোগ করেন। এ দেশের কত সতী সাধ্বী রমণীর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। স্বামীর সেবার জন্য আহার, নিদ্রা ও জীবনের সকল সুখ তুচ্ছ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত অনায়াসে বিসর্জ্জন করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের যে স্বর্গের পবিত্র আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, তাহার তুলনায় পৃথিবীর রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও ভোগ বিলাস নিতান্ত হেয়। স্ত্রী যেমন স্বামীর জন্য, স্বামীও যদি

সেইরূপ স্ত্রীর জন্য ত্যাগশীল হন; উভয়ে উভয়ের আরও সুখকর হইবেন।

(৬) ধর্ম্মভিত্তির উপর পরিবার সংগঠন। তোমরা আজ উভয়ে মিলিত হইয়া একটী নূতন সংসার পাতিতেছ। তোমাদের সংসারকে ধর্ম্মের সংসার করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান উপদেশ এই—

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন।

এই উপদেশের মধ্যে তিনটী কথা আছে, (১) ব্রহ্মনিষ্ঠা, (২) তত্ত্বজ্ঞান লাভ, (৩) ব্রহ্মপ্রীতি-কাম হইয়া সকল কর্ত্তব্যসাধন। ব্রহ্মেতে তোমাদের বিশ্বাস ও নিষ্ঠা অটল হউক। সুখে দুঃখে, সুস্থতায় অসুস্থতায়, স্বজনে নির্জ্জনে, স্বদেশে বিদেশে ঈশ্বরকেই তোমাদের জীবনের অবলম্বন জানিয়া তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিবে। তোমাদের গৃহে যেন নিত্য ব্রহ্মপূজা হয় এবং তোমাদিগের গৃহের নিত্য নৈমিত্তিক সকল অনুষ্ঠান যেন তাঁহারই নামে সম্পন্ন হয়। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ স্বদেশে বিদেশে আধুনিক ও প্রাচীন কালে যে সকল গভীর জ্ঞান প্রচার করিয়াছেন, তাহাই আমাদের ঋষি-ঋণ। প্রতিদিন সেই তত্ত্ব সকলের অনুশীলন করিয়া ঋণমুক্ত হইতে হইবে। আর তোমাদের কর্ত্তব্য কত অসংখ্য! পিতা মাতার প্রতি, ভাই ভগিনীর প্রতি, দাস দাসীর প্রতি, অতিথি অভ্যাগতের প্রতি, দীন দরিদ্রের প্রতি, স্বদেশের প্রতি, মানবজাতির প্রতি এবং ঈশ্বরের জীবমাত্রেরই প্রতি তোমাদের বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার আজ্ঞাবহ দাস দাসী হইয়া সকল কর্ত্তব্য যথাজ্ঞান ও যথাশক্তি প্রতিপালন করিবে। ইহাতে তোমাদের সংসার ও জীবন ধর্ম্মময় হইয়া তোমাদের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ বিধান করিবে।

শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র, তুমি সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও কর্ম্মক্ষম। তুমি স্ত্রীর ভার গ্রহণ করিলে, সৎ পতির আদর্শ অনুসরণ করিয়া ইঁহাকে সর্ব্বতোভাবে আপনার সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। ইনি তোমার গৃহে গৃহলক্ষ্মী হইয়া গৃহকে উজ্জ্বল করিবেন ও তাহার সকল অভাব পূর্ণ করিবেন। ইঁহাকে সঙ্গের চিরসঙ্গিনী করিয়া লও, তোমার একগুণ সুখ দ্বিগুণ হইবে এবং তোমার একগুণ বল দশগুণ হইয়া পথের সকল বিঘ্ন বাধা চূর্ণ করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সম্পাদনের সহায় হইবে।

শ্রীমতি প্রিয়বালা, তুমি ব্রাহ্মগৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া কত যত্নে, স্নেহে আদরে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছ এবং তোমার সদ্গুণে এখানে সকলে কত পরিতুষ্ট! তুমি যে গৃহে যাইতেছ, তাহার অলঙ্কার হইয়া গৃহবাসীদিগের সুখ শান্তি ও কল্যাণের কারণ হইবে। তোমার শ্বশুরকে পিতৃবৎ সেবা করিবে এবং

দেবর ও ননন্দৃগণকে ভাই ভগিনী জানিয়া তাহাদিগের প্রতি স্নেহ মমতা করিবে। অদ্য হইতে স্বামীর গৃহ তোমার গৃহ হইল। সে গৃহের উপযুক্ত গৃহিণী হইয়া যাহাতে গৃহকে ধর্ম্মের গৃহ করিতে পার, তাহার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্নবতী হইবে। যে পুণ্যভূমি ভারতে সতী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, গান্ধারী লোপা-মুদ্রা প্রভৃতি সাধ্বী নারীগণের দৃষ্টান্ত জাজ্বল্যমান, সেখানে সংপত্নীর কর্ত্তব্য বিষয়ে অধিক কিছু বলা বাহুল্য। তুমি ইহাঁদিগের আদর্শ অনুসরণ করিয়া আপনার জীবনকে ধন্য ও পবিত্র করিবে।

তোমরা স্বামী স্ত্রী উভয়ে সর্ব্ব সুখে সুখী হও, তোমাদের জীবন আদর্শ দাম্পত্য-জীবন হউক এবং তোমরা তোমাদিগের সাধু দৃষ্টান্তে আত্মীয়-স্বজন সকলকে সুখী কর। আমরা সভাস্থ সকলে তোমাদের কল্যাণার্থী হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আজ তোমাদের বিদেশী আত্মীয়বন্ধুগণের শুভাকাঙ্ক্ষা তোমাদের সহায় হউক, তোমাদের স্বর্গস্থ মাতৃগণের ও পিতৃপুরুষ-গণের শুভাশীর্ব্বাদ তোমাদিগের উপর অবতীর্ণ হউক এবং সর্ব্বোপরি সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের কৃপাবারি তোমাদের মস্তকে বর্ষিত হইয়া তোমা-দিগের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল বিধান করুক, এই আমাদিগের প্রার্থনা।

জনসংখ্যা ও স্ত্রীজাতি।

গত ১৯০১ খৃষ্টাব্দে যে জনসংখ্যা গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। এই সকল বিষয় পাঠ করিলে কেবল যে কৌতূহল চরিতার্থ হয়, তাহা নহে ; যথেষ্ট শিক্ষা লাভও করা যায়। এরূপ কোন কোন বিবরণ এই প্রস্তাব মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইল।

জনসংখ্যা-গ্রহীতৃগণ লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা অল্প। ইউরোপের সকল দেশেই ইহার বিপরীত দেখা যায়। সমস্ত ভারতবর্ষের স্ত্রীপুরুষসংখ্যা একত্রে ধরিলে এক সহস্র পুরুষে স্ত্রীর পরিমাণ ৯৬৩। কেবল মধ্য-ভারতবর্ষ ও মান্দ্রাজ প্রদেশে স্ত্রীর সংখ্যা অধিক এবং বঙ্গদেশে স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। পক্ষান্তরে বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর ও ব্রহ্মদেশে স্ত্রীর সংখ্যাই অধিক। পঞ্জাব, নেপাল ও বালুচিস্থানে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। উত্তর বঙ্গ ও আসামেও স্ত্রীর সংখ্যা অল্প। বঙ্গ-দেশে ভাগীরথীর পশ্চিম প্রদেশে রাঢ়ীয় জাতির মধ্যে স্ত্রীসংখ্যা অধিক। মুসলমান জাতির মধ্যেও স্ত্রীসংখ্যা হিন্দুজাতির অপেক্ষা কিয়ৎপরিমাণে অধিক। একটী

আশ্চর্য্য, হিন্দুদিগের উচ্চ জাতির স্ত্রী-সংখ্যা নীচ জাতির অপেক্ষা অল্প। উত্তর পশ্চিম অথবা সংযুক্ত প্রদেশের উত্তর পশ্চিম সীমা হইতে যত দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমায় অগ্রসর হওয়া যায়, ততই স্ত্রীসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখা যায়। অবশেষে বিহারের নিকটবর্ত্তী দেশ সকলে স্ত্রীসংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা অনেক অধিক দৃষ্ট হয়। এতৎপ্রদেশসমূহেও উচ্চ জাতির মধ্যে স্ত্রীসংখ্যা অল্প।

মান্দ্রাজ প্রদেশে যদিও স্ত্রীর সংখ্যা অধিক, কিন্তু কোন কোন স্থানে পুরুষ সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হয়। মান্দ্রাজ প্রদেশে জাতির উচ্চতা নীচতা অনুসারে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যার তারতম্য দেখা যায় না।

বোম্বাই প্রদেশে স্ত্রীসংখ্যা অল্প। সমাজের নিম্নতম সোপানে যে সকল জাতি আছে, তাহাদের মধ্যেই স্ত্রীসংখ্যা অধিক।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জনসংখ্যার সহিত তুলনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, স্ত্রীসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। এখন এক সহস্র পুরুষের মধ্যে ৯৬৩ স্ত্রী। ১৮৯১ ও ১৮৮১ সালে ৯৫৮ ও ৯৫৪ ছিল।

পুরুষসংখ্যার আধিক্যের তিনটী কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—(১) বর্ত্তমান জনসংখ্যা গ্রহণপ্রণালীর অসম্পূর্ণতা, (২) পুরুষ সন্তান জন্মের আধিক্য, (৩) স্ত্রী-মৃত্যু সংখ্যার আধিক্য। আরও কয়েকটী কারণ দেখা যায়। অনুমান করা হইয়াছে যে, স্ত্রীজাতির সামাজিক অবস্থার হীনতা বোধে অনেকে তাহাদের সংখ্যা গ্রহণ করা অনাবশ্যক জ্ঞান করিয়াছে অথবা যে সকল বালিকা বিবাহযোগ্যা হইয়াও অবিবাহিতা আছে, অনেক পিতা মাতা লজ্জা বশতঃ তাহাদের বয়স প্রভৃতির বৃত্তান্ত গোপন রাখিয়াছে। অনেক অশিক্ষিত লোক হয়ত মনে আশঙ্কা করিয়া থাকিবে যে, গবর্ণমেণ্ট সিপাহীদিগের বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে স্ত্রীসংখ্যা গ্রহণ করিতেছেন। স্ত্রীলোকেরা যখন প্রথমে গর্ভবতী হয়, সেই কাল তাহাদের জীবনের সঙ্কট ও বিপদসঙ্কুল কাল। এই সময়ে তাহাদের শারীরিক পরিবর্ত্তন ঘটে এবং অনেকের অকাল প্রসবজনিত মৃত্যু ঘটনাও হইয়া থাকে। ইংলণ্ডেও এই কালে স্ত্রীসংখ্যা অল্প হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ১০।১৫ বৎসরবয়স্কা স্ত্রীদিগের মধ্যে শত করা কত বালিকার বিবাহ হয়, তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। তাহাতে দৃষ্ট হয় যে, বঙ্গদেশে ৫৭ জন, মান্দ্রাজে ২৩ জন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৫৪ জন, পঞ্জাবে ২৭ জন, বোম্বাই প্রদেশে ৪৬ জন, ব্রহ্মদেশে এক জন মাত্র বালিকা ১০ হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে বিবাহিতা হয়। বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিম এবং বোম্বাই প্রদেশে বালিকা-বিবাহ অতিশয় প্রচলিত, সুতরাং এই কয়েক প্রদেশে উক্ত বয়সের বালিকা স্ত্রীর মৃত্যুসংখ্যা অধিক দেখা যায়।

এই সমস্ত বয়ঃক্রম বিবরণ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ভারত-

বর্ষের সকল প্রদেশেই পুরুষের জন্ম অধিক। প্রথম কয়েক বৎসর স্ত্রীপুরুষের মৃত্যুসংখ্যা অধিক দেখা যায় না। প্রথম গর্ভাবস্থায় স্ত্রীর মৃত্যুসংখ্যা অধিক। যে সকল স্ত্রীলোক এই সঙ্কটকাল উত্তীর্ণ হয়, তাহারা ঐ বয়সের পুরুষ অপেক্ষা জীবন-সংগ্রামে জয়ী হয়। ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমের পর স্ত্রীপুরুষের মৃত্যু পরিমাণ প্রায় সমান দেখা যায়। মুসলমানদিগের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ঐ বয়সে অল্প। ৬০ বৎসরের পর স্ত্রীলোকের মৃত্যু পরিমাণ অল্প দৃষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)

গৃহ-চিকিৎসা।

১। রাত-কানার ঔষধ—দূর্ব্বার রস কয়েকদিন চক্ষুর ভিতর ফুটা দিলে রাতকানা ভাল হয়।

২। রক্তস্রাব নিবারণ—পুরাতন লাউ গাছের শিকড় ও পুরাতন বেগুণ গাছের শিকড় ২।৩টা মরিচের সহিত বাটিয়া খাওয়াইলে প্রবল বহুদিনব্যাপী রক্তস্রাবও নিবারণ হয়।

৩। ধাতু পুষ্টির ঔষধ—দূর্ব্বার রস প্রতিদিন আধ ছটাক করিয়া খাইলে ধাতু পুষ্টি হয় এবং মস্তকঘূর্ণন ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি সারিয়া যায়।

৪। পালা জ্বরের ঔষধ—(১) যে দিন জ্বর আসিবার পালা, সেই দিন প্রত্যূষ হইতে কুক্কুরছিঁঠকীর পাতা নেকড়ায় বাধিয়া তাহার আঘ্রাণ লইলে আর জ্বর আসে না।

(২) লাল বক ফুলের পাতা কয়েকটী কচলাইয়া নেকড়ায় বাঁধিয়া জ্বর আসিবার পূর্ব্ব হইতে ঘ্রাণ লইলে জ্বর আসিবে না।

৫। বহুমূত্রের ঔষধ—(১) লাল-কুঁচের পাতা দুই তোলা চিবাইয়া রস খাইয়া সিটা ফেলিয়া দিবে। এইরূপে রোগের প্রাবল্য অনুসরণে ১।২ বা ততোধিক সপ্তাহ সেব্য।

(২) তেলাকুচার পাতার রস প্রতি-দিন এক ছটাক করিয়া খাইলে ১০।১৫ দিনে প্রস্রাবের চিনির দোষ সারিয়া যায়।

(৩) খেজুর রস, তালের রস ও তালের গুড়, টাটকা মুড়ী, নারিকেল কোরা বা ডাব নারিকেল বহুমূত্র রোগীদিগের উপকারক।

কার্ব্বণ মনক্সাইড (একাম্ল অঙ্গার)।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন CO; মৌলিকাণুর ভার ২৮।

ইতিহাস - ইহা পৃষ্টলী (Priestley) সাহেব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। ১৮০২ অব্দে ইহার প্রকৃত ধর্ম্ম ক্রুকসাঙ্ক (Cruickshank) সাহেব দ্বারা প্রচারিত হয়। এক ভাগ অক্সিজেন ও একভাগ কার্ব্বণ সংযুক্ত হইয়া ইহা উৎপন্ন হয়; এ জন্য ইহাকে একাম্ল অঙ্গার কহে। O°শ উষ্ণতায় ৭৬০ মিলিমিটর চাপে ১১·১৯ লিটর CO র ভার ১৪ গ্রাম; অতএব ইহা সমায়তন হাইড্রজেন অপেক্ষা অল্প ভারি।

ধর্ম্ম—ইহা বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদহীন, স্বচ্ছ, অদৃশ্য, বায়বীয় পদার্থ। ইহাকে চাপ দ্বারা তরল করিতে পারা যায় না। ইহা বায়ু অপেক্ষা ·৯৬৭ গুণ লঘু। ইহা সামান্য পরিমাণে জলে দ্রব হয়। দ্ব্যম্ল অঙ্গার অপেক্ষা প্রবল বিষধর্ম্মী। ইহা দাহ্য। যেখানে অধিক পরিমাণে কয়লা দগ্ধ হয়, তথায় এবং চূণের ভাঁটীতে সময়ে সময়ে এই গ্যাস উৎপন্ন হইয়া অনিষ্টোৎপাদন করিয়া থাকে। অঙ্গারদাহে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অম্লজান না পাইলে এই গ্যাস উৎপন্ন হয়। অল্পে অল্পে যখন অঙ্গার পুড়িয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে ভস্ম জমিতে থাকে, তখন উপযুক্ত-পরিমিত বায়ু কয়লার গাত্রলগ্ন হইয়া তাহা প্রজ্বলিত করিতে পারে না; সেই সময়ে নীলবর্ণ শিখা উৎপন্ন করিয়া একাম্ল অঙ্গার জ্বলিতে থাকে। একাম্ল অঙ্গার জ্বলিবার সময় তাহার সহিত অম্লজন সংযুক্ত হইলে দ্ব্যম্ল অঙ্গার জন্মে। ইহা স্থিতিস্থাপক বাষ্প।

প্রস্তুত-প্রণালী। ১। উত্তপ্ত অঙ্গারের উপর দিয়া কার্ব্বণিক এসিড প্রবাহিত হইলে কার্ব্বণিক অক্সাইড উৎপন্ন হয়:—

যথা—$CO_2 + C = 2CO$

২। একভাগ অগজ্যালিক এসিডের (Oxalic Acid) সহিত পাঁচ ভাগ সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে CO_2 ও CO উৎপন্ন হয়। অনন্তর ঐ উভয় বায়ুকে পটাশের জলমধ্য দিয়া পরিচালিত করিলে কার্ব্বণিক এসিড পটাশের সহিত সংযুক্ত হইয়া পটাশিক কার্ব্বণেট উৎপাদন করে এবং বিশুদ্ধ CO_2 থাকে। যথা—

$$C_2H_2O_4 + H_2O = C_2O_3 = CO + CO_2$$

$$CO + CO_2 + KHO = KHCO_3 + CO.$$

৩। এক ভাগ ইয়েলো প্রসিয়েট অব পটাশ (Yellow Prussiate of Potash), ৮ ভাগ H_2SO_4 (সালফিউরিক এসিড) মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে অধিক পরিমাণে CO পাওয়া যায়।

পরীক্ষা—বিশুদ্ধ একাম্ল অঙ্গারের সহিত তাহার অর্দ্ধেক আয়তন অম্লজন মিশাইয়া জ্বালিয়া দিলে তীক্ষ্ণ শব্দোৎঘাত হয়।

ডাঃ শ্রীসত্যপ্রিয় দত্ত।

গুহা-গৃহ।

১। অজান্টা গুহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা অধিক প্রাচীন নহে। ইহা বৌদ্ধ গুহা, যদিও পৌরাণিক চিত্রশূন্য নহে। এখানে অদ্যাপি প্রতি বৎসর মকরসংক্রান্তিতে মেলা হইয়া থাকে। গুহার নিকটে একটী জলপ্রপাত আছে। তজ্জনিত সাতটী নৈসর্গিক কুণ্ড পর পর নিম্নভাগে সংরচিত হইয়াছে। নিম্নতম কুণ্ডটী প্রায় শুষ্ক হয় না; সুতরাং যাত্রিগণ তাহাতে মকর-স্নান সম্পন্ন করিয়া থাকে। অজণ্টা গুহার প্রকৃত নাম "ইন্দু-অদ্রি।" ইহা অডজন্ত (Adjunta) বা অজণ্টা গ্রাম হইতে দুই ক্রোশ বায়ুকোণে অবস্থিত বলিয়া পাশ্চত্য ভ্রমণকারীরা ইহাকে অজণ্টা গুহা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। ইন্দু-অদ্রি মধ্যে সর্ব্বসমেত ২৪টী বিহার ও ৫টী চৈত্য আছে। প্রায় আড়াই শত পাদ উচ্চ পর্ব্বতহৃদয় ছেদ করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে গুহাবলী সংরচিত হইয়াছে। পর্ব্বতের পাদদেশে বাগহরা স্রোতস্বতী প্রবাহিত। ইহারই ধারা-সম্পাতে প্রাগুক্ত জলপ্রপাত ও সাতটী কুণ্ডের উৎপত্তি। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গুহাটীর দৈর্ঘ্য ৯৪॥ পাদ ও প্রস্থ ৪১॥ পাদ। ছাদ উচ্চ ও মন্দিরের ন্যায় গুম্বজাকার। কোন কোন গুহার ছাদ কাষ্ঠের কড়ী ও প্রস্তরের টাইলের উপর আরোপিত। পশ্চাদ্ভাগ অর্থাৎ অভ্যন্তরের দেওয়াল বৃত্তাকারে খোদিত। মধ্যস্থলে অর্থাৎ গর্ভ-গৃহে প্রতিমূর্ত্তি সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দ্বিতল গুহা-গৃহ চতুরস্র ও স্তম্ভাবলীর উপর স্থাপিত। দেওয়াল, ছাদ, দ্বার, স্তম্ভ প্রভৃতি সকল স্থানেই নানাবিধ মূর্ত্তি ও দৃশ্য খোদিত এবং চিত্রিত রহিয়াছে। ভাস্কর, স্থপতি ও চিত্রকরগণ যে স্থলে যেরূপ শোভা প্রযোজ্য, তাহা বিন্যাস করিয়া স্বীয় স্বীয় শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কোন কোন গুহা অন্ধকারময়, কিন্তু তাহাও খোদিত ও চিত্রিত দৃশ্যে সুশোভিত। সংস্কৃত ও পালি ভাষায় স্পষ্ট ও অস্পষ্ট কয়েক স্থানে প্রস্তরের লিপি ও গিরিগাত্রে খোদিত অক্ষর দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে, ইন্দু-অদ্রি গুহা সকল অশোকের রাজত্বকাল হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতিকাল পর্য্যন্ত আট শত বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রধান দৃশ্য বুদ্ধদেব ও শিষ্যমণ্ডলীর মূর্ত্তি। মার কর্ত্তৃক তাঁহার পরীক্ষা ও ধ্যানভঙ্গের চেষ্টা, শিখিরাজ ও নাগগণের আবির্ভাব, মৃগয়া, রঙ্গভূমি, যুদ্ধক্ষেত্র, গার্হস্থ্য ব্যাপার,

বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, প্রণয়সম্ভাষ, ব্রতাচার, নৃত্যাভিনয়, গৃহস্থালীর সজ্জা ও তৈজস পত্রাদি, অস্ত্রশস্ত্র ও সমরসজ্জা, তিন ঘোড়ার গাড়ী ইত্যাদি, মহাকায় মাতঙ্গ হইতে ক্ষুদ্র পতঙ্গ পর্য্যন্ত সুন্দররূপে খোদিত ও চিত্রিত হইয়াছে। মেজর গিল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রথম এই গুহাগুলির এক প্রস্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়া লণ্ডনস্থ স্ফটিক গৃহে (Crystal Palace) রক্ষার জন্য পাঠাইয়া দেন। দুর্দ্দৈব বশতঃ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে অগ্নি লাগিয়া স্ফটিক-গৃহ দগ্ধ হইলে চিত্রগুলির অধিকাংশ ভস্মসাৎ হয়। দুইখানি সম্পূর্ণ এবং ৮ খানির কিয়দংশ অবশিষ্ট ছিল। "Spier's Life in Ancient India" গ্রন্থে সেইগুলি সন্নিবিষ্ট হইলে সভ্যজগতে প্রথমে অজাণ্টা গুহার অস্তিত্ব বিদিত হয়। তদবধি ইহার অনেক চিত্র প্রচারিত হইয়াছে। অজাণ্টা গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেওলয়ের প্যাচোরা ষ্টেশন হইতে ১৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। জব্বলপুর হইতে প্যাচোরা ১৯২ ক্রোশ।

২। পাণ্ডবগুহা—ইহা পৌরাণিক ও দেবগুহা। শৈল-হৃদয় ভেদ করিয়া ১৩টী গুহা সংরচিত হইয়াছে। ইহার বিশেষ বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বামাবোধিনীতে প্রকটিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের ৮৮ বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহার যোড়াসাঁকো ভবনে সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মগণ মিলিত হইয়া উপাসনা এবং তাঁহার গুণাবলী শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন।

২। জেনারল বুথের ৭৫ বার্ষিক জন্মোৎসব হইয়াছে। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ধর্ম্মাচার্য্যের কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার মুক্তিফৌজ তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে।

৩। বর্দ্ধমানের মহারাজা মহাকালী পাঠশালার পারিতোষিক বিতরণে সভাপতি হইয়া বক্তৃতা করেন। তিনি এই বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণার্থ ৩০০০ টাকা দিয়াছেন এবং ইহার জন্য ৫০৲ টাকা মাসিক সাহায্য দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন।

৪। বর্ত্তমান রাজ-প্রতিনিধি-পত্নী লেডী ডফারিণ ফণ্ডের উন্নতিকল্পে মনোযোগিনী হইয়াছেন।

৫। বিক্টোরিয়া স্মৃতিগৃহ নির্ম্মাণফণ্ডে মহীশূর, গোয়ালিয়ার ও কাশ্মীরের মহারাজা প্রত্যেকে ২॥ লক্ষ টাকা করিয়া চাঁদা দিয়াছেন। মোট টাকা ৫৮ লক্ষ ৫৩ হাজারের অধিক হইয়াছে।

৫। কুমারী কর্ণিলিয়া সোরাবজী বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে কোর্ট অব ওয়ার্ড সংক্রান্ত কাজ পাইয়াছেন। পর্দ্দানসীন স্ত্রীলোকদিগকে আইনের সাহায্য দান করিবার জন্য অনেক দিনাবধি তিনি সচেষ্ট।

৬। মহীশূরের রাজা ভারতীয় ছাত্রদিগের এডিনবর্গে বাসার্থ গৃহনির্ম্মাণ জন্য তিন হাজার এক শত পঞ্চাশ টাকা দান করিয়াছেন।

৭। সেরপুরের যুবক জমিদারেরা তাঁহাদের পিতা ৺হরচন্দ্র চৌধুরীর নামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য ২৫৬২ টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

চল্লিশ বৎসর—শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ সেন কর্ত্তৃক একটী ক্ষুদ্র রুস উপন্যাস হইতে অনুবাদিত। সুপ্রসিদ্ধ কাউণ্ট টলষ্টয় ও তাহার এক বন্ধু ইহা রচনা করেন। গল্পটী সুপাঠ্য। ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন হইলে মানুষের কি ঘোর দুর্দ্দশা হয়, ইহার উপসংহারে তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

২। পারিবারিক প্রার্থনা—শ্রীধর্ম্মদাস বসু প্রণীত, মূল্য কাপড় বাঁধা ১৲ টাকা। ইহাতে দৈনিক প্রার্থনা ও নানা অবস্থোপযোগী প্রার্থনা আছে। পারিবারিক উপাসনার পক্ষে পুস্তকখানি বিশেষ সহায় হইবে।

৩। নারীধর্ম্ম—৺পণ্ডিত নবীন চন্দ্র রায় প্রণীত ও শ্রীমতী হেমন্ত কুমারী চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ।০ আনা। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের সমালোচনা বহুদিন হইল বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হয়। হিন্দুশাস্ত্র হইতে অনেকগুলি উপদেশ সংগৃহীত হইয়া সতীধর্ম্মের মাহাত্ম্য ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বামারচনা।

নববর্ষে নবজীবন।

সুখে দুঃখে হেসে কেঁদে
　　পুরাতন হ'ল শেষ।
নববর্ষ সমাগমে
　　প্রকৃতির নব বেশ।
নূতন গাহিছে পিক,
　　নব সমীরণ বয়,
নূতন ফুটিছে ফুল
　　নূতন নূতনময়।
নব হাসি হাসে চাঁদ,
　　বহে নদী নব তানে,
ভরিয়াছে সারা বিশ্ব
　　তোমারি মহিমা-গানে।

এ নব বরষে আজি
আমি শুধু পুরাতন,
হে বিভু করুণাময়!
যাচিগো নবজীবন।
পুরাতন এ জীবন
নাহি লাগে ভাল আর,
বড় দুরবল মন,
সহে না যাতনা-ভার।
এ নীরস শুষ্ক প্রাণে
ঢাল প্রেমামৃত-ধারা,
শিখাও আমারে যেন
নাহি হই তোমা-হারা।
পালিব তোমার আজ্ঞা,
সাধিব তোমার কাজ,
নব বর্ষে এই ভিক্ষা
মাগিতেছি বিশ্বরাজ।

ভাল মন্দ বলে দিও,
রাখিও নীতির পথে,
অটল রাখিও মোরে
শত ঝড় ঝঞ্ঝাবাতে।
ক্ষুদ্র এ জীবন দিয়া
যতটুকু যাহা পারি,
ঘুচাব দুঃখীর দুঃখ,
মুছাইব অশ্রুবারি।
ও পূত চরণমূলে
সঁপে দিব প্রাণ মন,
যাহা ইচ্ছা কর তুমি
ওহে জগৎ-জীবন।
আর কিছু নাহি চাহি,
নাহি কোন আকিঞ্চন;
এ নব বরষে আজি
যাচিগো নব জীবন।

শ্রীপ্রভাবতী চৌধুরাণী—জাবিনা।

নববর্ষের প্রথম দিন।

আজি নব বর্ষ উপস্থিত,
বিমল আনন্দে ভরা, হোক এই বসুন্ধরা,
হোক সকলেরি আজি পুলকিত চিত,
আজি নববর্ষ উপস্থিত।

আজি নববর্ষ উপস্থিত,
সবে হরি সঙ্কীর্ত্তনে, মত্ত হও একমনে,
প্রেম অশ্রু হোক নিপতিত,
আজি নববর্ষ উপস্থিত।

আজি নববর্ষ উপস্থিত,
ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করে, তুষ্ট কর রসনারে,
গুরুপ্রেমে হও বিমোহিত,
আজি নববর্ষ উপস্থিত।

আজি নববর্ষ উপস্থিত,
বলিও না মিথ্যা কথা, অন্যকে দিও না ব্যথা,
ধর্ম্ম রত্নে হও সুসজ্জিত,
আজি নববর্ষ উপস্থিত।

কুমারী সুরুচি—মেদিনীপুর।

গভীর প্রশ্ন।

১

সুষুপ্ত প্রাণের মাঝে আজি গো সজনি,
কাহার গভীর স্বর পশিল অমনি?
কার সম্মোহন স্বরে
উদাস করিল মোরে,
শুনিল স্বরগ-বাণী হৃদয় উদাসি,
কোন্ জন বল সেই অন্তর-নিবাসী?

২

কোথা হতে এসেছি গো, যাব কোন্ দেশে,
কে আমি বেগারী খাটি কাহার নিদেশে?
এই যে দুর্লভ সুখ,
নেহারি পুত্রের মুখ,
আনন্দে পরাণ মম হয়েছে পাগল,
(তার) আধ আধ ভাষে হৃদয় বিহ্বল।

৩

এই যে বিশাল বিশ্ব সৌন্দর্য্য-আধার,
চন্দ্র সূর্য্য আদি শোভে নয়নে আমার।
বিরাট বিটপী পর,
পত্র, পুষ্প মনোহর,
সাজায়ে রেখেছে সখি! কোন্ কারিগর,
কিবা তাঁর রূপছটা, কোথা তাঁর ঘর?

৪

ব্যাকুল-হৃদয় আজ আকুল অন্তরে
সে অসীম মহাশক্তি চাহে দেখিবারে,
"কে আমি, কে আমি" ধ্বনি
হৃদয়ে সদা গো শুনি,
কারে জিজ্ঞাসিব সখি! কে দিবে উত্তর?
এ অনন্ত বিশ্বরাজ্য কার খেলাঘর?

শ্রীহেমপ্রভা কর।

মরণ।

দেখিয়াছি মরণের নামে,
শিহরিয়া উঠে প্রাণিগণ,
অবিনাশী জগতের মাঝে
কেন শুনি মরণ, মরণ?
শৈশবের ক্ষুদ্র দেহ যবে
কৈশোরের বুকের উপর,
আপনার জীবনের পাশে
বাঁধে ক্ষুদ্র সমাধি সুন্দর।
কৈশোরের চঞ্চল নয়নে
যৌবনের রেখাগুলি আসি,
টানে যেন মরণের পাশে
ভবিষ্যৎ জীবনের রাশি।

প্রবীণের শত চিন্তা ভারে,
বার্দ্ধক্যের শুভ্র কেশজালে,
অজেয় সে মরণের নাম
লিখে দেয় ললাটের তলে।
মিছে কেন এত হাহাকার
মরণের সেই নাম নিয়ে,
যাব মোরা নূতন জগতে
মরণের মাঝখান দিয়ে।
কর্ম্ম-ক্লান্ত জীবনের পাশে
মরণ দাঁড়াবে যবে আসি,
মনে হবে বিধাতার দান,
বিধাতার শত স্নেহরাশি।

শ্রীসরলা দত্ত,—মেদিনীপুর।

প্রার্থনা।

যাচি জানু পাতি, পতি-পদে মতি
থাকে যেন নিরন্তর।
সকলি সঁপিয়ে মন প্রাণ দিয়ে
সদা করি নিরভর ॥
সংসার-সাগরে ধীরে ধীরে ধীরে
যদিও ভেসেছি হায়!
দেহ কর্ণধার, চালনে তাহার
বিপথে যেন না ধায় ॥

তুমি যে অনন্ত, নাহি পাই অন্ত,
কেমনে পুজিব হরি?
ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি
কত যে ভাবিয়ে মরি ॥
আদর্শ তোমার পতিতে আমার।
করে দাও পরকাশ!
মরতের দেবে যেন সদা সেবে।
তব পদে লভি বাস ॥

শ্রীমতী প্রেমলতা দত্ত—দ্বারভাঙ্গা।

…খানি পত্র।

হৃদয়ের [illegible]
আজীবন অভাগিনী,
পূজিবে নয়ন জলে
তোমার প্রতিমাখানি।
আরাধ্য দেবতা তুমি,
আমি গো সেবিকা তব,
ভুলে যদি যাও মোরে,
কভু তোমা না ভুলিব।
চাহি না গো ভালবাসা
কাজ নাহি প্রতিদানে,
সুখ দুঃখ এ দাসীর
অর্পিত ঈশ-চরণে।
সূর্য্যমুখী, যথা সখে!
চাহিয়া সূর্য্যের পানে,
তেয়াগে পরাণ তার
অন্তে তবু নাহি জানে।
সেইরূপ তব রূপ
ধ্যান করি দিবাযামী,
ত্যজিব পরাণ মম
তুমি হৃদয়ের স্বামী ॥
নিবেদিত দেহ মম
ওই দেব-পদে তব,
চিরদিন আমি সখে
সেবিকা হইয়ে রব।
যদিও কোমল হৃদে
পশে কভু দুঃখলেশ,
দয়া করি এ দাসীরে
স্মরিবে কি হৃদয়েশ?

শ্রীমতী সরযূবালা দাসী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 490. June 1904

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪২ বর্ষ।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১ ; জুন ১৯০৪।	৮ম কল্প।
৪৯০ সংখ্যা।		১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লর্ড কর্জনের অভ্যর্থনা—লর্ড কর্জন লণ্ডনে পৌছিলে ইংলণ্ডেশ্বর রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। সংবাদপত্র সকলে তাঁর বড় প্রশংসা—লর্ড ডালহাউসীর পর এমন যোগ্য গবর্ণর জেনারল না কি আর হয় নাই। ঈশ্বর না করুন ডালহাউসীর পরবর্ত্তী দুর্ভাগ্য আর ভারতে না আইসে!

দাতা কার্ণাজীর নূতন দান—ইনি ৭॥০ কোটি টাকার এক ফণ্ড স্থাপন করিয়াছেন। ইহার লাভ হইতে অন্যের জীবন-রক্ষাকারী বীরদিগকে বা তাহাদের সাহায্যকারীদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইবে। দানীয়ের সীমা যুক্তরাজ্য ও কানাডাতে আবদ্ধ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশীয় বাইস-চ্যান্সেলর—ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দুই বৎসর কাল অতি যোগ্যতার সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস-চান্সেলর বা সহকারী সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন। সার সব্রামানিয়া আয়ার এবং জষ্টিস প্রতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মান্দ্রাজ এবং পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পদে বৃত হইয়া ভারতসন্তানদিগের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

রুস-জাপানী যুদ্ধ - রুসেরা ক্রমাগত পরাজিত হইয়া নিউচোয়াঙ, কামপাঙ্গী ও সুইমাণ্টিও পরিত্যাগ করিয়া হটিয়া যাইতেছে। পোর্ট আর্থরের রেলওয়ে যোগ ছিন্ন করিতে ১৪৬ জন জাপানী প্রাণ দিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে পোর্ট আর্থরের ধারে কয়েকখানি জাপানী পোত জলমগ্ন হইয়া অনেক লোক মারা গিয়াছে।

ফরাসী ইংরাজ সন্ধি—সম্প্রতি

ইংরাজী ও ফরাসী গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে কিছু মনোবাদ ছিল, তাহা মিটাইয়া একটী নূতন সন্ধিপত্র হইয়াছে। রুসিয়া ফ্রান্সকে এ জন্ত আনন্দসূচক পত্র লিখিয়াছেন।

ওয়ার্সার গোলযোগ—রুসিয়ার এই বিপদের সময় তাহার সাম্রাজ্যমধ্যে অন্তর্বিবাদ ঘটিতেছে। ওয়ার্সায় একটী বিদ্রোহ লক্ষণ দেখিয়া তাহার দমনার্থ উপায় করিতে হইতেছে।

কুপার্সহিল কলেজের পতন—ভারতবর্ষের ব্যয়ে ভারতবর্ষীয় ইঞ্জিনিয়ার প্রস্তুত করিবার জন্য বিলাতে এক কলেজ ছিল। সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা তুলিয়া দিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট ইহার রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন।

মৃত্যু—(১) সুবিখ্যাত দেশহিতৈষী জেমসেট্‌জী টাটার মৃত্যুসংবাদে ভারতবাসিমাত্রেই শোকার্ত্ত হইয়াছেন। বিজ্ঞানানুশীলন জন্য তাঁহার মহাদান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি জর্ম্মাণিতে ভ্রমণ করিতে গিয়া মারা গিয়াছেন।

(২) সামুয়েল স্মাইলস্ বর্ত্তমান সময়ের একজন সুনীতিবিৎ গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁহার লিখিত অনেক গুলি পুস্তক তাঁহার কীর্ত্তি রক্ষা করিবে।

তিব্বৎ যুদ্ধ—ইহা ক্রমে ঘোরতর আকার ধারণ করিতেছে। এতদিন ইংরাজ সৈন্য তিব্বতীয়দিগকে পশুর ন্যায় বিনাশ করিতেছিল, এখন তাহারা কামান লইয়া দলবদ্ধ হইয়া প্রবল বাধা দানে প্রস্তুত এবং ইতিমধ্যে এক খণ্ডযুদ্ধে ইংরাজদিগের একজন সেনাপতি ও কয়েকজন সৈন্যকে বিনাশ করিয়াছে। ইংরাজ অভিযান লাশা না গিয়া নিরস্ত হইবে না। ভারত হইতে অতিরিক্ত সেনা ও অস্ত্র শস্ত্র যাইতেছে।

প্লেগ-মারী—বৈশাখের শেষে সমগ্র ভারতে প্লেগ-মৃত্যুর সংখ্যা ৪৬ হাজারের উপর ছিল, এখন (জ্যৈষ্ঠে) কমিয়া ৩৫০০০ হইয়াছে। ইহার মধ্যে এক পঞ্জাবে ৩০ হাজার। যুক্তপ্রদেশে ১৩০০, বোম্বাইয়ে ১৬২৩, বঙ্গদেশে ২৬১, কাশ্মীরে ২২১ এবং মহীশূরে ৭৭ মাত্র। কলিকাতায় প্লেগ-মৃত্যু কমিয়া দৈনিক ১০।১২টী মাত্র হইয়াছে।

কাবুলের আমীরের আরোগ্য—বন্দুক ছুড়িতে গিয়া আমীরের একটী হাত ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। ডাক্তার বার্ড লর্ড কুর্জ্জন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহার আরোগ্য বিধান করিয়াছেন।

মহামেলা—সেণ্টলুই নগরে ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে যে বিশ্বমেলার আয়োজন হইতেছে, তদ্দর্শনার্থ লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা—এ বৎসর বি এ পরীক্ষায় ৩৪৫ জন অর্থাৎ শতকরা ১৫ জন মাত্র ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে অনরপ্রাপ্ত ৮৩ জন। এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা ১৩৫৭, তন্মধ্যে ৮৪ জন ১ম, ৩৫৬ জন ২য় এবং ৯৩৭ জন ৩য় শ্রেণীস্থ হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

ভারত ও জাপান—এই উভয় রাজ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপনার্থ "Indo-Japanese Association" নামে এক সভা জাপানের রাজধানী টোকিওতে সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার আর দুইটী মহৎ উদ্দেশ্য—(১) উভয় দেশের সাহিত্য, ধর্ম্ম, শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি-সাধন; (২) উভয় দেশের ছাত্র, শিল্পী ও ব্যবসায়ীদিগের সাহায্যবিধান। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সভার উন্নতি ও স্থায়িত্ব প্রার্থনা করি।

কাউণ্টেস টলষ্টয়—সুবিখ্যাত রুশীয় পণ্ডিত কাউণ্ট টলষ্টয়ের পত্নী একজন সুশিক্ষিতা ইহুদী রমণী। ইনি ফরাসী, ইংরাজী ও জর্ম্মণ ভাষায় মাতৃভাষার ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন। কাউণ্টের হস্তলিপি আর কেহ পড়িতে পারে না। এই রমণী তাহা ঠিক্ করিয়া ছাপিতে পাঠান।

এক আনি মুদ্রা—দু-আনি এখন ক্ষুদ্রতম রৌপ্য মুদ্রা। নিকেল ধাতুর এক আনি মুদ্রা ভারতে চলিত হইবার কথা হইতেছে। মুদ্রাবিভাগ ও ডাক-বিভাগের আরও কত উন্নতি হইবে!

জনসংখ্যা ও স্ত্রীজাতি।

(গত প্রকাশিতের পর)

বিবাহ — শিশুবিবাহ বালিকাদিগের সম্বন্ধে যেরূপ প্রচলিত, বালকদিগের সম্বন্ধে সেরূপ নহে। দশ বৎসরের কম বয়সে প্রায় বালকের বিবাহ হয় না, কিন্তু ৫ বৎসরে বালিকার বিবাহ ঘটিয়া থাকে। সাতজনের মধ্যে একজন বালককে ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে বিবাহিত দেখা যায়। ৫ জনের মধ্যে দুইজন বালিকার ঐ বয়সে বিবাহ হয়। সেই জন্য ছয় জনের মধ্যে ১ জন স্ত্রীলোক বিধবা হয়; কিন্তু ১৮ জনের মধ্যে একজন পুরুষ বিপত্নীক। সমস্ত ভারতবর্ষে ৮০ লক্ষ বিপত্নীক, কিন্তু দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বিধবা। ইহার কারণ সহজেই উপলব্ধি হয়। ভারতবর্ষে বিধবার বিবাহ নাই। সমগ্র ভারতবর্ষে সহস্রের মধ্যে অনধিক দশবৎসর বয়সের ২২টী বালক এবং ৫৮টী বালিকা বিবাহিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এই পরিমাণের ন্যূনাধিক্য দেখা যায়। হিন্দুদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বয়সের বিবাহের পরিমাণ ২৮জন বালক, ৭০জন বালিকা; মুসলমানদিগের মধ্যে ১০ বালক ও ৩৯ বালিকা। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এই পরিমাণের তারতম্য দেখা যায়। বিহার অঞ্চলে বাল্যবিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবল। তত্রত্য লোকেরা বলে যে, অধিক বয়স পর্য্যন্ত বালিকাদিগকে অবিবাহিত রাখিলে

কুলে কলঙ্ক হইবার অধিক সম্ভাবনা। ভারতবর্ষে বালিকাবিবাহের এই একটি প্রবলতর কারণ। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা নাই বলিলেও হয়। ইউরোপে যেরূপ শিক্ষার উপায় আছে এবং ধর্ম্মসম্প্রদায় সকল নানা প্রকার উপায়ে বালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে, ভারতবর্ষে সে সকলের অভাব। পিতা মাতারা সেইজন্য যত শীঘ্র কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে পারেন, ততই পবিত্রতা রক্ষা করিবার সদুপায় হইল মনে করেন।

কিন্তু যেরূপ লজ্জাজনক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কোন প্রকার যুক্তি দ্বারা সমর্থন করা যায় না। সহস্রের মধ্যে ৭জন বালক এবং ১৩জন বালিকা ৫ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে বিবাহিত হইয়াছে। এ কথা শুনিলে বাল্যবিবাহ পক্ষীয়েরাও লজ্জায় অধোবদন হইবেন সন্দেহ নাই। মন্বাদি শাস্ত্রে ও বেদে ঐ প্রকার বিবাহ নিষিদ্ধ। মনু বলিয়াছেন, ৩৫ বৎসরের পুরুষ দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাকে বিবাহ করিবেন। অষ্টম হইতে দ্বাদশ বৎসর বয়সে দ্বিজাতির উপনয়ন হয় এবং অন্ততঃ ১২ বৎসর গুরুগৃহে থাকিতে হয়। তদনন্তর বিবাহের সময় অর্থাৎ পুরুষের ২০ বৎসরের পর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করাই বিধি। ঋগ্বেদে আছে যে, কন্যা পিতৃগৃহে যৌবনলক্ষণাক্রান্ত হইলে তাহার বিবাহের কাল উপস্থিত জানিবে। আমাদের দেশে "Age of Consent Act" নামক সম্মতি-বিধি হইবার সময় গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত বিচার করিয়া ১২ বৎসর স্ত্রীলোকের সম্মতির বয়ঃক্রম স্থির করিয়াছেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনও ১৮৭২ সালের তিন আইন প্রচলিত করিবার পূর্ব্বে প্রধান প্রধান ডাক্তারদিগের মত লইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, ১৪ বৎসর বয়সের ন্যূনে কন্যার বিবাহ হওয়া উচিত নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ দেশের শিক্ষিত লোকেরাও বাল্যবিবাহকে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। যখন সম্মতি-বিধি ব্যবস্থাপক সভার বিচারাধীন ছিল, তখন ঐ ১২ বৎসর বয়ঃক্রমেও বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজ অপত্তি করিয়াছিলেন। যে দেশের শিক্ষিতমণ্ডলীর এই দুর্দ্দশা, সে দেশের কল্যাণ বহুদূরে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে স্পষ্ট বিধান আছে যে, যত দিন কন্যা পতিমর্য্যাদা ও পতিসেবা করিতে না জানে এবং যাহার ধর্ম্মজ্ঞান হয় নাই, পিতা এরূপ কন্যার কখনও বিবাহ দিবেন না।

জনসংখ্যা বিবরণে শৈশব-বিবাহ সম্বন্ধে কয়েকজন সুশিক্ষিত ব্যক্তির মত প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে আমরা আশ্চর্য্য হইলাম। তাঁহারা বলিয়াছেন, যে, যদিও পুত্রকন্যার অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাদিগের পুনর্ব্বিবাহ না হইলে একত্রে সহবাস করিতে দেওয়া হয় না। বঙ্গদেশ সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে, এ যুক্তি সম্পূর্ণ অলীক। এ দেশে বিবাহ হইলেই শিশু স্বামী স্ত্রীকেও একত্রে রাখা হয়। বঙ্গ-

দেশে এক বৎসরের অল্পবয়স্ক শিশুর মৃত্যুসংখ্যা বোম্বাই ও মান্দ্রাজ অপেক্ষা অধিক, কিন্তু পঞ্জাব অপেক্ষা অল্প। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, বঙ্গদেশে অপরিণত বয়সে স্ত্রীলোকের সন্তান হয়। বঙ্গদেশে ৬০ বৎসরের ও তদধিক বয়সের লোকসংখ্যাও অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অল্প। সকল প্রদেশ অপেক্ষা বোম্বাই প্রদেশে দীর্ঘজীবী লোকের সংখ্যা অধিক। শৈশব-বিবাহের ফলস্বরূপ উত্তর পশ্চিম, মান্দ্রাজ ও বঙ্গদেশে দীর্ঘজীবিনী স্ত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। পঞ্জাব গৌরব করিতে পারে যে, তাহার দীর্ঘজীবী স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা বোম্বাই অপেক্ষা অল্প হইলেও অন্যান্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা অধিক। কিন্তু বাল্যবিবাহের জন্য তাহার সে গৌরব অধিকদিন স্থায়ী হইবে না। সেখানে এখনও ধর্ম্মের অনুশাসন প্রবল ও সামাজিক শাসন দৃঢ় আছে, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল ক্রমে সে দেশেও যে ফলিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? ইউরোপে বাল্যবিবাহ নাই, কিন্তু ভারতবর্ষবাসীরা সে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অবহেলা করিয়া তাহার স্বেচ্ছাচারিতারই অনুকরণ করিতেছে। শাস্ত্র এ দেশে হীনপ্রভ হইতেছে, সুতরাং যাহারা শাস্ত্রের সুবিধি উল্লঙ্ঘন করে, তাহাদিগের দুর্গতি নিশ্চিত। হিন্দু সমাজের সংস্কারের নিতান্ত প্রয়োজন।

গুহা-গৃহ।

(৪৮৯ সংখ্যা—৩২ পৃষ্ঠার পর)

৩। এলিফেণ্টা গুহা বা হস্তি-গুহা। বোম্বের দুর্গ হইতে তিন ক্রোশ পূর্ব্বে এলিফেণ্টা নামক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ইহা সমুদ্রের সমতল হইতে ২৫০ পাদ উচ্চ। এই দ্বীপের পশ্চিম পাহাড় কাটিয়া ও খনন করিয়া এই গুহা নির্ম্মিত হইয়াছে। গুহার নিকটস্থ সমুদ্রতীরে প্রকাণ্ড একটী প্রস্তরের হস্তিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। পোর্টুগিজ নাবিকগণ প্রথমতঃ দ্বীপের এই অংশে পোত হইতে অবতরণ করিয়া শৈলহস্তী দেখিয়াই দ্বীপটীকে এলিফেণ্ট নামে অভিহিত করে। তদবধি ইহার নাম এলিফেণ্টা বা হস্তিদ্বীপ হইয়াছে। ইহার প্রকৃত নাম গড়পুরী বা গাড়ীপুরী। গড়পুরী অর্থ প্রস্তর নগর—গাড়ীপুরী অর্থ খনিত নগর। খৃষ্টাব্দ ১৮১৪ সেপ্টেম্বরে শৈলহস্তীর মস্তক ও গ্রীবা খসিয়া পড়ে। অনন্তর ধড়টী বোম্বে নীত হইয়া বিক্টোরিয়া উদ্যানে রক্ষিত হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন এই গুহা খৃষ্টাব্দ অষ্টম ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক ইহা প্রাচীন দেব-গুহা। একপ কিম্বদন্তী আছে যে, পাণ্ডবগণ বনভ্রমণসময়ে এই বিরাট গুহা

নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে শিবস্থাপন করিয়াছিলেন। প্রশস্ত প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বে দুই প্রকাণ্ড স্তম্ভ ও দুইটী অর্দ্ধস্তম্ভ অবলম্বন করিয়া তিনটী দ্বার সংরচিত হইয়াছে। গুহার মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড শিবমন্দির ও উভয়পার্শ্বের গৃহে শিব-পার্ব্বতী, অর্দ্ধনারীশ্বর প্রভৃতি অন্যান্য মূর্ত্তি। মন্দিরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ প্রায় সমান—১৩০ পাদ। উচ্চতা ১৫ হইতে ১৯ পাদ। ইহা ২৬টা প্রকাণ্ড স্তম্ভ (৮টা এক্ষণে ভগ্ন হইয়াছে) এবং ১৬টা অর্দ্ধস্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকাণ্ড দ্বারদেশের দুই পার্শ্বে দুই বৃহৎ মূর্ত্তি। পরিমাণ ৮ হস্ত। ইহারা দ্বারপাল-স্থানীয়। গর্ভগৃহে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রকাণ্ড অর্দ্ধকায় (bust) সম্মিলিত ত্রিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ত্রিমূর্ত্তির উচ্চতা ১৯ পাদ। ত্রিমূর্ত্তির দক্ষিণে ১৯ পাদ পরিমিত চতুরস্র একটী সুন্দর গৃহ। ইহার চারিদিকে চারিদ্বার ও প্রত্যেক দ্বারে এক একটা প্রকাণ্ড দ্বারপালের মূর্ত্তি। গৃহের মধ্যস্থলে সুন্দর বেদিকা। ইহাও চওড়া, প্রত্যেক দিক্ দশ পাদ পরিমিত, ইহার উচ্চতা ত্রিপাদ মাত্র। বেদিকার মধ্যস্থলে অনাদি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। পাণ্ডবগণ এই শিবলিঙ্গ পূজা করিতেন এবং ইহারই প্রীত্যর্থে অদ্যাপি শিবরাত্রিতে মহামেলা হইয়া থাকে। ত্রিমূর্ত্তির অপর পার্শ্বস্থ গৃহে (পূর্ব্বদিকে) অনেকগুলি প্রকাণ্ড দেবমূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে অর্দ্ধনারীশ্বর ১৬ পাদ ৯ ইঞ্চ। শিব ও পার্ব্বতী ১২ পাদ ৮ ইঞ্চ। শিবের শিরোদেশে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর আবির্ভাব। শিবের বিবাহ, গণেশের জন্ম, রাবণকর্ত্তৃক কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলন, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস, ভৈরব ও যোগিমূর্ত্তি প্রভৃতি কয়েকটা প্রতিমূর্ত্তি আছে।

৪। কেন্‌হারি বা কন্‌হরি গুহা। ইহা বৌদ্ধ গুহা। বোম্বের নিকটবর্ত্তী সলসিটি (স্বস্তি) দ্বীপের মধ্যস্থলে এই গুহাবলী খনিত হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ১০৯টী গুহা আছে। তন্মধ্যে প্রধান বিহারগুহায় সিংহবাহনে বুদ্ধদেব। বৃহৎ বৌদ্ধ গুহার ২৩ পাদ পরিমিতি বুদ্ধমূর্ত্তি গৌতমপুত্র বলিয়া খোদিত। দরবার গুহা প্রায় ৫০ পাদ দীর্ঘ এবং ৪২॥ পাদ প্রস্থ। আরও কয়েকটা উচ্চ গুহা আছে। এগুলি বোম্বে বরোদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ের বোরিব্লি ষ্টেশন হইতে আড়াই ক্রোশ পশ্চিম; বোম্বে হইতে ১৪ ক্রোশ দূর।

৫। মণ্টপেরির গুহা। ইহার প্রকৃত নাম মণ্ডপেশ্বর গুহা। ইহাও বোম্বের অন্তর্গত বোরিব্লি ষ্টেশনের কিছু দূরে। ইহা পৌরাণিক গুহা। গুহাগুলিতে শিব, গণেশ, ভীম প্রভৃতির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

৬। কার্লি গুহা। বোম্বে পুনা রেলওয়ের কার্লি ষ্টেসনের নিকট। ইহা পৌরাণিক ও বৌদ্ধ গুহাবলী। এখানে ধর্ম্মরাজ, ভবানী, একবীরা প্রভৃতির মন্দির ও মূর্ত্তি আছে। বৃহৎ চৈত্যের অভ্যন্তরের পরিমাণ ১২৪॥ পাদ। অনেকে অনুমান করেন বৌদ্ধ গুহাগুলি দুই সহস্র

বৎসরেরও পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। দেব-গুহাগুলি আরও প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

৭। ইলোরা গুহা। ইলোরা, ইলুরা বা বিরুল। দাক্ষিণাত্য হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত দৌলতাবাদের (প্রাচীন দেবগড়) সার্দ্ধ তিন ক্রোশ দূরে বিরুল গ্রামের পর্ব্বতে এই সকল গুহা নির্ম্মিত হইয়াছে। দেবগড় নগদুর্গেও একটী প্রকাণ্ড গুহা-মণ্ডপ আছে। ইহারও গুহা ও প্রকোষ্ঠ নিবিড় গিরিহৃদয় খনন করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ইলোরা গুহাবলী পৌরাণিক, বৌদ্ধ ও জৈন কীর্ত্তি। কৈলাসপুরী একটী প্রকাণ্ড মন্দির। একটি সমগ্র নগ কাটিয়া ও খুদিয়া ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার অভ্যন্তরদেশ ২৪৭ পাদ দীর্ঘ ও প্রস্থ ১৫০ পাদ। উচ্চতা কোন কোন স্থানে ১০০ পাদ। যদিও ইহা শিবমন্দির, তত্রাপি বিষ্ণু প্রভৃতি অন্যান্য অনেকগুলি দেবতার মূর্ত্তিও ইহার মধ্যে আছে। ইহার নিকটে একটি সর্ব্বরোগ-বিনাশন প্রস্রবণ আছে। ইলিচপুরের রাজা ইচ্ ইহার জলে স্নান করিয়া উৎকট রোগমুক্ত হইয়া এই ঘটনার স্মারক স্বরূপ এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়া শিব-স্থাপন করিয়াছেন। খ্রীষ্টের অষ্টম শতাব্দীতে ইহা খোদিত হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য গুহাগৃহগুলি তাহার বহুকাল পূর্ব্বে খনিত হওয়া সম্ভব।

৮। বাদামী গুহা। ইহা পৌরাণিক বৌদ্ধ ও জৈন গুহা। এখানে ৫টী গুহা-গৃহ আছে। জৈন গুহাটী ৩১ পাদ দীর্ঘ ও ১৯ পাদ গভীর। পৌরাণিক গুহায় নৃসিংহ-মূর্ত্তি, বিষ্ণু পঞ্চশীর্ষ সর্পের ফণার উপর উপবিষ্ট এবং অন্যান্য দেব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। একটী গুহামন্দিরের সম্মুখস্থ স্তম্ভ সকলে স্ত্রী ও বামন মূর্ত্তি সকল সুন্দররূপে খোদিত। জৈন গুহা ৫৭৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। অন্যান্য গুহা অনেক প্রাচীন। বাদামী সাউথ মারহাট্টা রেলওয়ের বিজাপুর শাখার একটী ষ্টেসন; বিজাপুর হইতে ৩৬ ক্রোশ দূর। বাদামী গিরিদুর্গ প্রসিদ্ধ স্থান। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সার্ টমাস মনরো এই দুর্গ ও নগর অধিকার করেন।

৯, ১০। গোপেশ্বর গুহা ও তিন ক্রোশ মধ্যে মহন গুহা। ইহারাও বোম্বের অন্তর্গত বোম্বে বরোদা ও সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের গোরগাঁও ষ্টেসনের সন্নিহিত। ইহারাও পৌরাণিক ও বৌদ্ধ গুহাবলী। মহাদেব, রাম, সীতা, রাবণ প্রভৃতি পৌরাণিক মূর্ত্তি সকল এবং বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত আছে।

১১, ১২। কার্লি গুহার এক ক্রোশ দূরে ভাজু গুহা এবং ভাজুর তিন ক্রোশ মধ্যে বেদসা গুহা। এই সকল গুহায় স্ত্রী পুরুষ অশ্ব হস্তী অশ্বারোহী প্রভৃতির মূর্ত্তি অনেক দৃষ্ট হয়। মধ্যে মধ্যে দেব-মূর্ত্তিও আছে। এগুলি কার্লী গুহার সমকালীন বলিয়া বোধ হয়।

১৩। লেনা গুহাবলী। প্রকৃত নাম "ধর্ম্মরাজ লেনা" (গুহা)। ইহা নাসিক

তীর্থ নগর হইতে সার্দ্ধ দুই ক্রোশ। নাসিক গ্রেট ইষ্টারন পেনিনশুলা রেলওয়ের প্রধান ষ্টেসন—জব্বলপুর হইতে আড়াই শত ক্রোশ ও বোম্বে হইতে ৫৮ ক্রোশ দূর। লক্ষ্মণ এখানে সুর্পনখার নাসিকা ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা নাসিক নামে প্রসিদ্ধ। ইহা কাশীর ন্যায় পবিত্র নগর এবং অগ্রগণ্য গোদাবরীর উভয় কূলই ঘাট ও মন্দিরে সুশোভিত। এখানে সীতা-গুহা অতি পবিত্র স্থান। নিকটস্থ নগ-হ্রদে দুই সারি শৈলমন্দির খোদিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র শৈলমন্দির-শ্রেণী এক ক্রোশ দূরে এবং বৃহৎ শ্রেণী আড়াই ক্রোশ দূরে। এখানে ধর্ম্মরাজ লেনার ভৈরবমূর্ত্তি, বিশ্বকর্ম্মার মূর্ত্তি প্রভৃতি দেব ও মনুষ্যমূর্ত্তি আছে। এখানেও পঞ্চপাণ্ডব গুহা আছে। বৃহৎ গুহাটী ৩৭ পাদ দীর্ঘ, ২৯ পাদ প্রস্থ ও ১০ পাদ উচ্চ। জটাধারী বৌদ্ধমূর্ত্তি সকল শৈলছত্র ও ফণিফণা-চন্দ্রাতপ-নিম্নে ধ্যানস্থ রহিয়াছে। স্থানে স্থানে অস্পষ্ট খোদিত লিপিও দৃষ্ট হয়। এই সকল গুহা পৌরাণিক ও বৌদ্ধ কীর্ত্তি।

১৪। গোয়ালির গুহাবলী। সর্ব্বশুদ্ধ ২১টী গুহা। এখানে কয়েকটি মাত্র জৈন মূর্ত্তি আছে। এক একটী ২০ ২২, ২৬, ২৮, ২৯, ৩০ পাদ ও সর্ব্বপ্রধানটী ৫৭ পাদ উচ্চ। মূর্ত্তিগুলি শৈলখোদিত। ইহা আধুনিক জৈন গুহা। উৎকলের উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির গুহা সকল ভুবনবিখ্যাত। এতদ্ব্যতীত মান্দ্রাজ প্রদেশে মহাবলীপুরের গুহা, গোয়ার নিকট পাণ্ডা গুহা এবং হিমালয়ের উত্তর দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অসংখ্য নৈসর্গিক ও কৃত্রিম গুহাগৃহ বর্ত্তমান আছে। ইহাদিগের কোনটী বাসগৃহ, কোনটি তপঃস্থলী, কোনটি দেবমন্দির, কোনটি বিহার, কোনটি চৈত্য, এবং বৃহৎ গুহাগুলি প্রায় বৌদ্ধ পুস্তকালয়। সিংহল ও ব্রহ্মদেশে অনেক বৌদ্ধ গুহা আছে। অনেক পরিব্রাজক ইপ্-সামবুল বা আবুসামবুল দেবগুহাকে অত্যন্ত প্রাচীন শৈলমন্দির বলিয়া অভিহিত করেন। ইহা আফ্রিকার নিউবিয়া প্রদেশে নীলনদের বামতীরে প্রতিষ্ঠিত। ইহার নির্ম্মাণকাল চারি সহস্র বৎসরেরও অধিক। ইহা বুদ্ধযুগেরও দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত।

স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা।

এই অনিত্যতাময় জগতে নিঃস্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। "আমি" "আমি" রবে, জগতে, এক মহা কলরব অবিরত ধ্বনিত হইতেছে। সর্ব্ব কার্য্যের মধ্যে মানবকে এই আমিত্বের আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে দেখা যায়। অনেক ব্যক্তি,

কোনও সদনুষ্ঠান প্রবৃত্ত হয়, অনেক সময় এই "আমিত্বের" পূজার জন্য। ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, কেবল মাত্র যশোভিলাষ দ্বারা পরিচালিত হইয়া সেই সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন। নিঃস্বার্থভাবে জগতের দুঃখমোচনের স্থলে "আমিত্বের" প্রসার বাড়িয়া যায় মাত্র।

পৃথিবীর অধিকাংশ মানব "আমি" ও "আমার" এই সীমাটুকুর মধ্যে আবদ্ধ—কিরূপে আপনার সুখ সম্পত্তি বৃদ্ধি হইবে, কোন্ উপায় অবলম্বনে নিজ খ্যাতি প্রতিপত্তি বিস্তারিত হইবে, কিরূপে নিজের ভোগ-বাসনা পূর্ণমাত্রায় চরিতার্থ হইবে, তাহারই অন্বেষণে দিবানিশি ব্যস্ত।

উর্ণনাভ যেরূপ নিজে জাল বিস্তার করিয়া, নিজেই তাহাতে প্রাণ হারায়, হায়! কত কোটি কোটি মানব-প্রাণও, সেইরূপ আমিত্বের আবরণে জড়াইয়া, ক্ষুদ্রতা, হীনতা, জড়তা প্রাপ্ত হইয়া, কালসাগরে বিলীন হইয়া যাইতেছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে?

বঙ্গরমণীরা ক্ষুদ্রমনা ও স্বার্থপরায়ণা বলিয়া চিরদিন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছেন। অনেক সোণার সংসার স্বার্থপরায়ণা বধূদিগের পদার্পণে ছারখার হইয়াছে, বঙ্গদেশে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তাঁহাদিগের স্বার্থসাধনের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটিলে ঘোর অনর্থ উপস্থিত হইয়া থাকে। তাঁহারা যদি একটু উদারতা অবলম্বন করেন, তবে কত গৃহে সুখ শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বঙ্গরমণীগণ স্ব স্ব ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তার এবং তাহার সাধনে দিনাতিপাত করিয়াই ইহলীলা সম্বরণ করিয়া থাকেন; কোনও উন্নত বা প্রশস্ত ভাব তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারে না, সুতরাং সেই সকল চিন্তাপ্রসূত কার্য্য বা কার্য্যের কল্পনাও তাঁহাদিগের স্বার্থান্ধ হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করে না—ইহা বাস্তবিকই অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। জাপান-রমণীগণের যে মহাপ্রাণতা ও অতুলনীয় স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্তে আজ সভ্যজগৎ বিস্মিত ও চমকিত, সেই রমণী-হৃদয়, স্বার্থপরতার মোহে পড়িয়া, কিরূপ ক্ষুদ্র ও বিকৃত স্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারে, অন্বেষণ করিলে বঙ্গগৃহে তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে।

জড়-জগতে যেরূপ তাপক্রিয়া দ্বারা জড়ের বৃদ্ধিসাধন করা যায়, আবার শৈত্য-ক্রিয়া দ্বারা তাহাকে ক্ষুদ্রায়তন করিয়া আনা যায়, মানব-প্রাণও ঠিক্ সেইরূপ; ইহা নিঃস্বার্থপরতার নির্ম্মল বায়ুতে প্রশস্ত হইয়া যায়, আবার স্বার্থপরতার শীতল বায়ুতে, ক্ষুদ্রাকার ধারণ করে। জগতে কত মহাপ্রাণতার দৃষ্টান্ত দেখিয়া ধন্য হই, আবার স্বার্থান্ধ সাংসারিক জীবগণের সহিত প্রতিদিনকার সংঘর্ষণে কত বেদনা পাই। মানব যখন স্বার্থপরতার দৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে, তখন সে প্রাণ স্বতঃই, পরদুঃখপ্রবণ হইয়া থাকে। রাজকুমার শাক্যসিংহ, স্বার্থের দাস হইয়া, পার্থিব সুখের চরম সীমায়

উপনীত হইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার স্বার্থবিহীন উন্মুক্ত হৃদয় জগতের দুঃখে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, তাই শত দুঃখ ক্লেশ মাথায় বহন করিয়া জগতের কোটি কোটি মানবের অজ্ঞানতা-জনিত দুঃখ তাপ দূর করিতে, কি মহা সাধনায় নিমগ্ন হইলেন! গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ, বর্ষার অবিরাম জলধারা, শীতের নিদারুণ কম্পন—কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না!! বর্ত্তমান সময়েও, কত মহৎ-হৃদয় ব্যক্তির স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত আমাদিগের স্বার্থপর হৃদয়েও স্বার্থত্যাগের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলে। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসাধারণ স্বার্থত্যাগের জলন্ত কাহিনী আমরা সকলেই অবগত আছি। তিনি যে রাশি রাশি ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ বালবিধবাদিগের দুঃখ মোচনে ও দুঃখী নিরাশ্রয়গণের অভাব পূরণে ব্যয়িত হইয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলে, বিলাসিতার পূর্ণমাত্রায়, অতি আড়ম্বরের সহিত জীবন যাপন করিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার পরদুঃখকাতর নিঃস্বার্থ হৃদয়ে স্বার্থচিন্তা স্থান পাইত না।

এইরূপে দেখিতে পাই যে, যে প্রাণে স্বার্থপরতা বৃত্তি যতই হ্রাস হইয়াছে, সে প্রাণ ততই পরের জন্য খাটিতে শিখিয়াছে। স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় মহাত্মাগণের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, একটু একটু করিয়া স্বার্থ ত্যাগ করিতে করিতে, তাঁহাদিগের হৃদয় এত প্রশস্ততা লাভ করিয়াছিল যে, তাঁহাদিগের নিঃস্বার্থ প্রেমসিন্ধুবারি সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রেমের বলে স্বার্থপরতা মানব-হৃদয় হইতে শত যোজন দূরে পলায়ন করে। স্নেহময়ী জননী, এই প্রেমের বলে, সন্তানের জন্য কত ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রত্যেকেই জানেন মাতৃপ্রেম কেমন নিঃস্বার্থ, কত উদার!! এইরূপে কত ভগিনী ভ্রাতার জন্য কত ত্যাগ স্বীকার, কত না মঙ্গলকামনা করিয়া থাকেন। সংসারে আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবগণের সৌহার্দ্দের মূলেও আমরা স্বার্থপ্রবৃত্তির সঙ্কোচন দেখিতে পাই। কিন্তু এই সকল ভালবাসা, একেবারে স্বার্থপরতা-বিহীন নহে—ইহা সকাম ভালবাসা। যিনি আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য অশ্রুজল ফেলিয়া থাকেন, তিনি দেবতা। যখন দেখি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি, নিঃস্বার্থ ভাবে, এবং আপনার শত ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিগণের প্রাণরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তখন কি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে না? যখন কোনও স্বদেশ-প্রেমিক স্বদেশের হিতার্থে সমস্ত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া স্বকীয় জীবন উৎসর্গ করেন, তখন কি শতকণ্ঠে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে ইচ্ছা হয় না? যখন কোনও মহাত্মা, বিপন্ন রোগীর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া, আপনা ভুলিয়া অহোরাত্রি তাহার

সেবায় নিযুক্ত থাকেন, সে দৃশ্য কি সুন্দর নহে?

ভগিনীগণ! আমরা যেন বিশ্বপিতার অক্ষম সন্তানগণের উপকারার্থ বিন্দুমাত্রও স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা করি। এই বিশাল জগতে কত ব্যক্তির মস্তক রাখিবার একটু স্থান নাই, তাহাদিগকে যেন সাধ্যমত আশ্রয় প্রদান করিতে পারি; কত হতভাগ্য নরনারী শোকাগ্নিতে অহরহ দগ্ধীভূত হইতেছে, তাহাদিগের হৃদয়ে যেন সহানুভূতির শীতল প্রলেপ প্রয়োগ করিতে পারি; প্রবলের অত্যাচারে দুঃখার্ত্ত, ভয়ার্ত্তকে যেন আশ্বাসবাণী প্রদান করিতে পারি; এক জন ক্ষুধার্ত্তের হস্তে যেন সুখের গ্রাস প্রদান করিতে পারি; একজন বিপন্নের বিপদুদ্ধারের জন্য প্রাণপণ করিতে পারি, একজন অসহায়েরও সহায়রূপে পরিগণিত হইতে পারি; তবে আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনধন্য হইবে এবং আমরা আত্মপ্রসাদজনিত বিমল সুখের অধিকারিণী হইয়া অসীম আনন্দলাভে কৃতার্থ হইব।

বসন্তকুমারী বসু।

শিক্ষিতা রমণীদিগের কর্ত্তব্য।

গীতাকার বলিয়াছেনঃ—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥"

অর্থ—"হে ধনঞ্জয়, আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; সূত্রে মণিগণের ন্যায় আমাতে এই সমস্ত জগৎ গ্রথিত আছে।"

এই বচনটির মধ্যে কি গভীর সত্যই প্রচ্ছন্ন! ঈশ্বর স্বয়ং প্রাণময় মহাসূত্র হইয়া রহিয়াছেন। আর প্রাণীসকল মণির ন্যায় সেই মহাসূত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে।

তাহা হইলেই প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষেরই রক্তের সম্বন্ধের ন্যায় প্রাণের একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। প্রত্যেক নরনারীর সুখ দুঃখের সঙ্গেই আমাদের সুখ দুঃখের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। কাজেই প্রত্যেক নরনারীর প্রতি আমাদের কিছু না কিছু কর্ত্তব্য আছে।

এই কর্ত্তব্যের বিষয় চিন্তা করিয়াই বোধ হয় প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ মানবজীবনের কয়েক প্রকার ঋণের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা যে শুধু আমাদের পিতা, মাতা, ভাই, বোন, এবং পতিপত্নীর কাছেই পরস্পর কর্ত্তব্য-ঋণে ঋণী, সেই ঋণই পরিশোধ করিতে বাধ্য, তাহা নহে; প্রত্যেক নরনারীর সমষ্টি যে সমাজ, সেই সমাজের নিকটেও আমাদের ঋণ আছে, সেই ঋণও পরিশোধ করা প্রয়োজন।

সুতরাং ইতর প্রাণীর ন্যায় আমরা শুধু আমাদিগকে আপন আপন সংসার ও পুত্র পরিজনের মধ্যেই বদ্ধ রাখিতে পারি না; আমাদিগকে আপন সংসারের

ন্যায় সমস্ত সংসারের জন্য কিছু না কিছু ভাবিতে হইবে, কিছু না কিছু করিতে হইবে।

সত্য বটে, এমন এক শ্রেণীর স্বার্থান্ধ লোক আছেন, যাঁহারা চীনের প্রাচীরের মত আপনাদের চতুর্দ্দিকে অহংভাবের এক সুদীর্ঘ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে কেবল আপনাদের সুখ দুঃখই নিরীক্ষণ করেন। ঐ প্রাচীরের বাহিরেও যে বিশ্ব আছে, সেই বিশ্বের অসংখ্য নরনারীরও যে সুখদুঃখ-বোধ আছে, তাহাদের জন্যও যে কিছু ভাবিবার আছে, করিবার আছে, সে কথা তাঁহারা ভুলিয়াই যান অথবা মনে করেন, আমরা শ্রম করিব, অর্থোপার্জ্জন করিব, আপন আপন সুখের জন্য; বাহিরের লোকেরা কেন আমাদের উপর দাওয়া করিবে? কিন্তু এই সকল আত্ম-প্রতারিত লোকে একবার ভাবে না যে ঃ—

"এই বিশ্বে কেহ কারো সাহায্যবিহনে, দাঁড়াতে পারে না ক্ষণকাল। চক্ষু খোল, চেয়ে দেখ, মাতা বসুন্ধরা স্নেহ-কোলে রেখেছেন তাঁর! পিতা মাতা দিতেছেন রক্ত হৃদয়ের, ভাই ভগ্নী সুমধুর প্রেম; তাই নিত্য নিরন্তর সুখে আছ তুমি। চিন্তা কর, কত গুরু প্রতিদিন করে বিদ্যা দান; তাই মোরা পাই দিব্য জ্ঞান। কৃষকেরা ক্ষেত্রে করে চাষ, তাই মুখে উ[illegible] গ্রাস। তন্তুবায় বস্ত্র করে নিয়ত বয়ন[illegible]র লজ্জা-নিবারণ। কে আছে এমন? অপরের মুখাপেক্ষী না হয়ে জগতে, এক দণ্ড আপনারে পারে বাঁচাইতে?—"*

যথার্থই এই সংসারে অপরের মুখাপেক্ষী না হইয়া কেহ আপনাকে এক দণ্ডও বাঁচাইতে পারে না। অসীম বিশ্বে কেবল মাত্র আপনার পা দুখানির উপর ভর করিয়া কেহই দাঁড়াইতে পারে না। সুতরাং প্রতিমুহূর্ত্তে আমারই অন্ন পানের জন্য—জীবনধারণের জন্য যদি অগণ্য অসংখ্য লোকের উপর নির্ভর করিতে হইল, তবে অগণ্য অসংখ্য লোকই বা আমার উপর নির্ভর করিবে না কেন? তাঁহাদের সুখদুঃখের জন্যই বা আমাকে দায়ী হইতে হইবে না কেন? আমাকে চিন্তা করিতে হইবে না কেন? আমাকে শ্রম করিতে হইবে না কেন?

তবে এ কথা স্বীকার করি যে, সর্ব্বাগ্রে আত্মরক্ষা, তৎপরে পরিবার-রক্ষা করিতে হইবে; তৎপরে জনসমাজের বিষয় ভাবিতে হইবে। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই যে আপনার প্রতি কর্ত্তব্য এবং পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যের ন্যায় অপরের প্রতি ও জনসমাজের প্রতিও কর্ত্তব্য আছে, তাহা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

এই কর্ত্তব্য যে শুধু পুরুষেরই আছে, তাহা নহে। পুরুষ নারী উভয়েরই সুখ দুঃখ—উন্নতি অবনতি যেমন সমাজের উন্নতি ও স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে, তেমনি সমাজ ও স্বদেশের প্রতি পুরুষ ও নারী উভয়ের কর্ত্তব্য প্রায় এক সমানই বলা যাইতে পারে।

এই যে পৃথিবী বাল্যাবস্থা হইতে

* ১৩০৮ সালের "বামাবোধিনী" হইতে উদ্ধৃত।

ক্রমশঃ পূর্ণ যৌবনের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সমাজ ক্রমান্বয়ে উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় উত্থিত হইতেছে, এই উন্নতির সাধনায় যদিচ নারীজাতির শক্তির অতি অল্পই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তথাপি এ কথা উচ্চকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্যসমাজের সর্ব্বকালের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য যে অনেক শ্রম, তপস্যা ও সাধনের প্রয়োজন আছে, তাহা একমাত্র পুরুষেরই এক-চেটিয়া নহে—তাহাতে রমণীরও ভাবিবার অনেক বিষয় আছে, করিবার অনেক কার্য্য আছে। রমণীগণ শক্তিতে অপূর্ণ বলিয়া নহে, কিন্তু শিক্ষাতে অনুন্নত বলিয়াই বিশ্বোন্নতির কঠোর সাধন-ক্ষেত্র হইতে বহুযোজন দূরে পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা যখন উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জনসমাজের সহিত আপনাদের অচ্ছেদ্য যোগ অনুভব করিবেন, জনসমাজের প্রতি আপনাদের কর্ত্তব্য ও লোক-হিতকর কার্য্যে আপনাদিগের দায়িত্ব উপলব্ধি করিবেন, তখন যে অকাতরে আত্মসুখ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া জনসমাজের কল্যাণার্থ আত্মোৎসর্গ করিবেন, তাহার শত সহস্র দৃষ্টান্ত ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রতিদিন পরিলক্ষিত হইতেছে।

এ স্থানে যদি কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বুদ্ধির আতিশয্যবশতঃ বলিয়া বসেন, ইয়ুরোপের কঠোর-প্রকৃতি-সম্পন্না রমণীদিগের আদর্শে, এ দেশের কোমলাঙ্গী কামিনীদিগের সুকুমার অন্তঃকরণের সুললিত মাধুর্য্যটুকু নষ্ট করিয়া, যাহারা তাহাদিগকে কঠিন কর্ম্মক্ষেত্রে বিপুল জনসঙ্ঘের সহিত মিশিতে দুর্বুদ্ধি প্রদান করে, তাহারা প্রকৃত পক্ষেই বঙ্গীয় কুল-ললনার পরম শত্রু! তাহা হইলে আমরা বলি, যদি বুভুক্ষিত জনসমাজের কার্য্যে রমণীদিগের যে শ্রম—যে স্বার্থত্যাগ, তাহাতে কেবল পূর্ব্বোক্ত ঋণ পরিশোধ করাই লাভ, তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকার আনন্দ বা প্রীতি লাভের সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে কে কোমলাঙ্গী রমণীদিগকে কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে আহ্বান করিত?

পুরুষদিগের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চরিতার্থতা এবং সর্ব্বোচ্চ সুখ যেমন মহত্ত্বে ও মহৎকার্য্যে আত্ম-বিসর্জ্জনে, তেমনি নারীজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চরিতার্থতা ও সর্ব্বোচ্চ সুখ মহত্ত্বে এবং মহৎ কার্য্যে আত্মবিসর্জ্জনে। এ সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষিতা কবি মাননীয়া কামিনী রায় তাঁহার রচিত একটি উৎকৃষ্ট কবিতায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বড়ই সুন্দর। তাহা এ স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ;
"সুখ" "সুখ" করি কেঁদনা আর,
* * *
সকলের মুখ হাসিভরা দেখে
পারনা মুছিতে নয়ন-ধার?

পর-হিতব্রতে পার না রাখিতে
চাপিয়া আপন বিষাদ-ভার ?
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

আমরা অগ্রে যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা এই উদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তি কবিতায় অতি উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। অপরের জন্য নিজের সুখ তুচ্ছ করিয়া লোক-হিতকর কার্য্যে যে আত্মবিসর্জ্জন, বাস্তবিকই তাহার মত সুখ আর কিছুতেই নাই।

উচ্চশিক্ষিতা মহিলা কবির আকাঙ্ক্ষা এই উদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তি কবিতার মধ্যেই থামিয়া যায় নাই। তিনি পুনর্ব্বার দুখিনী জন্মভূমিকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

মরি কি তোমারি কাজে
বাঁচি'ত তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময়
এ জীবন কেবা ধরে ?
যত দিন না ঘুচিবে
তোমার কলঙ্ক-ভার,
থাক্ প্রাণ, যাক প্রাণ,—
মা আমার, মা আমার।"

অনেকে বলিবেন তা বেশত, রমণীরা পরের উপকার করিতে চাহেন, জননী জন্মভূমির সেবা করিতে চাহেন, সেত ভালই। তবে তাঁহারা গৃহকর্ত্রী ; তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র গৃহেই থাকুক ; পরের জন্য স্বার্থ বলিদান করিতে ও জীবন মন সকলি সঁপিয়া দিতে চাহেন, একান্নবর্ত্তী গৃহেই তা দিন—সন্তানদিগের সুশিক্ষার জন্য প্রাণপণ করুন্। তাঁহারা আর কিছু না করিয়া শুধু যদি সন্তানদিগকে বিলাসী বাবুর পরিবর্ত্তে তাহাদের মনে মনুষ্যত্ব উদ্দীপিত করিয়া দিতে পারেন, জন্মভূমির সেবায় উৎসাহিত করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলেই ত নারীজীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সম্পন্ন করা হইল। পক্ষান্তরে ইয়ুরোপীয় মহিলাদিগের অনুসরণে বাহিরের কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে জনসংঘের সহিত মিলিত হইবার প্রয়োজন কি ?

এই উক্তির সঙ্গে সর্ব্বাংশে ঐক্য হইতে না পারিলেও ইহার কোন কোন কথা গ্রহণ-যোগ্য। বস্তুতঃই শিক্ষিতা স্বদেশ-হিতৈষিণী রমণীরা যদি বর্ত্তমান কালের ভোগবিলাসসর্ব্বস্ব সন্তানদিগের জীবনের গতি স্বার্থের পরিবর্ত্তে পরার্থের দিকে ফিরাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে মাতৃভূমির যথার্থ কল্যাণ সাধিত হয়।

কিন্তু তাই বলিয়া সকল শ্রেণীর রমণী-দিগেরই হিতকর কার্য্যের মাঝখানে যে ঐরূপ একটী গণ্ডী এবং সীমা আঁকিয়া দেওয়া হইবে, তাহা ত কখনই নহে। অনেক রমণীকে গৃহের বাহিরে কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে জনসংঘের সহিত মিলিত হইয়াই কার্য্য করিতে হইবে।

এ বিষয়ে যুক্তি তর্ক রাখিয়া গুটিকতক ভাবের কথা বলিতে চাই। কিন্তু বলিতে ভয় হয়। একে ত বঙ্গরমণীর জনসমাজের সেবা সম্বন্ধে যাহা লিখিতেছি, তাহার আদ্যোপান্তই অধিকাংশ পাঠকের

নিকট অর্থহীন হেঁয়ালী কিম্বা অপ্রয়োজনীয় ভাবোচ্ছ্বাস বলিয়া মনে হইবে। তাহার উপর যদি আরো ভাবের কথা বলিতে যাই, তবে ত পাঠকদিগের ধৈর্য্য রক্ষা করাই কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু যখন সাহস করিয়া বিষয়টা বলিতে বসিয়াছি, তখন যাহা বলা আবশ্যক, বলিয়াই যাইতে হইবে।

এ সংসারে সকল সময়েই যে আমরা আমাদের বুদ্ধির মার পেঁচ খেলাইয়া, লাভ লোকসান হিসাব করিয়া, সমাজের সাধারণ কর্ত্তব্যনীতির অধীন হইয়া চলিতে পারি, তাহা নহে। জীবনের এমন অনেক শুভ মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন সমাজের সাধারণ নীতি আমাদিগকে যাহা করিতে আদেশ করে, এবং আমাদের বৈষয়িক কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে যাহা করিব বলিয়া ভাবিয়া রাখি;—আমাদের অতীত আর এক অপরাজিত শক্তি আসিয়া তাহা পণ্ড করিয়া দেয়, তাহা ভাঙ্গিয়া চূরিয়া একাকার করে; এবং আমাদের ইচ্ছাকে দলন করিয়া—পেষণ করিয়া সেই পরাশক্তি আপন ইচ্ছা-স্রোতে আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যায়; কিম্বা সেই মহাশক্তি বিশ্ব-জগতের সমস্ত কণ্ঠধ্বনি তাঁহার অনন্ত ধ্বনির সহিত মিলিত করিয়া পৃথিবীর মহাকাজে মানুষকে এমন আকুল স্বরে আহ্বান করিতে থাকে যে, তখন আর মানুষের নিজের অথবা সমাজের কাহারও ইচ্ছা ও মতামতের প্রতি ফিরিয়া চাহিবার অবসরই থাকে না। সূক্ষ্মদর্শী কবি রবীন্দ্রনাথ মানবের এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছেন :—

"বিশ্ব জগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর ?
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর ?
কিসেরি বা সুখ, ক'দিনের প্রাণ ?
ঐ উঠিয়াছে সংগ্রাম-গান,
অমর মরণ রক্তচরণ
নাচিছে সৌরবে !
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।"

জগতের মহাকাজে আত্মসমর্পণেচ্ছু মানব-হৃদয়ের কি প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত! সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশের নর নারীই বিশ্বের আহ্বানে বিধাতার প্রেরণায় এই হৃদয়-উন্মাদকারী সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন, এবং সমাজের সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপের পুরুষ রমণীদিগের মধ্যে ইহার দৃষ্টান্তের কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই। কিন্তু এ দেশের সুখ সৌভাগ্য যখন অস্তমিত হয় নাই, তখন এ দেশের রমণীদিগের মধ্যেও উক্তরূপ সেবা-পরায়ণা আত্ম-বিসর্জ্জনকারিণী কুল-ললনা খুঁজিয়া পাওয়া যাইত। অশোকের কন্যা সঙ্ঘামিত্রা, ও তাহার সঙ্গিনী অগ্নিমিত্রা প্রভৃতি রমণীগণের কথা এবং মনস্বিনী মীরা বাইর কাহিনী কে না জানে? সঙ্ঘামিত্রা রাজকন্যা হইয়াও সংসারের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ধর্ম্ম-প্রচারার্থ সুদূর সিংহলে গমন করিয়াছিলেন।

মীরাবাই রাজকুমারী ও রাজরাণী হইয়াও ধনৈশ্বর্য্য এবং পতির প্রণয় তুচ্ছ করিলেন, ধর্ম্মের জন্য গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন, তৎপরে নানা উপায়ে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারে ব্রতী হইলেন।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

বিফল মিলন।

চতুর্থ দৃশ্য।

(উপবনে, সরসীপার্শ্বে লাবণ্য ও অরণ্য-কমল, বৃক্ষান্তরালে সুরমা)।

অরণ্যকমল।

কেন দেবী! মলিন মু'খানি
কেন নত নলিন-নয়ন।
যত দিন হেরিনি তোমায়,
জানি নাই অতৃপ্তি কেমন।
এসেছিনু মুক্ত প্রাণ লয়ে,
এবে বাঁধা ও রাঙা চরণে,
একবার তোল মুখখানি,
একবার চাও ও নয়নে।

লাবণ্যবতী (মাথা হেঁট করিয়া)।

যুবরাজ! কেন তুমি হেথা
আসিয়াছ অন্তঃপুরমাঝে?
এখনি সখীরা মোর সবে
আসিবে হেথায় নানা কাজে।

অরণ্যকমল।

আমি চোর নহিত সুন্দরি!
আসি নাই গোপনে লুকায়ে।
প্রণয়িনী আছেন এখানে,
দোষী দেবি! আমি কি আসিয়ে?
দুদিন পরেতে যাব চলে—
একটি মধুর বাণী তবু
বলিলে না আমারে কখন,
ফিরে না চাহিলে তুমি কভু।
এত কি ঘৃণিত আমি দেবি!
উপযুক্ত নহি কি তোমার?
ওই তব মধুর হৃদয়,
হবে নাক কখনো আমার?

লাবণ্যবতী।

যুবরাজ! যাই তবে আজ,
সন্ধ্যা হয়ে আসিছে এখন।
পশ্চিম গগন-প্রান্তে ওই
ডুবিতেছে লোহিত তপন।
বিহগেরা ফিরিছে কুলায়ে,
সন্ধ্যা-গীতি গায় সমীরণ,
দেবালয়ে যাইতে হইবে,
আরতির সময় এখন।

অরণ্যকমল।

একবার নাম ধরে মোরে,
ডাক শুধু বড় সাধ মনে,
একবার মু'খানি তুলিয়া,
চাও দেবি! কমলনয়নে।
না হয় ঘৃণায় ভরে চাবে,
একবার চাও শুধু তবু,
এ জনমে ও হৃদয়খানি
আমি কি পাব না দেবি কভু?

লাবণ্যবতী।

ওই আসে চপলা এখানে
দেবালয়ে যাবার সময়—
যুবরাজ তুমি কি একাকী
রবে এই বিজন সন্ধ্যায়?
প্রাসাদে ফিরিয়া যাও তুমি,
আমি যাই দেবালয়ে এবে—

(চপলার প্রবেশ)

চপলা। কুমারী বিলম্ব হয়ে গেল,
তোমার অপেক্ষা করে সবে।

(উভয়ের প্রস্থান)।

অরণ্যকমল (আনমনে চাহিয়া)

চঞ্চলা বিদ্যুত প্রায় ওই
আপনার মনে চলে যায়।
সৌন্দর্য্যলহরী-লীলা যেন
খেলিতেছে প্রতি ভঙ্গিমায়।
কি মধুর সৌন্দর্য্য-প্রতিমা,
চিত্র যেন শুধু নম্রতার।
ওকি শুধু পাষাণ-হৃদয়,
নাহি প্রেমবিন্দু মাঝে তার?
একবারও ফিরে না চাহিল,
পাষাণ-প্রতিমা যেন হায়!
অন্য কারে বেসেছে কি ভাল,
করেছে কি প্রাণ-বিনিময়?
যায় প্রাণ তবু তুমি মোর,
প্রেমময়ি! তুমি মোর তরে,
আমি তব—আর কারো নয়,
কেহ না পাইবে ধরাপরে।

(বৃক্ষান্তরাল হইতে সুরমার প্রবেশ)

অরণ্যকমল সচকিতে।

কে তুমি গো হেথায় সুন্দরি,
আসিয়াছ কিসের লাগিয়া,
দাঁড়াইয়া চিত্রার্পিতপ্রায়
কেন শুধু রয়েছ চাহিয়া?

সুরমা। আসিয়াছি নিকটে তোমার,
দেখিতেছ পথের ভিখারী,
পরিচয় কি দিব আমার,
নই আমি রাজার কুমারী।
শুনিয়াছি গোপনে রহিয়া
তোমাদের প্রেম-আলাপন,
সন্ধ্যার এ বিজন আলয়ে
হরষেতে আছিলে মগন।
পেয়েছ কি হৃদয় তাহার,
সে তোমারে বেসেছে কি ভালো?
তার হৃদে জানলাভ তুমি
জাগিতেছে অন্য প্রেম-আলো।

অরণ্যকমল (অধীরভাবে)

কে গো তুমি মোহিনী সুন্দরী,
পিশাচীর মত হরি তব,
ভাঙ্গাতে কি আসিলে আমার
হৃদয়ের অনুরাগ নব?
পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী সে যে
সেত বস্তু নহে এ ধরার,
সরে যাও দাঁড়া'ও না হেথা,
এসো নাক সম্মুখে আমার।

সুরমা। থাম তুমি, চাহি না শুনিতে,
বলিবার বেশী নাই আর,
বলি শুধু চাহিছ যাহারে,
সে কভু গো হবে না তোমার।
অন্যে যদি বাসিতে গো ভাল,
দিত সে যে সমস্ত হৃদয়,
এ জীবন হইত তাহার

অনুরাগে শুধু তোমারয়।
প্রস্তুত হইয়া থেক শুধু,
আসিতেছে সাক্ষাৎ শমন,
এখনো তেয়াগি তারে যাও
সুখময় আপন ভবন।
না হইলে কালফণি-সম
দংশিবে ও হৃদয় তোমার,
যুবরাজ! ওই দেহ তব
আভরণ হইবে ধরায়।

অরণ্যকমল।
আমি ত জানি না তুমি কেবা,
হেরি নাই কখনো নয়নে,
সন্দেহ জাগাতে এলে তবে
কেন মোর অশান্ত পরাণে?
কি চাও এসেছ কেন বল?
আমি যে অপরিচিত হেথা,
কেন তীব্র রোষ মোর পরে,
কেন সাধে পাড়িতেছ ব্যথা?
অন্তঃপুরে তোমাদের বাস,
জননী ভগিনী সবে জেনে,
নারী-মূর্ত্তি করিয়াছি পূজা
এই মোর হৃদয়-আসনে।

সুরমা। পতি-ভয় মোর কিছু নাই,
তবে তোমা জানি বহুদিন;
ব্যথা পাবে নিরাশ প্রণয়ে,
মন-আশা হইবে বিলীন।
তাই আমি এসেছিনু আজ
বলিবারে—বুঝাতে তোমায়,
আসি নাই ভাঙ্গাতে তোমার
প্রেমের স্বপন হৃদিচ্ছায়।
বুঝিলে না,—বিদায় এখন,
পরিচয় এই রাখ জেনে,
সূর্য্যতাপে দগ্ধ সূর্য্যমুখী,
একা ভ্রমি সংসার-কাননে।
(সুরমার দ্রুত প্রস্থান)।

অরণ্যকমল (উদাস ভাবে)—
একি হোল সহসা হৃদয়
কুহকীর কথা শুনি হায়,
কোন্ স্রোতে যেতেছে ভাসিয়া,
কেন হৃদি ভেঙ্গে শুধু যায়?
হায়! তারে জিজ্ঞাসিয়া তবু
জানি নাই প্রণয়ী কে তার,
কার পানে দুরন্ত আবেগে
বহিতেছে প্রেম-পারাবার।
তাই বুঝি আনত মু'খানি
একবারও তোলে নাই সুখে,
তাই বুঝি সজলনয়নে
দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে দুখে।
একি হোল—সন্দেহের স্রোত
কেন ভাসে হৃদয়-মাঝারে,
সরলার মতন বালিকা,
দোষ দিই দেবী-প্রতিমারে?
সে কি জানে প্রণয় কেমন,
তাই চাহে নাই পানে মোর,
না না হৃদি কেন গো কম্পিত,
কেন এত অন্ধকার ঘোর?
এ অতৃপ্তি যাবে না জনমে,
সেই হবে হৃদয়ের রাণী।
জনম কাটিয়া যাবে মোর
দেখি শুধু তার সে মু'খানি।
সত্য তার আছে কি প্রণয়ী,
আর কারে বেসেছে কি ভাল?

এ সংসারে শুধু ছলনার,
চারি দিকে শুধু হলাহল ?
কোথা হতে যাই কোন্ দূরে,
অন্ধকার আমার হৃদয় ;

অতল আঁধার যেন শুধু
গ্রাসিতেছে চরাচরময়।
(ক্রমশঃ)
শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

বীর-জননী।

দেশহিতৈষিতায় জাপান ইংলণ্ড অপেক্ষাও উচ্চ আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রুষ জাপানে যে ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়াছে, এবং তাহাতে জাপানীরা যেরূপ রণ-নৈপুণ্য দেখাইতেছে, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন।

জাপানে কোনও একটি বিধবা রমণীর একটীমাত্র পুত্র ছিল। সেনাপতি তাহাকে সৈনিক হইবার জন্য হুকুম দিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই জানিলেন যে, যুবক তাহার মাতার একমাত্র সন্তান। শুনিয়া তিনি বলিলেন "যুবা উহার মাতার একমাত্র সন্তান, অতএব উহাকে যুদ্ধার্থে লইও না!"

যুবার মাতা এই কথা শুনিলেন। তাঁহার মর্ম্মে আঘাত লাগিল। তিনি ভাবিলেন আমার জন্য আমার পুত্র যুদ্ধ করিয়া স্বদেশের উপকার করিতে পারিল না! এমন ঘৃণিত জীবন না রাখাই উচিত। এই ভাবিয়া বীররমণী একখানি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা লইয়া নিজ-হৃদয়ে বসাইয়া দিল। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে রমণী হৃদয় হইতে ছুরিকাখানি উৎপাটিত করিয়া শোণিত-সহ পুত্রের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন "যাও বৎস! এই ছুরিকা লইয়া শত্রু বধ কর গিয়া।" রমণী প্রাণ ত্যাগ করিলেন। পুত্র ছুরিকাখানি পকেটস্থ করিয়া যুদ্ধে গমন করিল। এই গল্পটি অবলম্বন করিয়া এই কবিতাটি লিখিত।

ধন্য দেশ-হিতৈষিতা, ধন্য বীরাঙ্গনে!
আমরা কি ছার নারী, কি কারণে প্রাণ ধরি,
তুচ্ছ জীবনের ভয় জাগে সদা মনে।
নিজ-হৃদয়ের রক্ত করিয়া অর্পণ
পুত্রেরে পাঠাও রণে; ধন্য ধন্য বীরাঙ্গনে,
সার্থক জীবন তব, সার্থক মরণ।
সবল হস্তেতে ধরি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা,
হৃদয়ে বসায়ে দিলে, বাধা বিঘ্ন না মানিলে,
হাসিল গগনপটে তপন তারকা।
পবন বহিল সুখে ঝুর ঝুর ঝুর,
আঁকা বাঁকা লতাগুলি, হাসিল পল্লব খুলি,
হাসিল উদ্যানে পুষ্প অতীব মধুর।
ধন্য তব রাজভক্তি মহত হৃদয়,

হৃদে ভরি কৃতজ্ঞতা, ভুলে সব দুঃখ ব্যথা,
গাও বীররমণীর জয় জয় জয়।
যে শিক্ষা দিলে গো তুমি ভারত-বামারে,
তাহারা তা হৃদিপাতে, অবশ্য রাখিবে গেঁথে,
প্রাণভরে ধন্যবাদ দিবে গো তোমারে।

সুরবালার মা।*

সুরবালার মা ধনাঢ্য ব্রাহ্মণগৃহের একমাত্র কন্যা। নিয়তি নিরতিশয় প্রবল-পরাক্রান্ত—কালের গতি অতিশয় সূক্ষ্ম। অতএব সুরবালার মা দরিদ্রের ঘরেই পড়িয়াছেন। আবার যাহার হাতে পড়িয়াছিলেন, সে কালা। কিন্তু কালা হইলেও বোবা নহে। বেশ কথা কহিতে পারে এবং চিত্রবিদ্যায় সুদক্ষ, ঠাকুর প্রতিমা নির্ম্মাণের জন্য একজন বিখ্যাত কারিকর। কালা ঠাকুরের একটী দুর্লক্ষণে রোগ আছে। সে রোগটীর নাম "বাড়ী-ভাঙ্গা"—সে এক গ্রামে স্থির থাকিতে পারে না। দুই এক বৎসর পরে পরেই বাড়ী বদলাইত। এই ব্যাপারে ব্রাহ্মণের হাতে যা কিছু সম্বল ছিল, তাহাও নিঃশেষিত হইল। এক গ্রামের বাড়ী ভাঙ্গা অপর গ্রামে বাড়ী করা—এ কি কম খরচের কথা? ইহাতে গ্রামের লোক তাহার উপর বিরক্ত। ইহা লইয়া সুরবালার মাও তাহার উপর মধ্যে মধ্যে রাগ করিতেন। সুরবালার মা অনেক গুণে গুণবতী ছিলেন, তাহার মধ্যে সহিষ্ণুতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা গুণটাই অধিক পরিমাণে ছিল। সুরবালার মা হাসি-মুখখানি লইয়া যাহার নিকট দাঁড়াইতেন, সেই তাহাকে ভালবাসিত। অভাগিনীর ধন-বল, কি জন-বল বিন্দুমাত্রই ছিল না। এই হাসিটুকুর বলেই তিনি পর-চিত্তকে অনায়াসে বশ করিতে পারিতেন। সুরবালার মা রূপবতী ছিলেন না। তাহার অসাধারণ গুণের জন্যই গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে তাহাকে ভালবাসিত। ৩৪ কি ৩৫ বৎসরের অধিক তাহার বয়স হয় নাই। গৃহের সমুদায় কাজ তাহাকে নিজ হাতে করিতে হয় এবং এত অনবকাশ সত্ত্বেও আপন সুচতুরতাগুণে অল্প একটু লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিলেন। নিত্য নৈমিত্তিক কাজকর্ম্ম সারিয়া অপরাহ্নকালে আপন অপরিস্কৃত প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে ছিন্ন মাদুরে বসিয়া সুরবালার মা যখন সুর তুলিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ করিতেন, তখন তাহার চঞ্চলা কন্যা সুরবালাও স্বভাবসিদ্ধ চঞ্চলতা ত্যাগ করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত।

১২৮৯ সনে সুরবালার জন্ম হয়। তৎপরে তাহার আরও অনেক ভ্রাতা ভগ্নী

* সত্যমূলক ঘটনা।

হইয়াছে। তাহাদের দুই একটী তাহাদের হতভাগিনী মাতাকে কাঁদাইয়াও স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। যাহারা বর্ত্তমান আছে, তাহারাও কেহ সুস্থ নয়, কেহ ম্যালেরিয়াতে—কেহ পেটের অসুখে ভুগিতেছে। সকলের ছোটটীতো উদরাময়ে একবারে শয্যাগত। কালা ঠাকুর গ্রামে গ্রামে দৌড়াদৌড়ী করিয়া দু এক পয়সা আনে। সুরবালার মা পীড়িত বালক বালিকাদিগকে লইয়া একাই থাকেন। সুরবালা এখন ত্রয়োদশ বৎসরের বালিকা। আহা! সে এই বয়সেই বিধবা হইয়াছে, তাহার সে বাল্যকালের ধূলা খেলা ও শৈশবোচিত চঞ্চলতা আর নাই। সে শুষ্ক অপরাজিতা ফুলের মত মলিনমুখে প্রস্তরপ্রতিমার মত এখানে সেখানে বসিয়া থাকে। হায়! বালিকা বুঝি আপনার অবস্থার কথা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে, তাই সে ভাল করিয়া খায় না। রাত্রিতে ঘুমায় না। ঘরকন্নার কাজের প্রতি তাহার আদৌ দৃষ্টি নাই। দুর্ভাগিনী আপনার মা ব্যতীত অন্য কাহারও সঙ্গে কথা বলে না; পিতার সঙ্গেও নয়। পাণ্ডু মুখের উপর বড় চক্ষু দুটীর স্থির দৃষ্টি যে দেখে, সেই মোহিত হয়। সুরবালা বালিকা, অতএব তাহার গলে মালা, হাতে বালা ও পেড়ে কাপড় পরা অথবা একসূর্য্যে দুবার আহার কিম্বা তাম্বুল সেবন করা গ্রামের লোকের নিকট নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু সুরবালা তাহার বিপরীত করে। বালিকা আচার নিয়ম সম্বন্ধে বৃদ্ধা বিধবাদের অনুসরণ করিত। কন্যার বিষাদমূর্ত্তি ও মলিন সাজ মাতার প্রাণে বড় বাজিয়াছিল। তাই বুঝি তিনি রোগা হইয়া যাইতেছিলেন।

৩

কালা ঠাকুর পত্নীর অমতে শিশুকালেই কন্যাকে এক বৃদ্ধ বরের হস্তে দান করিয়াছিল। তাহার কারণ বৃদ্ধ কালাকে অনেকগুলি টাকা গণিয়া দিয়াছিল। হায়! "বাড়ী-ভাঙ্গা" রোগে সে টাকাও নিঃশেষিত হইয়াছে। কালা ঠাকুর গরীব, কিন্তু আদি গরীব নয়, ইহার পিতা মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। কালারা পাঁচ ভাই, কিন্তু ধনীর মেয়ে বিবাহ করার পরেই কালা ঠাকুর তাহাদের সঙ্গে পৃথক্ হইয়াছিল। এ সময় আপনার চিত্রবিদ্যা ও স্ত্রীর গহনা কথানাই তাহার প্রধান সম্বল ছিল।

কালা আপন মতলবেই চলে; পত্নী, ভগ্নী, ভাগিনা ও ভাগিনীর কথা গ্রাহ্য করিত না। কন্যা-বেচা টাকাটা যতদিন হাতে ছিল, ততদিনঃ নবাবী চালে চলিতেন, তজ্জন্য সকলের নিকট তিরস্কৃত হইতেন। কালী, দুর্গা, শিব ইত্যাদি প্রতিমা প্রস্তুত করিতে পারিলে তিনি স্ত্রী পুত্রের মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিতেন না। সমস্ত কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ঘরের কোণে বসিয়া এই সব বানাইতেন, হতভাগ্য ব্রাহ্মণ এই কারণে ক্ষুৎপিপাসাও বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।

বিধবা কন্যা ও শিশুগুলিকে লইয়া

সুরবালার মার দুঃখের অবধি রহিল না। আহা! তাহার সন্তানগুলি সবই পীড়িত। কোলের ছেলেটি ত এখন মুমূর্ষু। ঔষধ নাই, স্বামী কোথায়, কোন্ গ্রামে কার ঘরে চিত্রবিদ্যা জাহির করিতে বা বিগ্রহপূজা করিতে ব্যস্ত, তার ঠিক্ নাই। দুই এক-দিন পরে গৃহে প্রত্যাগত হন বটে, কিন্তু ছেলের চিকিৎসা বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। অভাগিনী কি করিবে? ছেলে ত এখন যায়, তখন যায়। প্রতিবাসিগণ দয়া করিয়া টাকাটা সীকাটা দিতে চাহিত, কিন্তু অভিমানিনী তাহা গ্রহণ করিতে চাহিত না। গ্রামে চিকিৎসক নাই। যাহাদের কাছে ঔষধ পত্র কিছু কিছু ছিল, তাহারা এক আধটু ঔষধ দিত বটে, কিন্তু তাহার নিয়ম চলিত কৈ?

৪

সকলেই সেই ছোট ছেলেটিকে লইয়া ব্যস্ত। তখন বৈশাখ মাস, এ দিক্ সে দিক্ সামান্য ভেদ বমী দেখা দিয়াছে, ভয়ে গ্রামের লোক তটস্থ। এমন সময় এক দিন প্রভাতে পীড়িত ছেলেটিকে কোলে লইয়া সদা-হাস্যময়ী সুরবালার মা প্রতিবাসীদিগকে জানাইয়া গেলেন যে, তাহার কিছু কিছু ভেদ বমী হইতেছে। হায়! মন্দভাগিনী ক্ষুধার দায়ে গতরাত্রিতে বাসী ভাত খাইয়াছিল।

অনেকে দেখিতে গেলেন, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে ব্যামো কমিল না। ব্যামো বাড়িয়া চলিল। "আমি মরব? পাপী যাবে স্বর্গ-পুরে, কাঁটা খাবে কে?" হায়! তখনও পর্য্যন্ত সুরবালার মা সকলের সঙ্গে এইরূপ হাস্য পরিহাস করিতেছে। তখনো সুর-বালা প্রস্তর-প্রতিমাবৎ এক স্থানেই বসিয়া, কিন্তু তার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই সে বেশ বুঝিতে পারিল যে, ঘটনা ভয়ানক; মা বুঝি আর এ যাত্রা রক্ষা পান না। তখন সে প্রাণপণ চেষ্টায় মাতার সেবায় নিযুক্ত হইল, তখন চিকিৎসাও আরম্ভ হইল। যাহার ঘরে যে ঔষধ ছিল, তাহা দেওয়া হইল। ননদ, ভাগিনী, ভাগিনা এবং নৃত্যময়ীনাম্নী একজন বিধবা প্রতি-বাসিনী আসিয়া যথাসাধ্য সেবা করিতে লাগিল। কালা ঠাকুর গ্রামান্তরে ছিলেন। দশজনে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে আনিতে পাঠাইল। কালা ঠাকুর সংবাদ শ্রুতমাত্র গৃহে আসিয়া উপস্থিত। হায়! তাহার চোখে আর সে তেজ নাই, মুখে আর সে প্রভা নাই। তাহাকে দেখিয়া দশজনে বুঝিল লোকটার প্রাণে ভালবাসা আছে বটে।

সুরবালার মা স্বামীকে স্নান করিয়া আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। কালা ঠাকুর তাহাতে সম্মত হইলেন না দেখিয়া সুরবালার মা স্বামীর হাত ধরিয়া মাথার দিব্য দিয়া কহিলেন, "তুমি যদি স্নান করিয়া আহার না কর, তবে আমি আর ঔষধ খাইব না।" হায়! তখনো এত অনুরাগ!

৫

যখন অবস্থা নিতান্ত খারাপ হইল, তখন নিকটস্থ গ্রাম হইতে একজন ডাক্তার

আনা হইল। মধ্যে এক রাত্রি অতীত হইয়াছে। স্বামী শিয়রে বসিয়া কাঁদিতেছেন। পদতলে বিধবা কন্যা।

তখনো সন্ধ্যা। সুরবালার মা তখনো নানারূপ জ্ঞানগর্ভ কথাই কহিতেছেন, জপ করিতেছেন।

হায়, সুরবালার মা! তোমার মুখের হাসি কি হইল? তুমি যে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ছেলে মেয়ের পরিচর্য্যায় রত রহিতে; আজ তিন দিন হয়, এমন অলসভাবে শয্যায় শয়ান রহিয়াছ কেন?

হায়! সুরবালার মার জীবন-সর্ব্বস্ব! তুমি যাহাকে উপযুক্ত গৃহিণী জানিয়া এবং প্রখরবুদ্ধিশালিনী বুঝিয়া সমস্ত গৃহের ভার যাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতে, আজ সে কোথায় যাইতেছে?

হায় বিধবা সুরবালা! আপন পবিত্র পক্ষ-পুট দ্বারা যে পক্ষিণী সংসারের সমস্ত যন্ত্রণা, এবং সকলের কুটদৃষ্টি হইতে তোমাকে আবৃত করিয়া রাখিতেন, তিনি আজ কোন্ আকাশে উড়িয়া চলিলেন?

সেই দিন শেষ রাত্রিতে সুরবালার মা সুরলোকে চলিয়া গেলেন। পুত্র কন্যা ও স্বামীর শত আহ্বানেও ফিরিলেন না।

হায় সুরবালার মা! তোমার অবোধ স্বামীকে কোথায় রাখিয়া যাও? সুরবালার মা! তোমার সুরবালা যে বিধবা, তাহাকে কে রক্ষা করিবে, তাহা কি তুমি ভাবিতেছ না? কের সুরবালার মা! তোমার শিশু সন্তানগুলির যে আর কেহ নাই। নিশ্চয়ই এ তোমার প্রবাস-যাত্রার সময় নয়। সুরবালার মা! সুরবালার মা! হায়! কে উত্তর দিবে? তিনি যে সুরলোকে—অনন্ত সুখময় স্থানে।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

কৃষ্ণাপ্রদেশীয় সামাজিক সমিতি।

অল্প দিন হইল মসলিপত্তনের কলেজ-গৃহে প্রদেশীয় ষষ্ঠ সামাজিক সমিতি হয়, তাহাতে কর্ণুলের মাননীয় কে শ্রীনিবাস রাও বিএ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সময়োপযোগী অতি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাতে "আমাদিগের ভ্রান্তি" বলিয়া যে একটী অংশ আছে, তাহার তাৎপর্য্য এখানে প্রদত্ত হইল :—

হাজার বিষয়ে আমরা ঠিক্ পথ ছাড়িয়া বিপথে গিয়াছি। হাজার প্রকারে আমরা যুক্তিকে বলিদান করিয়াছি। হাজার বিষয়ে আমাদের অন্তরের বিবেক-বাণীকে নিস্তব্ধ করিয়া আমরা বাহ্য বলের অধীন হইয়াছি, তথাপি ধর্ম্মের মায়ান্ধ হইয়া মনে করি প্রাচীনেরা আমাদের জন্য যে পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, আমরা ঠিক্ তাহারই অনুসরণ করিয়া চলিতেছি। আমরা নর্ত্তকী আনিয়া আমাদের দেব-

মন্দির সকলকে অপবিত্র করিতেছি, তথাপি ধর্ম্মের কিছু ক্ষতি করিয়াছি মনে করি না। আমাদের পুরোহিত ও মঠ সকল সাচ্চা টাকার পরিবর্ত্তে মেকীতে পরিপূর্ণ, তথাপি আমরা মনে করি আমরা ঠিক্ আছি। বেদোল্লিখিত চারি জাতি হইতে আমরা চারি সহস্র জাতির স্থষ্টি করিয়াছি এবং স্বজাতির পরস্পরকে পরস্পর হইতে শোচনীয় ভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়াছি, তথাপি ভাবি এ ঘটনা স্বাভাবিক ও ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট। আমরা শিশু-বিবাহ করিতেছি, বালিকা-দিগকে চিরবৈধব্যে নিক্ষেপ করিতেছি এবং বিবাহের নামে বালক বালিকা-বিক্রয় করিতেছি, তথাপি ধীর গম্ভীর ভাবে মনে করিতেছি যে, শাস্ত্রের বিধি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেছি। যখন একজন আয়েঙ্গার ব্রাহ্মণ অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সহিত ভোজনে অস্বীকৃত হন বা তাঁহাদের দৃষ্টির অগোচরে নিজ-ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তখন তাঁহার বিশ্বাস—বড় ধর্ম্মের কার্য্য করিলাম। এক-জন মাধ্বা ব্রাহ্মণ তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণের আনীত জল যদি স্পর্শ না করেন অথবা তাহার রাঁধা অন্ন ভোজন না করেন, তিনি মনে করেন, একটী ধর্ম্মনিয়ম রক্ষা করিলাম। সার টি মাধব রাও এবং সার বাস্তাম আয়েঙ্গার পাশাপাশি বাস করিয়াও কখনও একত্র আহার করেন নাই—সমাজে অতি উচ্চপদস্থ এবং উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণেরাও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ বলিয়া একত্র আহারে-বসিবেন না। এরূপ বিচ্ছিন্নতার জন্য ধর্ম্মবিধি কোথায়? এরূপ প্রথাকে সামাজিক নয়-বিবেচিতা বলি এবং দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ মহাশয় ব্যক্তিরাও এইরূপ সামান্য বিষয়ে দেশা-চারকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। ত্রিবৌঙ্কুরের রাজবাটীতে কোনও পুরুষের গোঁপ রাখা অসম-সাহসিকতার কথা এবং তাহা হইলে গৃহে শান্তিরক্ষা হয় না। ত্রিবৌঙ্কুরের নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ—তাঁহারা অবাধে (নায়ার) শূদ্র-কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু গোঁপ রাখিলে অত্যুৎকট পাপের পাপী বলিয়া গণ্য হইবেন। আমাদের প্রদেশে বয়স্কা বালিকা অবিবাহিতা থাকিলে আমরা দেবতার ক্রোধভাজন হইয়া থাকি, কিন্তু ত্রিবৌঙ্কুরে নাম্বুদ্রি পরিবারে ৫০র অধিক বয়সের কুমারী সকল দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার ব্রাহ্মণের পক্ষে বয়স্কা কন্যাকে অবিবাহিত রাখা মহাপাপ, কিন্তু নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণপরিবারে কন্যা চির-কুমারী হইয়া থাকিলেও কোনও দোষ নাই। আমার মনে হয় এ প্রদেশের গলিত-দন্ত পলিত-কেশ পুরুষেরা যখন তৃতীয় বা চতুর্থবার বিবাহার্থী হন, তখন তাঁহারা ত্রিবৌঙ্কুরের এই সকল বর্ষীয়সী কুমারীকে কেন বিবাহ করেন না? ইহাতে দুই লাভ—(১) এ প্রদেশের শিশু-কন্যারা অস্তিমদশাস্থ লোকদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে এবং (২) বর্ষীয়সী কুমারীদিগের বিবাহ-সাধ মিটাইবার একটা উপায় হইবে। কিন্তু যতদিন

আমরা নিষ্ঠুর দেশাচারের নিগড়ে বদ্ধ আছি, আমাদের প্রধান লোকদিগেরও যাহা ছিন্ন করিবার সাহস নাই, ততদিন আমরা যা আছি, তাই থাকিব।

জাতিভেদ বিষয়েও এই বক্তা বেশ রসিকতাপূর্ণ ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন। কতকগুলি লোক বলেন, জাতিভেদ শ্রম-বিভাগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীমাত্র। বস্তুতঃ ইহা তা নয়, ইহা স্থায়ী ও বংশানুগত শ্রেণীবিভাগ। যদি সকল উচ্চ পদ বংশানুগত হয়, তাহা হইলে কেমন হয়? ডাক্তরের পুত্রদিগকে ডাক্তর, উকীলের পুত্রদিগকে উকীল এবং জজের পুত্রদিগকে জজ হইতে বাধ্য করিলে ফল কেমন হয়? এইরূপ কবিদিগের সন্তানদিগকে কবি, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের সন্তান-দিগকে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পদে প্রতিষ্ঠিত করিলে কেমন হয়? আমাদের বংশানুক্রমিক বাল্মীকি, কালিদাস, শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধ নাই। প্রাচীন ঋষি-দিগের স্থানীয় বা কাহারা আছেন? যুবক বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র কৈ? জাতিভেদের সঙ্গে ক্ষীণতা ও হীনতা জড়িত। বিদ্যা-লয়ের কোনও শ্রেণীর প্রথম বালককে বিনাগুণে বরাবর প্রথম এবং নিম্নতম বালককে গুণসত্ত্বেও নিম্নতম রাখিলে কি ফল হয়? প্রথম বালকের পরিশ্রমের কোনও প্রয়োজন নাই এবং নিম্নতম বালকের কাজের প্রবৃত্তি হইবে না। এই পৃথিবীতে আমরা সকলকে কাজ করাইতে চাই এবং যাহার যে উৎকৃষ্ট গুণ আছে, তাহার বিশেষ উন্নতি দেখিতে চাই। ইহা করিতে হইলে জাতিগত গুণের নয়, কিন্তু ব্যক্তিগত গুণের আদর করা চাই।

সভাপতি দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাওয়ের মত সমর্থন করিয়া স্ত্রীলোক-দিগের স্বেচ্ছাধীন বিবাহ বা অবিবাহ, বাল্যবিবাহ-নিবারণ ও বাল-বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তন এই তিনটী বিষয়েও যে সকল কথা বলেন, তাহাও সমীচীন।

যে মান্দ্রাজ প্রদেশকে লোকে তমসাচ্ছন্ন বলে, তাহাতে এইরূপ সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন হইতেছে; আর দুঃখের বিষয় জ্ঞানগর্ব্বোন্নত শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণ এক-বার জাগিয়া আবার নিদ্রাগত! তাঁহারা এখন দোষাবহ দেশাচার ও কুসংস্কার সকলের পক্ষসমর্থন করিয়া সুখের স্বপ্ন অনুভব করিতেছেন।

ইংরাজী প্রবচন।

জ্ঞান ও অজ্ঞান।

১। জ্ঞান কেবল লাটিন ও গ্রীক ভাষায় (বা সংস্কৃতে) কথা কয় না।

২। বয়সেতেই জ্ঞানের পরিচয় নয়।

৩। গরিব লোকের জ্ঞান যেন সিসাতে হীরা খচিত।

৪। জ্ঞানের জন্ত অধিক মূল্য দিতে হইলেও তাহাতে লাভ আছে।

৫। ধন অপেক্ষা জ্ঞান অধিক হিংসনীয় অর্থাৎ প্রার্থনীয়।

৬। জ্ঞান দানপত্র বা উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে পাওয়া যায় না।

৭। জ্ঞান ন্যায়-বিবাদ অপেক্ষা অন্যায় সন্ধির পক্ষপাতী।

৮। জ্ঞান আবশ্যক বস্তু সংগ্রহ করে, অতিরিক্ত বস্তু নয়।—(সোলন)

৯। নির্ব্বোধতার ধ্বংসাবশেষোপরি জ্ঞান চড়িয়া থাকে।

১০। জ্ঞান কখন কখন ছেঁড়া জুতা পায় দিয়া বেড়ায়।

১১। ধনী ও বড় লোক অপেক্ষা জ্ঞানী ও সাধু ভাল।

১২। নির্ব্বোধেরা ভোজ দেয়, জ্ঞানীরা আহার করেন।

১৩। সজ্ঞান ভয় সতর্কতা উৎপাদন করে।

১৪। জ্ঞানী যুক্তিদ্বারা, অল্পবুদ্ধিরা বহুদর্শিতাদ্বারা, অজ্ঞানেরা ঘটনার অবশ্যম্ভাবিতাদ্বারা এবং পশুরা স্বভাবদ্বারা শিক্ষালাভ করে।

—(সিসিরো)

১৫। জ্ঞানীরা অপ্রাপ্য বিষয়ের জন্ত দুঃখ করেন না।

১৬। জ্ঞানীরা মত পরিবর্ত্তন করেন, মূর্খেরা কখনও করে না।

১৭। জ্ঞানীদিগের মুখ হৃদয়ে, মূর্খদিগের হৃদয় মুখে।

১৮। পৃথিবীতে জ্ঞানী লোক বেতার সেগুণ বৃক্ষের ন্যায় কদাচ প্রাপ্য।

১৯। জ্ঞানীরা অন্যের ভ্রম হইতে শিক্ষা লাভ করেন, মূর্খেরা নিজ-ভ্রম হইতে।

২০। সমুদায় আইন উঠিয়া গেলেও জ্ঞানীরা যেরূপ সাধুজীবন যাপন করিতেছেন সেইরূপ করিবেন।

—(এরিষ্টোফেনিস)

২১। নির্বোধ যা গণনা করে, ফলে তাহার কম দাঁড়ায়।

২২। নির্বোধ ও তাহার টাকা পরস্পর ছাড়াছাড়ি হয়।

২৩। নির্বোধ বিনা বাদ্যে নৃত্য করিতে পারে।

২৪। নির্বোধ মুখসর্ব্বস্ব।

২৫। নির্বোধ আপনার নির্বোধতা বুঝিবার পূর্ব্বে বিষয় সম্পত্তি খোয়াইয়া ফেলে।

২৬। নির্বোধ এক ঘণ্টায় যত প্রশ্ন করে, জ্ঞানী ব্যক্তি ৭ বৎসরে তাহার উত্তর করিতে পারেন না।

২৭। নির্বোধ জ্ঞানী লোককে পরামর্শ দিতে পারে।

২৮। নির্ব্বোধ ধনোপার্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু তাহা ব্যয় করিতে জ্ঞানীর সাহায্য চাই।

২৯। নির্ব্বোধের বাক্য অবসান হইলেই কার্য্য শেষ হইল।

৩০। নির্ব্বোধ জলে ডুবিতেছে আর হাসিতেছে।

৩১। নির্ব্বোধের বক্তৃতা বায়ুর বুদ্বুদ।

৩২। নির্ব্বোধের জিহ্বা এত দীর্ঘ যে, তদ্দ্বারা নিজের গলা কাটিতে পারে।

ধর্ম্মাধর্ম্ম।

১। ধর্ম্ম ও সুখ পরস্পরে মাতা ও কন্যা।

২। ধর্ম্মের বাসস্থান জিহ্বা নহে, হৃদয়।

৩। ধর্ম্ম মহামূল্য রত্ন।

৪। ধর্ম্মই ধর্ম্মের পুরস্কার।

৫। ধর্ম্মকে সাধু লোকেরা যত উৎসাহ দেন, অসাধু লোকে তদপেক্ষা অধিক পীড়ন করিয়া থাকে।

৬। ধর্ম্ম মহদ্বংশজ হইলেও ধন তাহার মর্য্যাদা হরণ করে।

৭। ধর্ম্মই যথার্থ কৌলীন্য।

৮। ধর্ম্ম নিন্দুকের গ্লানির অতীত নহে।

৯। ধর্ম্মের অযথা প্রয়োগে অধর্ম্ম হয়।

১০। ধর্ম্ম মানুষকে পৃথিবীতে যশস্বী, কবরে গৌরবান্বিত এবং স্বর্গে অমর করে।

১১। ধর্ম্ম ক্ষণকালের জন্য ম্লান হইলেও এককালে বিনষ্ট হয় না।

—(পবলিয়স সরিস)

১২। ধর্ম্মসকলের মধ্যে পরস্পর ঐক্য আছে, কিন্তু অধর্ম্ম সকল পরস্পরে বিবাদ করিয়া মরে।

১৩। ধর্ম্ম কিছুকাল মেঘাবৃত থাকিতে পারে, কিন্তু পরে উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইবে।

১৪। পাপ নিজেই নিজের দণ্ড এবং কখন কখন নিজের ঔষধ।

১৫। অধর্ম্ম যখন ধর্ম্মের বেশ ধারণ করে, তখন তাহা মহা ভয়ানক।—(পবলিয়স সরিস)।

১৬। পাপ ধর্ম্মকে সমধিক উজ্জ্বল করে।

১৭। পাপ অনেক সময় ধর্ম্মের রথে দম্ভসহকারে ভ্রমণ করে।

১৮। যেখানে ঈশ্বর রাজত্ব করেন, সেখানেই ধর্ম্মের রাজত্ব।

ইলিয়াড।

(শেষ)

প্রথম সর্গ।

এরূপে মন্ত্রণা আঁটি, দোঁহে দোঁহাকার
কাছে লইলা বিদায়; থেটিস সুন্দরী
পশিলা জলধি-গর্ভে; দেবেন্দ্র জিয়াস
উত্তরিলা যথা শোভে দেব-সভাতল।
সসম্ভ্রমে দেবগণ ত্যজিয়া আসন
অভ্যর্থিলা সুরেশ্বরে সগৌরবে যবে
গ্রহিলা আসন দেব, হীরা সুরেশ্বরী

জ্বলিয়া অনল-সম ভীষণ আক্রোশে
(কারণ তাঁহার নাহি আছিল অজ্ঞাত
কেমনে জলধি-পতি প্রচেতোদুহিতা
রজতচরণোজ্জ্বলা লেটিস সুন্দরী
হতমান পুত্রের বাড়াতে পুনঃ মান
করিলা মন্ত্রণা গূঢ় দেবেন্দ্রের সনে)
কহিলা আক্ষেপ করি সম্বোধিয়া দেবে :—
"তব সহ হে কৌশলি! কহ মোরে শুনি
কিবা সে অভীষ্ট যাহা সাধিবার তরে
আঁটিলা মন্ত্রণা আজি কোন্ দেব আসি,
রাখিল সঙ্কল্প তব অজ্ঞাত আমার?
জানি আমি চিরদিন এই রীতি তব।
স্বেচ্ছায় হে বজ্রী কবে করেছ প্রকাশ
তোমার সঙ্কল্প গূঢ় জুনোর সমীপে?"
এতেক কহিয়া যবে রোষে অভিমানে
নীরবিলা সুরেশ্বরী, দেবেন্দ্র জিয়াস
উত্তর করিলা তারে গম্ভীর বচনে :—
"সকল সঙ্কল্প মম হইতে বিদিত
হৈ'ওনা প্রয়াসী কভু স্বর্গ-অধীশ্বরী।
যদিও প্রতাপান্বিত সুরেন্দ্র জোভের
পত্নী তুমি, তবু জেনো তব বোধাতীত
আমার বিচিত্র কার্য্য—রহস্য জটিল।
জানাব সর্ব্বাগ্রে তোমা—হবে বিবেচিত
যাহা যোগ্য সমুচিত তব ধারণার,
কিন্তু তব কাছে মম এই অনুরোধ
কর না আয়াস কভু হ'তে অবগত
গোপন সঙ্কল্প মম—নিগূঢ় কৌশল।"
এতেক কহিলা যবে দেবেন্দ্র জিয়াস,
সবিস্ময়ে হীরাদেবী উত্তরিলা তাঁরে :—
"হে ক্রনীস! একি কথা কহিতেছ তুমি?
একি এ অন্যায় উক্তি? কবে অকারণে
হইতে বিদিত গুপ্ত সঙ্কল্প তোমার
হইয়াছি ব্যগ্র আমি কহ দেব মোরে?
চিরদিন নিরুদ্বেগে ভাঙ্গ গড় যত
সঙ্কল্প তোমার বজ্রি, কিন্তু এবে আমি
হয়েছি শঙ্কিত অতি, পাছে তুমি দেব
হস্মুখা সে লেটিসের প্রার্থনায় ভুলি
সাধিতে অভীষ্ট তুষ্ট হও হে সম্মত।
কারণ আজিকে নিশি-প্রভাত-সময়ে
হেরেছি তাহারে তব ধরি পদ-যুগ
যাচিতে আগ্রহে কোন প্রসাদ তোমার।
বুঝেছি হে দিতে তুমি তাহার নিকটে
হয়েছ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, বাড়াতে গৌরব
আকিলিস দুর্ম্মতির, ট্রয়জান-করে
করি নিগৃহীত ঘোর গ্রীক বীরদলে।"
শুনিয়া জুনোর বাণী সক্রোধ-বচনে
কহিলেন সুরপতি কাঁপি থর থর :—
"জানি বৃথা জল্পনায় চিরসিদ্ধ তুমি।
কিন্তু এবে শুন দেবি! মোর এ আদেশ—
নিবর্ত্তহ নিবর্ত্তহ বৃথা বাক্যব্যয়ে,
পাছে পুনঃ সুরদল হন অসফল*
মোর রোষ-বহ্নি হতে রক্ষিতে তোমারে।"
এতেক কহিলা যবে দেব বজ্রধারী,
দমনি আক্রোশ দীপ্ত সভয় অন্তরে
নীরবে রহিলা বসি হীরা দেব-রাণী

* দেবগণ জুনোর পক্ষাবলম্বন করিয়া পূর্ব্বে কয়েকবার তাঁহাকে যোভের ক্রোধ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিদ্রোহী হয়েন, কিন্তু অবশেষে যোভের নিকট পরাজিত হইয়া সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। এখানে যোভদেব দেবগণের পূর্ব্ব বিরুদ্ধাচরণের জন্য তাঁহাদের প্রতি ইঙ্গিতে আক্রোশ প্রকাশ করিতেছেন।